কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

দীপালীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে **সুন্দরী** ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পুস্তকের নামপটের পরিকল্পনাটি আমার কবি-বন্ধু শিল্পী শ্রীঅখিলচন্দ্র নিয়োগীর। ইতি সন ১৩৩৮ সাল ১লা চৈত্র।

১৪ই মার্চ্চ ১৯৩২
৪৫।১।এ বীডন্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরমারাধ্যাতমা

জননী

স্বর্গীয়া হেমন্তকুমারী দেবীর

শ্রীচরণোদ্দেশে—

আছে ? মাকে বুঝিয়ে ব'লো—বৌমার এখনো ছেলে হবার বয়েস যায় নেই—"

বিপিন ক্ষুণ্ণভাবে কহিল—"মা কিছুতেই তা' বুঝচে না যে ! আর বারে বারে মায়ের কথা ঠেলিই বা কি ক'রে ?"

সৌদামিনী পুনরায় অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার বিপিনের পানে চাহিয়া, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন—"তা হ'লে তোমরা যা' ভাল বোঝ'—তাই কর'গে !"

বিপিন যেন অকূলে কূল পাইল। কিঞ্চিৎ উৎসাহভরে কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, জ্যাঠাই মা—আমারও তাই মন। মায়ের মনে কষ্ট আমি কিছুতেই দিতে পারব না !"

সৌদামিনী একটু ম্লান হাস্যের সহিত, ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া দিল।

বিপিন দুই একটি ঢোক গিলিয়া, একবার ঘরের দিকে চাহিয়া কি-বলি কি বলি ভাবিতে ভাবিতে, ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"অরুণারও তো যথেষ্ট বয়েস হলো—"

সৌদামিনী কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া কহিলেন—"আমার ঘরের ব্যাপার, তোমার ভাব্‌বার কোনো দরকার নেই—"

বিপিন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সহজ ভাবেইপ্রস্তাব করিল—"না, আমি বল্‌ছিলাম কি যে, বিয়ে যদি আমায় আবার কর্‌তেই হয়, হলে অরুণাকে—"

"বিপিনবাবু, সাবধান—এ রকম প্রস্তাব আপনি আমার কাছে আর কখ্‌খনো করবেন্ না ! যান্, বাড়ী যান্।"

"কেন, আমি কিসে অযোগ্য ?"

"যোগ্য অযোগ্যের কথা নয় এ—"

বিপিন উষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে তা হলে আপনার অপছন্দ ? ও, তাই বলুন—কী আপনার আস্পর্দ্ধা ! আমি গাঁয়ের জমিদার, কুলীন—যেচে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইচি—"

সৌদামিনীর চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতেছিল, মুখখানা টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, নাসা-বিবর রাগে ফুলিতেছিল। সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী-সঙ্কেতে কঠোর ভাবে, কহিলেন—"চুপ্ করে' চলে যান্, আর কখনো আপনি আমার এ চৌকাঠ মাড়াবেন্ না, যান্—উঠুন্—যদি আর তিলমাত্র বিলম্ব করেন্, তা' হলে নাথুকে ডাক্‌ব—"

নাথু সৌদামিনীর পুরাতন ছত্রিশ-গড়িয়া ভৃত্য।

বিপিন রাগে ফুলিতে ফুলিতে কহিল—"কী এত বড় আস্পর্দ্ধা ? আচ্ছা, মনে থাকে যেন, মাগী, আমি বিপিন পাঠক—"

সৌদামিনী পরুষ কণ্ঠে ডাকিলেন—"নাথ্‌থু—"

মায়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া, দ্রুতপদে অরুণা আসিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া, সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা ?"

"কিছু না, তুই যা—"

অরুণা গেল না, কেবল একবার মাতার ও একবার বিপিনের মুখ পানে বিহ্বল ভাবে বারে বারে চাহিতে লাগিল।

বিপিন কহিল—"আচ্ছা, কদ্দিন গাঁয়ে থাকিস্ তুই, হারামজাদী, তা' আমি দেখ্‌চি ? নচ্ছার মাগী—" বলিতে বলিতে বিপিন একরূপ দৌড়িয়াই পলাইল।

অরুণার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

সাদরে কন্যার চোখের, জলধারা মুছাইয়া দিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এমনি উদাসীনভাবে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে নাথ্‌খু লক্ষ্মীছাড়াটা গেল কোথা? আয় অরু, ভাত খাবি আয়! ও-ঘর থেকে আসন খানা হাতে করে' নিয়ে আয় মা—"

জলভরা মেঘের মত মুখখানি লইয়া অরুণা তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমটা বিপিন খুব ভীতই হইয়া পড়িয়াছিল,—কেননা, বিলাসপুরী জোয়ান নাথ্‌থু—বেঁটে-সেঁটে, গোল-গাল দৃঢ় পেশীবহুল—একটি গিঁটে কড়ির মত লোকটা, বড় ভাল নয়! একে খোট্টা, তাহার উপর মেজাজটাও তার ভয়ঙ্কর তেরিয়া! ভাগ্যিস্ সে বাড়ী ছিল না!

পথে আসিয়া বিপিনের অনেকটা সাহস বাড়িল এবং রাগের মাত্রাও বর্দ্ধিত হইল। হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া, বিপিন একেবারে প্রসন্ন মুখুয্যের বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত।

বৈশাখ মাস, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর।

প্রসন্ন বাড়ী ছিল না। বোধ হয়, ফল-দান-ব্রতচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহার স্থায় সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করার পুণ্যফল দিবার জন্য, তিনি এ-পাড়া ও-পাড়া অকারণ ব্যস্ততায় তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাড়ীর মধ্যে তুমুল কলহ চলিতেছিল। বহির্ব্বাটীতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট পুত্র ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র একটা পিটুলী গাছের আড়ালে বসিয়া লুকাইয়া চুপি চুপি লবণসহযোগে কাঁচা আমের সদ্‌ব্যবহারে প্রবৃত্ত ছিল। হঠাৎ অসময়ে গ্রামের জমিদারকে দেখিয়া, উভয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। তাহাদের অভুক্ত আমের বো'ল ও পিটুলীপাতায় লবণটুকু সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

বিপিন ডাকিল—"ওরে—ওরে—ও ক্যাব্‌লা? কাকামশায়?—"

ক্যাব্‌লা তখন বিপুল বেগে ভাগিনেয়-রূপী ব্রেক্‌ভ্যান্‌-সহ একবারে কৈবর্ত্তদের পুকুরপাড়ে তেঁতুল গাছের নীচে। ছেলেদের এই স্থানটিই ছিল একটা বড় জংশন্‌ ষ্টেশন্‌।

বিপিনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, অন্দরের কলহ কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী জগদম্বা ঠাকুরাণী, তাঁহার থস্‌থসে বিপুল দেহভারখানি দোলাইয়া, উত্তর দিলেন—"কে? কেগো তুমি? কাকে খুঁজচ? আবে মোলো মিন্‌সে, কথা বলে না যে—বাক্‌রোধ হল্‌ নাকি?"

সদর ও অন্দর বাটীর মধ্যে একটা মাটির প্রাচীর আছে, তাহার মাথায় চাল ছিল না, মধ্যে খানিকটা ভাঙা—সেইটাই ভিতর বাহিরের দ্বার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বিপিন সেইখানে আসিয়া কহিল—"আমি খুড়ী মা, কাকামশাই কোথা?"

দমকা হাওয়ায় হঠাৎ দীপ-নির্ব্বাণের ন্যায়, বিপিনকে দেখিয়া সমস্ত কলহ বিরোধ যুগপৎ থামিয়া গেল এবং যুধ্যমতী রমনীগণ দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, বক্রনয়নে ঘোম্‌টার ফাঁকে বিপিনের মুখপানে বারে বারে চাহিতে লাগিল।

জগদম্বার পরিধানে তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র থ্যাদার একখানা ধুতি ছিল; সাড়ে আট হাত কাপড় খানি মাতামহীর দেহটিকেই সুষ্ঠুরূপে আবৃত করিতে অক্ষম, তবুও মুখোপাধ্যায়গৃহিনী তাহাতেই একটা দীর্ঘ অবগুণ্ঠন রচনা করিয়া, বিপিনের সম্মুখে আসিয়া, অতি বিনয়ে ও স্নেহে কহিলেন—"ওমা, বাবু যে! এখন? আসুন—আসুন—ও পুঁটি—ও ক্ষেন্তি—ও ইয়ে—আ মোলো পোড়ারমুখীরা, বাবুকে একখানা পিঁড়ে দে বস্‌তে—"

ক্ষেন্তি দুপ্‌দাপ্‌ করিয়া পা ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি সশব্দে একখানা উঁচু পিঁড়ে পাতিয়া দিয়া, অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"কাকামশাই কোথা গেছেন? এখুনি ফিরবেন্ ত?—তাঁর যদি ফিরতে দেরী থাকে—"

জগদম্বা বাধা দিয়া বলিল—"তার কথা আর কি সুধোও, বাবা? সেই চাকী না উঠ্‌তে বেরিয়েচে, আর এই ছায়াব মাথায় পা' পড়্‌চে—এখনো যদি তার দেখা আছে? কোন্ চুলোয় যে যায় নিত্যি, তা' সেই আবাগেই জানে—"

সে দিন প্রাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভার্য্যার সঙ্গে একটু কথান্তর হইয়াছিল বলিয়া,গৃহিণীর মনটা স্বামীর উপর তত প্রসন্ন ছিল না। কাজেই নিজের অগোচরে জমিদারের সম্মুখে হঠাৎ বেফাঁস কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়া, জগদম্বা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি কহিল—"আপনি একটু বসুন, দাদাবাবু, বাবা এলেন্ বলে—তাঁর আস্‌বার সময় হয়েচে।"

"পুটি অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চিস্ কি? একটু পাখা কর্‌তে পারিস্ না? কেবল গতরের ঝুড়ি বয়ে' বেড়াবি? আরে মোলো—তবু যদি শ্বশুরের ভাত থাক্‌তো? দেখ্‌চিস্ বাবু ঘেমে নেয়ে উঠেচেন—"

পুটি কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোঁচার কাপড়ে আম, সুপারি, কড়ি, কিছু চাউল, দুইটি ডাব প্রভৃতির একটা বোঝা ঝুলাইয়া উঠানে পা' দিতেই, গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"বলি, কি আক্কেল তোমার বল' দেখি? বাবু এসে কোন্ কাল থেকে তোমার জন্যে বসে' রয়েচেন—"

"এসো, এসো, বাবা এসো, বসো—আমি এ গুলো ফেলে আসি" বলিয়া প্রসন্ন ঘরে ঢুকিল, জগদম্বাও তাহার অনুসরণ করিল—পুঁটি বিপিনের মাথায় পাখা করিতে লাগিল।

স্বল্পক্ষণ পরে প্রসন্ন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কাকামশাই, একবার বাইরে আসুন, আপনার সঙ্গে একটা খুব জরুরী কথা আছে।"

"এসো বাবা, এসো—"

বলিয়া প্রসন্ন অগ্রগামী হইল, বিপিন পশ্চাতে চলিল। যাইতে যাইতে একবার ক্ষেন্তি ও পুঁটির পানে একটু চাহিয়া, বিপিন ঈষৎ হাসির একটা খোঁচা মারিয়া গেল। গ্রামের জমিদার—

বাটীর বাহিরে একটা কাঁটাল গাছ ছিল, তাহার তলে বেশ ছায়া। সেখানে একখানা গরুর গাড়ী রাখা ছিল; বিপিন সেই গাড়ীখানায় পা ঝুলাইয়া বসিল. মুখুয্যে মহাশয় কৌতূহলী হইয়া বিপিনের পাশে দাঁড়াইল। পথ নির্জ্জন। মাথার উপর কাঁঠাল গাছের শ্যামোজ্জল নিবিড় পত্র-কুঞ্জের মধ্যে একজোড়া ঘুঘু কূজন করিতেছিল।

বিপিন খপ্ করিয়া বলিল—"কাকামশায়, ঐ খৃষ্টান মাগীর একটা কিছু বিহিত করতে হবে যে, গাঁয়ে এ রকম বদিয়াতী তো আর দেখা যায় না—"

মুখোপাধ্যায় কিছুই-না-জানা সত্ত্বেও আশ্বাস দিল—"নিশ্চয় করতে হবে—কি করতে হবে বল, বাবাজী—"

বিপিন। দেখুন, ও বলে কি জানেন্? আমায় ওর ঐ ধেড়ে মেয়েটাকে বিয়ে করতে বলে!

প্রসন্ন। বটে? কি আস্পর্দ্ধা?

বিপিন। দেখুন্ একবার—

প্রসন্ন। তা' তুমি কি বল্‌লে, বাবাজী?

বিপিন। আমি আর বল্‌ব কি? আমার স্ত্রী বর্ত্তমান—তা' ছাড়া ঐ একটা আশ্রিতা রয়েচে—জানেন্ তো সবই—

প্রসন্ন। ঠিক তো, ঠিক তো—

বিপিন। এ ছাড়া আমার মা রয়েচে—মা কি অম্‌নি আমায় বিয়ে কর্‌তে দেবে?

প্রসন্ন। তা কি দেয়? তোমাদের বংশ—ডাকসাইটে গুষ্টি · তোমরা কি যার তার ঘরের মেয়ে আন্‌তে পার? একি হয়? না, কখনো হয়েচে? বেটির আশা তো বড় কম নয়?—

বিপিন। আমি তাই বল্‌লাম যে, এ আমার দ্বারা হবে না—

প্রসন্ন। বেশ বলেচ'—তোমার যোগ্যি কথাই বলেচ'—ভ্যালা মোর বাপ্! কেমন বাপের বেটা—

বিপিন। কিন্তু, এতে যে মহা অনর্থ হ'ল—

প্রসন্ন। কি রকম?

বিপিন। এই কথা শুনে, সে বেটি তো একবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, আমায় যা মুখে এল তাই বলে গালাগা'ল তো কর্‌লই, শেষে ওদের সেই খোট্টা চাকরটাকে ডেকে আমায় মার খাওয়াতে পর্য্যন্ত উদ্যত! আমি যদি ছুটে তখুনি পালিয়ে না আস্‌তাম, তা হ'লে আমার ভাগ্যে—

প্রসন্ন অত্যন্ত ক্রোধের ভাণে তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতার মত হাত পা' ছুঁড়িয়া, চোক মুখ ঘুরাইয়া, শিখা দুলাইয়া, সজোরে উষ্মা প্রকাশ করিতে

আরম্ভ করিল। বিপিন ধৈর্য্য ধরিতে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া, তবে প্রসন্নকে থামাইল।

বিপিন বলিল—"এ কথা এখন আর বেশী চাউর করে' কাজ নেই। আপনি জান্‌লেন আর আমি জান্‌লাম—আমরা ওকে হাতে মার্‌ব কেন, কাকামশাই, ভাতে মারি আসুন্—"

প্রসন্ন তাহাতেও রাজী। কহিল—"উত্তম! তোমার এ অপমানের প্রতিশোধ যদি না নিতে পারি, বাবাজী, তা' হলে আমি বৈকুণ্ঠ মুখুয্যের ছেলেই নই—"

বিপিন গদগদ ভাবে কহিল—"তা' জানি, কাকা মশায়, এ গাঁয়ে আমাদের আপনার বল্‌তে একমাত্র আপনিই আছেন। তাই বরাবর সেখান থেকে আপনার কাছেই চলে এসেচি! এখনো বাড়ী পর্য্যন্ত যাই নাই—"

প্রসন্ন সস্নেহে কহিল—"বেশ করেচ'—এইখানেই এসো! আমি ওর ভিটে মাটি উচ্ছন্ন কর্‌চি, দাঁড়াও—"

বিপিন ভক্তিভাবে নিবেদন করিল—"আপনার যা' বুদ্ধি কাকা মশায়, তা' কোনো জজেরও নেই। তাই তো সব কাজেই আপনার মত নিই—"

প্রসন্ন সুযোগ ছাড়িল না, কহিল—"শুধু বুদ্ধি নিয়ে কি ধুয়ে খাব', বাবা?"—

বিপিন সতেজে কহিল—"আপনার বুদ্ধি, কাকা মশায়, আর আমার টাকা—দেখি বেটী কোথায় দাঁড়ায়—"

প্রসন্ন ভরসা দিল—"দু' দিন সবুর কর', বাবাজী, তারপর দেখো! তখন ব'লো যে, কাকা যদি দুবেলা পেট ভরে' খেতে পেতো, তা' হলে সে কী না কর্‌তে পার্‌তো—"

বিপিন কহিল—"তা জানি। তা' হলে সন্ধ্যে বেলায় আপনি একবার পায়ের ধূলো দেবেন—এখন আসি—"

বলিয়া বিপিন পুনরায় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্দ্দমাক্ত ফাটা পায়ের ধূলা লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

প্রসন্ন বিপিনের মাথায় হাত দিয়া বহু আশীর্ব্বচন আওড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন কয়েক পদ গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"কাকা মশায়, ক্ষেন্তি পুঁটিকে সন্দেশ খেতে এই পাঁচটা টাকা দেবেন।" মুখুয্যে মশায়ের হাতে টাকা পাঁচটি গুঁজিয়া দিয়া বিপিন দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

প্রসন্নর অন্তর আনন্দে উল্লাসে ও পুলকে এত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, কিয়ৎক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না, বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল, ডাকিয়া কিছু খাওয়াইয়া দিই; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার সে ইচ্ছা স্থায়ী হইল না।

গৃহিণী কাঁসর-কণ্ঠে হাঁকিলেন—"ও ড্যাকরা, বলি গিল্‌তে কুট্‌তে কিছু হবে না? আর কি বেলা আছে?"

প্রসন্ন ম্লানমুখে গুটি গুটি বাড়ি ঢুকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরচর্চ্চায় সুখ আছে, কিন্তু পরনিন্দায় একটা নেশা হয়। এ নেশা সব নেশার বড়—অথচ আবগারী আইনে ইহা পড়ে না। সাধারণ জীবন-যাত্রা যখন ভাল লাগে না, তখনই মানুষ নেশা খোঁজে—জীবনে একটু বিস্মৃতি একটু বৈচিত্র্য এবং একটু আনন্দের জন্য। পয়সা খরচ করিয়া সকলের ভাগ্যে নেশা উপভোগ করা হয় না—কিন্তু বিনা পয়সায়, শরীর খারাপ না করিয়া, যদি লোকে নেশা পায়, তাহা কয়জন ছাড়ে?

ক্ষীরগ্রামে বহুদিন কোনো বৈচিত্র্য ঘটে নাই—সুদূর পল্লীগ্রামে লোকের একঘেয়ে জীবন-যাত্রায় জীবনে প্রায় বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িয়াছিল; এমন সময় প্রসন্ন মুখুয্যে মশায় অগ্রণী হইলেন—সৌদামিনী ও অরুণার সম্বন্ধে নানাবিধ মুখরোচক গল্প লইয়া। লোকের অরুচি কাটিল, দু'টা কথা কহিয়া বাঁচিল, যদিও ঈদৃশ সদালোচনায় বক্তাই বেশী, শ্রোতা নিতান্তই কম।

একজন দুইজন করিয়া ক্ষীরগ্রামের আপামরসাধারণের মুখেই নানা কথা চলিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোকেরাও শুনিল—তাহারা গুজব গুলিকে সুন্দরতর করিয়া তুলিল। যেখানে-সেখানে সকলের মুখেই এঁদেরই কথা। বাধা না পাইয়া কুৎসার গোলা বেগে গড়াইতে লাগিল।

গঙ্গা ক্ষীরগ্রামের প্রান্তবাহিনী। সৌদামিনী প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গা-স্নানে যাইতেন, কখনও কখনও অরুণাও মাতার সঙ্গে স্নানে যাইত।

সৌদামিনীও কিছু কিছু শুনিলেন, কিন্তু তিনি কোনো প্রতিবাদ করিলেন না। যখন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি গঙ্গাস্নানে যাওয়াও বন্ধ করিয়া দিলেন। তবু লোকে তাঁহাকে ছাড়ে না। পথ-গুলিতে অথবা দ্বিপ্রহরে আহারান্তে কিম্বা অপরাহ্নে ঘাটে যাইবার পথে এবং ষষ্ঠিতলার বাঁধা বেদির চতুঃপার্শ্বে একতরফা ডিক্রি দিতে দিতে, শেষে—দল বাঁধিয়া মেয়েরা সৌদামিনীর বাড়ী পর্য্যন্ত চড়াও করিয়া মাতা পুত্রীকে অনেক অপ্রিয় মিথ্যা শুনাইয়া দিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

প্রথম প্রথম সৌদামিনী কিছু বলিতেন না; কিন্তু যখন দেখিলেন যে. ইহারা সামান্য সাধারণ সভ্যতার ধারও ধারে না, তখন আত্ম-রক্ষার জন্য রূঢ়ভাবে দুই চারিটি করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সৌদামিনী ভদ্রভাবে দুই একটি কঠোর কথা বলিতে লজ্জায় মরিয়া যাইতেন, কিন্তু যাহাদিগকে সেগুলি বলা হইত, তাহারা সে সব কথা গায়েও মাখে না দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিলে হয়ত তিনি এতটা উত্তেজিত না-ও হইতে পারিতেন, কিন্তু সুশিক্ষিতা বয়স্থা অনূঢ়া কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশ্রী জনরব দিন দিন শূকরের পালের মত বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতেই তিনি সব চেয়ে লজ্জিত, মর্ম্মাহত এবং ব্যাহত! ছি ছি —কন্যার সম্মুখে, কি করিয়াই বা এই সব কথার প্রতিবাদ করেন? অথচ, দিন দিন এই সব অমূলক বিশ্রী জনরবের এত দ্রুত প্রসার এবং শক্তি বাড়িতেছে যে, আর যেন তাহাকে এক চুলও বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়! কিন্তু কি করিয়া তিনি ইহাতে বাধা দিবেন, এই চিন্তাতেই তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মান্ হইয়া পড়িলেন।

অরুণা মাতার অন্তরের গোপন কথাটি বুঝিত, অথচ তাহাকে লইয়াই যে এই অশান্তির সৃষ্টি, তাহার উল্লেখ করিয়া সে-ও কোনো কথা বলিয়া মাতার দুঃখের কথঞ্চিত ভার যে লাঘব করিবে, তাহাও সাহস করিত না। [illegible] মার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, তাহার রাঙা [illegible] ন জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিত।

[illegible] তেন, ব্যথাও বুঝিতেন। সৌদামিনী মেয়েকে [illegible] লইয়া নীরবে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া পবিত্র আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আদর করিতেন। অরুণা মার কোলে মুখ লুকাইয়া অব্যক্ত বেদনায় পীড়িত হইয়া কেবলি গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিত।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভয়ানক গুমোট। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘখণ্ড গুলি ভাসিয়া আসিয়া, এক-একবার একত্র হইয়া পর্দ্দার মত দারুণ রৌদ্রকে আড়াল করিতেছে, আবার পরক্ষণেই দুষ্ট শিশুর মত পর্দ্দা খুলিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল।

ছোট্ট মাটির বাড়ী। দুইখানি খড়ের-চাল শয়ন-ঘর, একটি মাটির দাওয়া; মস্ত উঠান—উঠানের অপর প্রান্তে একটি রান্না-ঘরের চালা। উঠানের পূর্ব্বে আরও দুইটি ঘর—সে দুইটি জিনিষ-পত্রে বোঝাই। পশ্চিমে লম্বা মাটির প্রাচীর ও বহির্দ্বার। বাড়ীর চারি পাশে ৫।৭ বিঘা জমিতে আম কাঁঠাল পেয়ারা জাম শিশু ও তেঁতুল গাছে পূর্ণ একটা বাগান। ঠিক সদর দরজার বাহিরে ছোট একখানা নূতন কাঁচা-ঘরে সাধু থাকিত। অদূরে একটা মাঠে পঞ্চাশ-হাজারী দুইটি লাল ইঁটের পাঁজা—পাকা ইমারত হইবে বলিয়া সৌদামিনী সম্প্রতি পোড়াইয়াছেন।

বাড়ীর ভিতরে দাওয়ায় একখানি পাটি বিছাইয়া সৌদামিনী একটা বালিশে চুল ছড়াইয়া দিয়া শয়িত; পাশে অরুণা দেওয়ালে ঠেশ্ দিয়া বসিয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়া মাতাকে শুনাইতেছিল। সেদিন একাদশী।

সশব্দে সদর দুয়ার ঠেলিয়া একজন দাসীসহ যোগেশ্বরী ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। শব্দে আকৃষ্ট হইয়া চাহিতেই, অরুণা যোগেশ্বরীকে দেখিয়া, তন্দ্রাগতা মাতাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দিয়া, বইখানি পাশে মুড়িয়া রাখিয়া ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মৃদু, অথচ স্পষ্টকণ্ঠে কহিল—"আসুন্—আসুন্—ও মা, দেখ' কে এসেচেন—"

সৌদামিনীও উঠিয়া যোগেশ্বরীকে আহ্বান করিলেন; অরুণা একখানি কার্পেটের আসন আনিয়া তাড়াতাড়ি দাওয়ায় বিছাইয়া দিয়া, কহিল—"বসুন—"

যোগেশ্বরী অপ্রসন্নমুখে কহিল—"না থাক্, আমি এইখানেই বস্‌ছি, মা বসমোতীর চেয়ে আর পবিত্রী কী?" বলিয়া ধপ করিয়া মাটিতেই বসিল। সৌদামিনী ও অরুণা বহুবার উঠিয়া ভাল করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জমিদার-জননী তাহা শুনিলেন না। অরুণা বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার মাতার অন্তর তখন অনাগত একটা আশঙ্কায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। সৌদামিনী নীরবে কি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যোগেশ্বরী কিয়ৎকাল জিরাইয়া লইয়াই, বিনা ভূমিকায় তাহার বক্তব্য পাড়িল। কহিল—"হাঁ মা, এ তোমাদের কি রকম আক্কেলখানা বল' দেখি? আমরা তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েচি, মা? তোমা-

দের কোনো অনিষ্টই তো করি নাই, মা—তবে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ কেন কর্‌চ বল' দেখি ?—"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বল্‌চেন ? সোজা-সুজি বলুন—"

যোগেশ্বরী অন্তরের তিক্ততা আর অধিকক্ষণ গোপন রাখিতে পারিল না, মুখ ভেংচাইয়া কহিল—"আহা, কত ঠাটই না জানো তোমরা ? কি বাঁকা কথাটা বল্‌লাম ? আর ভদ্দর লোকের ঘরের বৌয়ে কি করে' বলে ? তোমাদের যদি—"

সৌদামিনীর মুখখানা কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। কঠিন ভাবে কহিলেন—"আপনি কথা কইতে এসেচেন, না ঝগ্‌ড়া করতে এসেচেন ? যদি কিছু জান্‌বার দরকার হয়, ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করুন—জবাব দোবো। না হয়, এক্ষুনি আপনি আমার বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যান্‌! না যান্‌, দারোয়ান্‌ দিয়ে বের করে' দেব'—"

অরুণা সকাতরে ডাকিল—"মা—মা—"

"না, আমি ঢের ইত্‌রিমি সয়েচি ! মানুষ যে এত-ইতর এত-ছোট হ'তে পারে, তা' আমার এখানে আসবার আগে ধারণাই ছিল না। সে শিক্ষা আমার যথেষ্ট হয়েচে ! এখানকার লোককে শাসনে রাখতে হলে, যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুরের প্রয়োজন। কি করিস্‌ তুই, অরু ? ছাড়্‌, গলা ছাড়্‌—"

যোগেশ্বরী ঠিক এ রকমটা আশা করেন নাই ; বা এমন সহজ ভাবে অপমানিতও কখনও হন নাই। কাজেই প্রথম ধাক্কায় একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম আঘাতটা সামলাইয়া লইতে তাই

যোগেশ্বরীর কিছু বিলম্ব হইল। চিরদিন তাঁহার প্রভুত্ব করার অভ্যাস —খাটো কখনও কাহারও কাছে তিনি হন্ নি, কাজেই জমিদার-জায়া ও জমিদার-জননীর ক্ষুব্ধ আহত আত্মাভিমান দলিত ভুজঙ্গের মত দংশন করিবার জন্য দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া সৌদামিনীকে আক্রমণ করিল।—

গলার ও মুখের শিরাগুলি যতদূর সম্ভব ফুলাইয়া, চিৎকার করিয়া কহিল—"কী যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? আমাকে দারো-য়ান্ দেখানো হচ্ছে? নচ্ছার মাগী—নিজের কাল গিয়েচে বলে', এখন মেয়ের রোজগার খাবার জন্যে, ক্ষীরগাঁয়ে এসেচিস্? এমন চাঁদপারা সৌখীন সোমত্ত জমিদার ছেলে আর পাবি কোথা? আমার বুকে বসে', আমারি দাড়ি ওপড়াবি তুই? দাঁড়া—তোদের মা-মেয়ে দুই নচ্ছারণীর মাথা মুড়িয়ে—ঘোল ঢেলে, কালই যদি এই গাঁ থেকে না বিদেয় করি, তবে আমি শম্ভু চক্কোত্তির মেয়েই নই—"

একদশীর উপবাসের জন্য এমনিই কাতর, তার উপর এই উত্তেজনায় সৌদামিনী একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিলেন—কিন্তু ক্রোধ তখনও পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান্ ছিল বলিয়া, তিনি শক্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া নিরুদ্ধ-বাক্যে কেবলি হাঁপাইতে লাগিলেন।

যোগেশ্বরী সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—"যদি গলায় দড়ি না জোটে তো, কাশী যা'—সেখানে গিয়ে নাতি-নাতিনী যা' হয়, নিয়ে ঘর-সংসার পাতাগে যা'। আমার অমন সোণার পিতমে বৌ, জজের উকীলের মেয়ে, তার কোলে কিছু হল না—হল কিনা শেষে— আঃ আমার পোড়া কপাল রে! বৌমা আমার আহার নিদ্রে ছেড়ে এক

ধারে কালি মূর্ত্তি হয়ে উঠেচে! কত ভাগ্যে মানুতে-জুনুতে আমার ঐ শিবরাত্তির সল্‌তে একটা পোকা, যত সব আবাগী হাড়হাবাতে সর্ব্বনাশী ছেলেখাগী নচ্ছারণীদের নজর কি ঐ আমারি ছেলেটির উপর? যা' না কল্‌কাতায় যা' না—নাম লিখিয়ে দিগে মেয়ের—এখানে কেন?—"

সৌদামিনী ডাকিলেন—"নাথ্থু—"

"জী হুজুর—" বলিয়া শ্রীমান্ নাথুরাম প্রবেশ করিল।

—"দেখ খো, ঈ দোনো ঔরৎকো অাব্বি হিঁয়াসে হঠাও—"

—"উঠিয়ে মাঈজী—"

খোট্টা দারোয়ান্ দেখিয়া দাসী আগেই বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। যোগেশ্বরীও স্তম্ভিত হইয়া—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, ছুঁস্ না—ছুঁস্ না—"বলিতে বলিতে অসম্বৃত অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হইল।

অরুণা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল—"মা, চল' আমরা বিলাস-পুরেই ফিরে যাই। সেই দেশই ভালো।"

সৌদামিনী গাঢ় স্বরে উত্তর দিলেন—"তোমার বাবা যে আমাদিকে এই খানেই বাস কর্‌তে বলে' গেছেন, অরু, মনে নাই?"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি? এই ছোট ইতর লোকদের সাময়িক অত্যাচারে যদি বিচলিত হই, অরুণ, তা' হ'লে এদের অত্যাচার দিন দিন যে বাড়্‌তেই থাক্‌বে, মা! এ সব ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করে', এদিকে জয় কর্‌তে হবে আমাদিকেই, অরুণা। রণে ভঙ্গ দিলে তো চল্‌বে না।"

অরুণা সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এদের সঙ্গে, একা মেয়ে মানুষ তুমি পেরে উঠ্‌বে, কি?"

সৌদামিনীর এ অবস্থাতেও মুখে একটু হাসির আভা ফুটিল। কহিলেন—"মানুষ তো! মেয়ে হয়েই না হয় জন্মেচি! অত্যাচারের প্রতি-বাদ ও প্রতিরোধ করাই তো মনুষ্যত্ব। সে সাহস আমার আছে। তোর ভয় কি? আমি বেঁচে থাক্‌তে, তোর কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ কর্‌তে পারবে না, মা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট্র হইল—যোগেশ্বরীকে দারোয়ান্ কর্ত্তৃক গলা-ধাক্কা দেওয়াইয়া, সৌদামিনী তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকেরা জুতা-শেমিজ-পরা এই খৃষ্টান্ স্ত্রীলোক দুইটির কার্য্যে অবাক্ হইয়া গেল! সর্ব্বোপরি তাঁহাদের এই দুঃসাহসের পরিচয়ে, তাহারা আরো ভীত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীলোকে খোট্টা বুলি বলে? এ একটা বিস্ময়!

সন্ধ্যার সময় বিপিনের বাড়ীতে রীতিমত একটা সভা! গ্রামের যাঁহারা মাথা—যেমন প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গিরিশ ভট্টাচার্য্য, হেড়ম্ব ভট্ট, গৌরাঙ্গ ভদ্র, বেচারাম হাটি, মহাবীর আদক, নিত্যানন্দ কোলে প্রভৃতি মাতব্বর ব্যক্তিগণ বিপিনের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া, বিপিনের মাতার অপমানের কথা আলোচনা করিতেছেন।

প্রসন্ন মুখুয্যে বিপিনের বহুদিনকার প্রিয়-পাত্র; কাজেই লম্ফ ঝম্ফ, চিৎকার গালাগালি ও উষ্মা তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহাকে থামাইয়া রাখাই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সব চেয়ে শক্ত কাজ হইয়া পড়িল। যেন একবার ছাড়া পাইলে, মুখুয্যে মহাশয় এখনি মাতাপুত্রীর ছিন্ন শিরই লইয়া আসে।

প্রসন্ন বিকট উচ্চ চিৎকার করিয়া কহিল—"না হেড়ম্ব দাদা, ও দুই বজ্জাৎ মাগীকে একেবারে পুড়িয়ে মেরে ফেল'। বল' রাতারাতি আমি

ওর ঘরে আগুন দিয়ে আস্‌চি—এ সহ্য হয় না ! হেড়ম্ব দাদা কী বল্‌চ' তোমরা ? —বিপিনের অপমান ! বড় বৌয়ের অপমান—"

হেড়ম্ব ফোক্‌লা। ডাবাহুকায় কলাপাতের নল দিয়া তামাক খাইতে খাইতে, ফস্‌ ফস্‌ করিয়া কহিল—"ছেলে মানুষের মত কথা বলো না—পেসন্ন—ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া কি সোজা ?—"

প্রসন্ন আরো জোরে কহিল—"বেশ তো—সোজা হোক্‌, শক্ত হোক, আপনারা মত করুন্‌, তারপর দেখুন্‌, পারি কি না !—বাবুদের অপমান ?"

গৌরাঙ্গ ভদ্র বক্র হাস্যের সহিত ঠেস দিয়া, কহিল—"মুখে খুব পারো ! এ তো আমরা ছেরকালই দেখচি—তা' না পার্‌লে কি আর তোমায় সংসার এদ্দিন চল্‌তো ? না, দু দুটো মেয়েরই বিয়ে হতো—"

প্রসন্ন সরোষে কহিল—"ঢ্যাখ গৌরো, তোর মুখের ফাঁক তো বড় কম নয়—খড়্গের এক ঘায়ে—"

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া প্রসন্নকে থামাইয়া দিল।

গিরিশ ভট্‌চাজ মহাশয় যাদবপুর রাজসরকারে ৪২ বৎসর একাদিক্রমে কি একটা বড় কাজ করিতেন, এখনও মাসে মাসে চারি টাকা পেন্সিল পান ; কিছুদিন হইল দেশে আসিয়াছেন ; জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে নাকি তাঁর অসীম মাথা ; তিনি বলিলেন—"এ সবে কাজ কি, ভায়া, দশজন লেঠেল্‌ বন্দোবস্ত কর'—রাত-দুপুরে দুই বেটিকে বাড়ী হ'তে বের করে এনে, ঠেঙ্গিয়ে কুকুরমারা করে'—গঙ্গায় লাশ ভাসিয়ে দাও—ও আগুন কাগুন কর্‌তে গেলে, শেষে পুলিশ ফুলিশ এসে মহা অনর্থ বাধাতে পারে—"

পুলিশের নামে প্রসন্নর লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

বেচারাম হাটি বলিল—"ওতেও তো সে ভয় আছে খুড়োমশায়—তার চেয়ে দিন্‌:না কয়েক নম্বর ঠুকে—"

বিপিন এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল—"সে অনেক মুস্কিল। তার চেয়ে—"

মহাবীর আদক সবিনয়ে নিবেদন করিল—"হাটি মশায়ের কথাটাই বিবেচনা কর্‌তে আজ্ঞে হয়, হুজুর! এতেই ওরা ধনে-প্রাণে মর্‌বে। দেশ ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। পুলিশ-কেসের হাঙ্গামায় বড্ড বিপদ—"

নিত্যানন্দ কোলে মহাশয় সব শুনিয়া অতি বিচক্ষণতার সহিত মত দিলেন—"আপনারা ভুলে যাচ্ছেন—দারোগাবাবু যে আমাদের বাবুর পরম বন্ধু! এস্-ডি-ও তো এঁয়ার বল্‌লেই হয়। ওঁর পুলিশ কেসে ভয় কি:? তবে অবিশ্যি পুলিশ কেস্ না করে' যদি কাজ হাঁসিল হয়—সে তো সবার বাড়া!"

প্রসন্ন কহিল—"বিপিন বাবাজী, আমারও কিন্তু ঐ মত। দাও ২।৪ নম্বর ঠুকে—ফৌজদারী দেওয়ানী দুই-ই! তদ্বিরের অভাবেই ও মোকদ্দমা হার্‌বে—কোনো ভয় নেই! আমাদের ২।৪ টাকা খরচ হবে তো? তা' হোক—আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌চি, তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চিরকাল ভরা থাকবে—"

বিপিন সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"মকদ্দমা কি বলে' করি? ও জায়গাটা যে মন্মথ মুহুরীর বাপপিতামোর ব্রহ্মোত্তর—তা' ছাড়া ওরা হ'ল মেয়ে মানুষ—"

নিতাই বলিল—"এর জন্যে কিচ্ছু ভাব্‌বেন্ না, বাবু! ও সব ঠিক হয়ে যাবে—কি বলেন ভট্‌চাজ্ মশায়?—"

গিরিশ বিচক্ষণ ব্যক্তি। মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে কহিল—"হাঁঃ, মকদ্দমা করলে আর্জ্জির অভাব হবে না। তুমি ক'টা চাও?—"

গৌরাঙ্গ ভদ্র সশ্লেষে কহিল—"বাবু, এখন তো সবাই আপনাকে নাচাচ্ছে, শেষে বড় নাজেহাল হতে হবে কিন্তু—"

প্রসন্ন রুখিয়া উঠিয়া গৌরাঙ্গকে মারে আর কি! তাঁহার কাছা কোঁচা খুলিয়া গেল—জ্ঞান নাই; চিৎকার করিয়া কহিল—"কি বলিস্ গৌরো? বেঈমান্—ব্যাটা ঠেঁটা! এক্ষুনি এই খড়মের—"

"হাঁ—হাঁ—থামো—থামো"—বলিয়া মহাবীর আদক মুখুয্যে মহাশয়কে বাধা দিল এবং অন্য সকলে অতি কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিল। গৌরাঙ্গ দ্বিতীয় বার খড়মাঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া মৃদু মৃদু হাসির সহিত, নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া ডান পায়ের তালুতে বাম করতল ঘসিতে লাগিল।

প্রসন্ন তখনও গর্জ্জাইতেছিল—"এত বড় আস্পর্দ্ধা? কোথাকার কে এক বেটি খোট্টানী নচ্ছার—গাঁয়ের জমিদারকে, তাঁর মাকে, দারোয়ান দিয়ে অপমান করাবে, আর আমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? রাজার অপমান—আমরা থাকৃতে—"

নিতাই বাকীটা শেষ করিয়া দিল—"কেন গাঁয়ে কি মানুষ নেই? দিন্ না হুজুর এক নম্বর ঠুকে! ঐ ওদের জল আপনার খাস জমির ওপর এসে পড়ে—এই হোক্ পয়লা নম্বর। তারপর, ওর উত্তর দিকের পতিত জমিটা আপনার ধেনো ক্ষেতের লাগাও—ওটা খাস্ করে নিন্—দেখি, মাগী কেমন করে' ফেরায়। এ কুমীরে পোকার বাসা হবে! তারপর, ঐ বাগানটাও রটিয়ে দিন্ আপনার—দেখি কেমন করে' ও

নিজের দখল সাবাস্ত করে? বলুন ঐ ইটের পাঁজা আপনার—থাক্ না ওর ভিটেখানাই ব্রহ্মোত্তর।"

বিপিন হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া কহিল—"নিতাই, তুমি অমন্দ বল' নেই! কর্‌লে হয়—"

গিরিশ ভট্‌চাজ হুকাটি নামাইয়া রাখিয়া কহিল—"নিতাই তোর মাথা আছে, বাবা! ঠিক ঠাউরেছিস্—বাবাজী, আর বিলম্ব নয়—"

প্রসন্ন বলিল—"কিন্তু আমি ভাব্‌চি, আমরা যদি গাঁয়ের সব ভদ্দর-লোক মিলে জেলায় গিয়ে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিই যে, এক খোট্টানী মাগী গাঁয়ে এসে মৃত মন্মথ মুহুরীর বৌ সেজে, দেশের লোকের চরিত্তির খারাপ করাচ্ছে, আর তার বাড়ী ঘর দখল করে বসেচে—"

হেরম্ব কহিল—"এ ছেলেমানুষী হবে—"

মহাবীব কহিল—"না, খুড়োঠাকুর—এও মন্দ হবে না। এ বলে দর-খাস্ত কর্‌লে, দেশে একটা হৈ চৈ পড়্‌বে ত? একটা তদন্তও হবে সর্-জমিনে। তা' হলেই ওর ইজ্জতে কি কম ঘা' লাগ্‌বে? সত্যি হোক্, মিথ্যে হোক্, স্ত্রীলোকের এ অপবাদ একবার রট্‌লে, আর তার নিস্তার নেই। চের' দিনের মত সে দাগী হয়ে রইল! আমরা দশ জনে বল্‌ব, অবিশ্বাস করে কোন্ শালা? আর তা হ'লেই, ওর মেয়ের বিয়েও শিকেয় উঠল'! দশচক্রে ভগবানব ভূত হয়ে যায়, তার মানুষ কোন্ ছার! হুজুর—শেষে আপনার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে—"

বিপিনের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল—"তবে এই দরখাস্তটাই আগে কর'। নিতাই যা' বল্‌লে, তা পরে হবে—"

যৎসামান্য আর বিতর্কের পর ঐরূপ দরখাস্ত করাই ঠিক হইল। দরখাস্ত কে লিখিবে? অনেক চিন্তার পর ঠিক হইল—গ্রাম্য মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার রাখাল ঘটক, বি-এ পাশ— সে-ই ইহার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি! রাখালের ডাক পড়িল। রাখালকে ডাকিতে তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্য ছুটিল।

সমবেত মাতব্বরগণও উঠি-উঠি করিয়া উস্‌-খুস্‌ করিতে আরম্ভ করিল। কাহারও সন্ধ্যাহ্নিক হয় নাই, কাহারও ঠাকুরের শীতল দেওয়া বাকী, কাহারও গরুগুলি বন্ধ করিতে ভুল হইয়াছে, কাহারও বা হঠাৎ একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ মনে পড়িয়া গেল, কাহারও বা অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে এতক্ষণে খেয়াল হইল—সকলেই একে একে উঠিয়া গেল। রহিল কেবল, প্রসন্ন।

বিপিন চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—"কাকামশায়, পার্‌বেন্‌ তো?"

প্রসন্ন বলিল—"তোমার ভরসা পেলে, না পারি কি বাবা? ঐ বাড়ী, তোমার বাগান বাড়ী করে দিচ্ছি, দাঁড়াও না—আর ঐ ছুঁড়ী—"

"আস্তে—আস্তে—কে শুন্‌তে পাবে।"

"এ ছুঁড়ীটা হাতে এলে, তুমি ও বাউরীপাড়া ঘোরাটা ছেড়ে দিও, বাবাজী—এটা আমার অনুরোধ! লোকে বড় ইয়ে করে—"

"আজ্ঞে আপনার কথা কবে শুনি নাই, কাকামশায়?—"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"রাখাল মাষ্টারের বড্ড জ্বর, লেপ চাপিয়ে শুয়ে আছে। পাঠক-বাড়ীতে বলে' এলাম, কা'ল সকালে যেন নিশ্চয় হুজুরের দরবারে পেঠিয়ে দেয়।"

"আচ্ছা যা"—বলিয়া বিপিন ভৃত্যকে বিদায় দিয়া, প্রসন্নকে ডাকিয়া একটা আলমারীর নিকটে গেল।

আলমারী খুলিয়া একটা চৌকা বোতল বাহির করিয়া, তাহা হইতে খানিকটা তরল পদার্থ এনামেলের একটা গলাসে ঢালিয়া, বিপিন প্রসন্নর হাতে দিল। প্রসন্ন চোঁ চোঁ করিয়া বিকৃত মুখে এক নিঃশ্বাসে সবটা গলাধঃকরণ করিয়া, খড়ম খট্‌ খট্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিপিন অবশিষ্টাংশটুকুর সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাখাল ঘটকের বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। দেশে তাহার একমাত্র বিধবা মাতা বর্ত্তমান। রাখালের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কোনো রকমে পরের বাড়ী থাকিয়া, খাইয়া, ছেলে পড়াইয়া, বি-এ পাশ করিয়াছে; কিন্তু মুরুব্বী-বিহীন গরীবের বি-এ পাশ করিলেই বা কি, না করিলেই বা কি! কাজেই অনন্যোপায় অবস্থায় মালদহ জেলায় ৪০ টাকা বেতনের এই মাষ্টারীটুকু পাইয়াই, সে কৃতার্থ হইয়া কার্য্য করিতেছে। জমিদার বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতে দুই বেলা খায়, জনার্দ্দন পাঠকের চণ্ডীমণ্ডপে থাকে, আর বাজারের চাঁদা-করা একটা চালায় স্কুল করে। অবসরকালে আপন মনে লেখাপড়া করে। বয়স নিতান্ত কম ২১।২২ বৎসর, নিতান্ত সাদাসিধে, গরীব, গরীবানাভাবেই থাকে। ছেলেটি বিনয়নম্র, সচ্চরিত্র এবং পরোপকারী—লোকেও তাহাকে ভালবাসে।

রাখাল মাষ্টারের এ দিকে বহু সদ্‌গুণ থাকিলে কি হয়, বড় এক গুঁয়ে। নিজে যাহা ভাল বোঝে, তাহাই সে করে, অন্য লোকে তাহার বিপক্ষে হাজার কিছু কহিলেও, সে তাহা গ্রাহ্য করে না। লোকে বলিত—বাঙ্গালে গোঁ!

ক্ষীরগাঁ এবং আশ-পাশের ২।১ খানি গ্রাম হইতে ২।৪টি ব্রাহ্মণের ছেলে পড়িতে আসে, বাকী ছাত্র সবাই প্রায় কাঁসারি, বেণে, তাম্বুলী, ময়রা, সদ্গোপ প্রভৃতি অধিবাসীদের বংশধরেরা। একবার একটি রজক-

ভর্ত্তি হয়, রাখাল তাহাকে বিশেষ যত্ন করিত। এ কথা
র হইবামাত্র, বিপিনবাবু রাখালকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়া-
এমন কি তাহাকে কর্ম্মচ্যুতির পর্য্যন্ত ভয় প্রদর্শন করেন, রাখাল
ইতে নাম কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকৃত হয়।
ই হইতে মাষ্টারের উপর মনে মনে খুবই চটা, কিন্তু তাহাকে
তেও সাহস করিত না। বাবু নিজের অজ্ঞাতেই তাহাকে
াহ করিত।

গত বৈকালে রাখালের জ্বর আসিয়াছিল, রাত্রে ছাড়িয়া গিয়াছে—ম্যালেরিয়া জ্বর। প্রভাতে বারান্দায় আম্রুলের পাতা ও লবণ-সংযোগে রাখাল দন্তধাবন করিতেছিল। পাঠক-মহাশয়ের জনৈক কৃষাণ হাতে জল দিতেছিল, এমন সময় গিরিশ ভট্টাচার্য্য এবং নিত্যানন্দ কোলে আসিয়া সহাস্যমুখে পাঠক মহাশয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াই, বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে রাখালেরও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং সে যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, তজ্জন্য গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, নানারূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহার কথিত চিকিৎসাই সর্ব্বাগ্রে করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

রাখাল এ সব লোকগুলিকে বিশেষ চিনিত, কাজেই দ্বিরুক্তি না করিয়া, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে এইবার ঐ গুলিই সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিবে।

কৃষাণ জিজ্ঞাসা করিল, পাঠক মহাশয়কে ডাকিয়া দিবে কি না—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"না, না—আর ডাক্‌তে হবে না, থাক্। এই বাবাজীর কাছেই একটু বসি—"

"আসুন—" বলিয়া রাখাল আগন্তুক দুই জনকে নিজের ছোট্ট ঘরটির মধ্যে লইয়া গিয়া, আপনার শয্যার উপরে বসিতে দিল। কারণ স্থানও সে ঘরে আর ছিল না। গিরিশ এক-পা ধূলা লইয়া, রাখালের পরিস্কার বিছানাটির উপর বসিয়া, তদুপরি পা ঘষিতে লাগিল, নিতাই দাঁড়াইয়া রহিল।

গিরিশ রাখালকে কহিল—"নিতাইকে বস্‌বার জন্যে—"

নিতাই বাধা দিয়া কহিল—"কিছু দরকার নেই—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—বামুণ-বাড়ীতে আমরা আবার আসনে বস্‌ব কি? আমি এই বেশ বস্‌চি—" বলিয়া চৌকাঠের উপর উঁচু হইয়া বসিয়া পড়িল।

রাখাল একখানা মাদুর পাতিয়া দিয়া, তাহার উপর ভাল করিয়া বসিতে বহু বার অনুরোধ করিল, কিন্তু নিতাই বসিল না—অগত্যা রাখাল একাই তাহাতে বসিয়া ভট্টাচার্য্যের মুখপানে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া, ভাবিতে লাগিল—এরা কেন আসিল? হঠাৎ এত ঘনিষ্ঠতারই বা কারণ কি?—কখনও যাহারা তাহার সঙ্গে কথাও কহে না, তাহারা আসিল কোন প্রয়োজনে? অনাগত বিপদাশঙ্কা করিয়া রাখাল একটু ভীতই হইয়া পড়িল।

গিরিশচন্দ্র কহিল—"তোমার কাছে একটা কাজে এলাম, বাবা!—"

রাখাল সবিনয়ে কহিল—"আজ্ঞে করুন্—"

গিরিশচন্দ্র একটু চাপা গলায় কহিতে লাগিল—"দেখ বাবা, এ কথাটা বড্ড গোপন! আমি যা' বল্‌ব, তার বাষ্পও যদি বাইরে প্রকাশ হয় তা' হলে আমাদের সমূহ বিপদ—তোমারও বিপদ, আমাদেরও সর্ব্বনাশ! খুব সাবধান—"

নিতাই বাধা দিয়া কহিল—"কাকে বল্‌চেন্ খুড়োঠাকুর? উনি বয়সে ছেলে মানুষ হ'লে কি হয়, জ্ঞানে একবারে চতুর্ভুজ! এই টুকু ছেলে, দুধের ছেলে বল্‌লেই হয়—এরি মধ্যে বি-এ পাশ করে', একবারে হেট্ ম্যাষ্টোর—উনি কি আর বুঝচেন না? ওঁকে কি আমাদের মত নাংলা চাষা পেয়েচেন নাকি?—আসল কথাটা বলে' দিন্—"

গিরিশ কহিল—"তাই বল্‌চি রে, ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? বি-এ পাশ কী, তা কি আমার চেয়ে তুই বেশী বুঝিস্ নাকি? নিজে বি-এ পাশ না কর্‌লেও, বহু বি-এ পাশ নিয়ে নাড়া ঘাঁটা করেচি, বুঝলি নিতাই? ক'টা বি-এ পাশ দেখেচিস্ তুই?—"

নিত্যানন্দ অপ্রস্তুতভাবে কহিল—"আজ্ঞে, তাতো বটেই, খুড়ো-ঠাকুর—আমরা আর কী জানি!—"

একে গত রাত্রি জ্বরে ভুগিয়া কাতর, তাহার উপর দারুণ পিপাসা ও মাথাধরা, সকালে একটু মিছরি, কয়েক কুচি আদা ও এক গ্লাস জলপান করিয়া সে যে একটু সুস্থ হইবে, তাহার আর উপায় রহিল না। রাখাল [illegible]—"আমার কি আজ্ঞা, বলুন, ভট্‌চাজ মশায়—"

[illegible] তাই বল্‌চি বাবা! কথা হচ্ছে, ব্যাপারটা কিন্তু খুব গোপন রাখতে হবে—যেন কাকে কোকিলেও না টের পায়।"

রাখাল কহিল—"আজ্ঞে তাই হবে, ব্যাপারখানা কি—আগে [illegible]—"

[illegible] ব্যাপার বড় গুরুতর, বাবা! নল-খাগড়ায় যুদ্ধ হয়—[illegible] প্রাণ যায়! বড় লোক করবে ঝগড়া, আমরা কেন মাঝে [illegible] পোয়াই, বল তো বাবা?"

রাখাল কি বুঝিল, জানি না ; বলিল—"তা' বটে।"

নিত্যানন্দ। আমরা কারো খাই, না পরি? কারো চালে চাল লাগিয়ে বাস ও করি না! থাকুন না তিনি ব্রাহ্মণ, গাঁয়ের জমিদার, বড় লোক—আমরা গরীব ছা-পোষা লোক—আমাদের এর মধ্যে টানাটানি কেন, বাপু?"

রাখাল মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, ভাষাতেও তাহার একটু আঁচ লাগিল। কহিল—"আপনাদের কথা রেখে দিয়ে, আমায় কি করতে হবে সেইটেই আগে বলুন—"

গিরিশের উৎসাহে একটু বাধা পড়িল ; কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধভাবেই কহিল—"সেই কথাই তো বলছি, বাবা, একটু স্থির হয়ে শোন'—না শুনলে আর বুঝবে কি ?"

রাখাল বুঝিল, সে ম্যালেরিয়া অপেক্ষা ভীষণতর অসুর দ্বারা আক্রান্ত সুতরাং সহজে তাহার আর নিস্তার নাই। হাল ছাড়িয়া দিয়া, হতাশ ভাবে রাখাল কহিল—"তবে বলুন।—" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না! ইহাদের যাহা খুশী, করুক্। জীবনে বহু কষ্টই তো সে সহ্য করিয়াছে—তাহার তুলনায় এ হয়ত-বা সহনীয়।

গিরিশচন্দ্র খুশী হইল। কহিতে লাগিল—"দক্ষিণপাড়ার মন্মথ মুহুরীর বিধবা বৌ আর একটা মেয়ে আছে, জানো তো ?"

রাখাল মাথা নাড়িয়া জানাইল, জানে।

"তাদের সঙ্গে আমাদের জমিদার বিপিনবাবুর লেগেছে ঝগড়া—

রাখাল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

নিতাই কোলে তাড়াতাড়ি কহিল—"বাবুর স্বভাব-চরিত্তির সবই জানেন তো? ওদের সেই ছুঁড়িটাকে—"

রাখাল কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিল—"থাক্—তারপর—"

গিরিশ বলিতে লাগিল—"কাল নাকি বিপিনবাবুর মা গিয়েছিলেন ওদের বাড়ী ব'য়ে ঝগড়া করতে! আরে বাপু, নিজের ঘর আগে সাম্‌লা, তারপর যাস্ অন্যের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করতে—তা কোথা? কি আমার রত্নগর্ভা মা রে! ওরাও গরীব নয়, ওদেরও দু'পয়সা বেশ আছে বলে মনে, হয়। গাঁয়ের একটেরে থাকে, যা করে করুক না—তোরা ওখানে মাথা গলাতে যাস কি জন্যে? বেশ করেচে, ওর সেই খোট্টা চাকরটাকে দিবে মাগীর ঘাড় ধরে' বের করে' দিয়েচে! দেবে না? একশো বার দেবে! বিপ্‌নে বেটাকে দিয়েছিল একদিন, কা'ল দিয়েচে তার মাকে! এই হয়েচে বাবুর মহা রাগ!—"

নিত্যানন্দ বিশদ টীকায় প্রবৃত্ত হইল। কহিল—"আর এই রাগে উনি এদের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করবার চেষ্টায় আছেন! শীগ্‌গির ওদের নামে ২।৪টা মিথ্যে মোকদ্দমাও রুজু করে, ওদের জমি জমা বাগান ক্ষেত ইটের পাঁজা সব জোর করে' দখল করে নেবে—আরও কত কি করবে! মেয়ে-মানুষের আর সাধ্যি কি? কখনো বল্‌চে আগুন লাগিয়ে ওদিকে পুড়িয়ে মারবে, কখনো বল্‌চে লেঠেল দিয়ে মারিয়ে গঙ্গায় লাশ ভাসিয়ে দেবে, কখনো বলচে, ওই মেয়েটাকে জোর করে' ধরে নিয়ে যাবে। এম্‌নি কত পরামর্শই যে হচ্ছে, তার আর ঠিকানা নাই—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন—"অগ্রদানী-পাড়ার ঐ পেসনা মুখুয্যেই হচ্ছে বিপ্‌নের মন্ত্রী, বাবা—"

রাখাল কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কী বল্‌চেন্‌ ?"

নিত্যানন্দ কহিল—"ম্যাষ্টোর মশায় বুঝি জানেন না, ওর ঐ বিধবা মেয়ে ক্ষেন্তি যে বাবুর—"

গিরিশচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কোমল তাড়নার সহিত কহিল—"আঃ কি বলিস, নিতাই ! লোকে অমন অনেক কথাই বলে—সে মরুক্‌ গে, যে আগুনে হাত দেবে, তারি হাত পুড়বে ! সে যাক্‌—সব-চেয়ে মারাত্মক পরামর্শ আরও একটা এই হয়েছে যে, তোমায় দিয়ে সদরে হাকিমের আদালতে দাখিল করবে বলে,' একটা দরখাস্ত লেখাবে—তাতে এই লেখা থাক্‌বে যে, মুহুরী-গিন্নি আর তার মেয়ে, মন্মথর বিবাহিতা স্ত্রী বা বৈধ কন্যা নয়। ওরা তার গণিকা এবং সেই গণিকার মেয়ে—গাঁয়ে এসে স্বৈরবৃত্তি করে' নিজেদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করচে, আর তাতে করে' দেশের লোকের সব চরিত্তির খারাপ হচ্ছে ! এই দরখাস্তে আমাদিকে অর্থাৎ গাঁয়ের যত মাথা-মাথা লোক তা'তে সই করবে—"

রাখালের দুর্ব্বল শরীর, একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

নিতাই কহিল—"আমরা, বাবু, বাবুকে পই পই করে' মানা করলাম যে, এমন কাজও কখনো করবেন না, কিন্তু তিনি তা' শুন্‌লেন না। বরং এমনি তাঁর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে, কাল রাত্রেই—তখুনিই, লেখাবার জন্যে, আপনাকে তলব হয়েছিল—"

গিরিশ কহিল—"কিন্তু ভগবানের কৃপা, যে তোমার জ্বর হয়েছিল, তুমি যেতে পার' নাই।"

রাখাল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—"হুঁ—"

গিরিশ কহিল—"এখন এটা যাতে না লেখা হয়, সেইটেই তোমায় করতে হবে, বাপু! দোহাই তোমার! স্বল্পরীগিন্নি মন্মথর সত্যি স্ত্রী কি গণিকা, বাঙ্গালী কি খোট্টা—সতী-লক্ষ্মী কি খারাপ—তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি, আমি এমন তো কিছুই জানি না, বাবা!—"

নিত্যানন্দ কহিল—"আমিও জানি না, মাষ্টোর মশায়। ঐ মুখুয্যে মশায় বলে—শুনিচি! আমি কেন, গাঁয়ের কোনো লোকই তাদের কোনো খারাপ চাল-চলন দেখে নাই—বরং অনেক ভাল—"

গিরিশ কহিল—"এ করলে এখুনি পুলিশ আসবে, হাকিম আসবে, ইন্‌কোয়ারী হবে—যদি মিছে হয়, এই বুড়ো বয়সে হাতে হাতকড়ি পড়বে। কাজ কি, এত হাঙ্গামায়, বাপু? আমার তো ওরা কোনো অনিষ্টই করে নাই! বরং আমার ব্রাহ্মণীকে সেদিন এয়ো করে একখানা গরদের শাড়ী পর্য্যন্ত দিয়েচে—মুন্দরী-গিন্নির-দান ধ্যানে মন খুব—"

নিত্যানন্দ কহিল—"কেন, ঐ পেসন্ন মুখুয্যের নাতিকে সেদিন একটা ছাতা দিলে না? ওদের বাগানে দাঁড়িয়ে ভিজছিল দেখে, গিন্নি তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে একটা ছাতা দিল না? হেড়ম্ব-মামার ছোট মেয়ের বিয়েতে নগদ ৫০৲ টাকা দেয় নি? বাউরি-পাড়ায় এমন কোনো লোক নেই যে, ও-বাড়ী থেকে অন্তত দশটা টাকাও না পারে!—কি বলেন? গিন্নির হাত যে খুব দরাজ—"

রাখাল কহিল—"আচ্ছা, বিপিনবাবু আমায় যখন বল্‌বেন, তখন যা' কর্ত্তব্য হয় কর্‌ব, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন্ গে !—"

গিরিশ গদগদ ভাবে কহিল—"বেঁচে থাক' বাবা, একশো বছর পেরমাই হোক্—সোণার দোয়াত কলম হোক্ ! দেখো যেন বড়লোকের কথায়—"

রাখাল কহিল—"ঐ মহিলাটি বিপিনবাবুর মত বড় লোক দশজন চাকর রাখতে পারেন। ওঁর যা ঐশ্বর্য্য আছে—তা' এ তল্লাটের সবগুলো জমিদারের সম্পত্তি একত্র করলেও, তার সমান হয় না—জানেন ভট্‌চাজ মশায় ? এ কথা আমি জানি !—"

বিস্ময়ে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া, গিরিশ কহিল,—"য়্যাঁ, বল কি বাবা ? তা'হলে তো, গিন্নির মাঝে মাঝে খোঁজ খবর করা উচিত ! তুমি কি করে' জান্‌লে ?"

রাখাল কহিল—"বিলাসপুরের জজের কাছ থেকে ওঁর সম্পত্তি বিক্রির যে সব কাগজপত্র এসেছিল, এবং ব্যাঙ্কের খাতাপত্র যা' আমি দেখেছি, তাতে ওঁর নগদই আছে প্রায় ৫০।৬০ লক্ষ, তা ছাড়া—"

"য়্যাঁ—য়্যাঁ—বল কি—বল কি ? ৫০।৬০ লক্ষ ?" গিরিশের শিবনেত্র অবস্থা।

"বাবু—আপনি নিজের স্বচক্ষে দেখেছেন ?—তবে এ মুহুরীমশায়ের ইস্তিবী নয় তো কি ?—"

"বাবা আমাদিকে বাঁচাও—দোহাই বাবা, এ দরখাস্ত যেন না যায়—"

"আচ্ছা, আপনারা তা' হলে এখন আসুন—আমার শরীরটা বড্ড

খারাপ বোধ হচ্ছে আবার—"বলিয়া রাখাল সেই মাদুরেই শুইয়া পড়িল।

গিরিশ ও নিত্যানন্দ মুহুরী গিন্নীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গিরিশ ও নিত্যানন্দ চলিয়া গেলে, রাখাল সেই মাদুরের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। তাহার যে পিপাসা লাগিয়াছিল ও প্রত্যুষে জনার্দ্দন পাঠকের গৃহিণী একখানি পিতলের ছোট রেকাবীতে কয়েক কুচি আদা কাটিয়া, একটু লবণ ও যৎসামান্য মিছরী পাঠাইয়া দিয়াছিল, সে কথা রাখাল এতক্ষণ ভুলিয়াই গিয়াছিল।

রাখাল একদিন মাত্র সৌদামিনীকে দেখিয়াছিল। জজের সঙ্গে সৌদামিনীর বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া ও অরুণার জন্য উত্তরাধিকার (Succession Certificate)-সংক্রান্ত লেখাপড়া যখন চলিতেছিল, তখন একদিন তিনি পাঠক-বাড়ী আসিয়া রাখালকে কাগজপত্রগুলি একবার দেখাইয়াছিলেন এবং তাহাকে রাহাখরচ দিয়া জেলায় পাঠাইয়াছিলেন, কি সব কাগজ দাখিল করাইতে। রাখাল সেই একদিনের পরিচয়েই এই মহিলাটির উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম দিনেই রাখাল ভাবিয়াছিল যে, এরূপ মহীয়সী রমণীর বাস-যোগ্য গ্রাম, এ নয়। কাজেই, তাঁহার বিরুদ্ধে মূর্খ জমিদারের এই ষড়যন্ত্রের সংবাদে, রাখাল সত্য সত্যই ব্যথিত ও আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে তাহার নিজের জ্বর ও মাথার বেদনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া, কেবলি ভাবিতেছিল, কি করিয়া সৌদামিনীকে এই সব কথা জানাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া যায়।

সৌদামিনীকে প্রথম দিনেই রাখাল—মাতৃ-সম্বোধনে অভিনন্দিত করিয়াছিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে রাখালের স্নেহাতুর হৃদয় সেই দিন হইতে সত্য সত্যই পুত্রের মত তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছে, আজ তাঁহার নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইবে, তাহা পুত্র হইয়া সে কি করিয়া চুপ করিয়া দেখে?

যদিও সৌদামিনী রাখালকে বহুবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তথাপি রাখাল একদিনের জন্যও সে সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নাই। কি এক কুণ্ঠা, কি এক লজ্জা আসিয়া তাহাকে বরাবর বাধা দিয়াছে।

"আজ কি খাবেন, সার, মা শুধুলেন—" পাঠক মহাশয়ের দশবৎসর বয়স্ক বালক কানাইয়ের কথায়, রাখালের চমক ভাঙিল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, রাখাল কহিল—"আজ দু'টো শুক্‌নো মুড়ি আর একটু দুধ, যদি থাকে"—বালক চলিয়া গেল।

রাখাল একটু মিছ্‌রি মুখে দিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জলপান করিল। রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা, মানসিক যন্ত্রণাই এখন তাহার বেশী। এ কী হইল? কিছুতেই সে এ চিন্তাটি তাহার মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, বিছানাটি ঝাড়িয়া তাহার উপর আবার শয়ন করিল।

বিপিনের ভৃত্য দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর জান্‌তে পাঠালেন, আপনি কেমন আছেন—"

"জ্বর ছেড়েচে, বলে দিও—"

"তা' হ'লে যদি যেতে পারেন তো, একবার চলুন্—কি খুব জরুরী কাজ আছে, বাবু বল্‌লেন—"

রাখাল বুঝিল, জরুরী কাজটা কি। কহিল—"ও-বেলা পানে যেতে চেষ্টা করব, ব'লো—এখনো মাথাটা বড় ভার-ভার হ'য়ে' রয়েচে, উঠে বস্‌তে পারচি না।"

—"এ বল্‌লে বাবু হয়ত চটে উঠ্‌বেন্। যেমন করে' হোক একবার চলুন্‌ই না—"

রাখাল একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—"আমি যা' বল্‌লাম, তুমি তাই বল'গে—বাবু চটেন্—চট্‌বেন্—কি করব?"

"বেশ, তাই বল্‌চি গিয়ে—" বলিয়া ভৃত্য কাঁধের পরিস্কার তোয়ালে-খানা দোলাইয়া চলিয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া, ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মাচিস্‌টা একবার দেন্ তো মাষ্টার বাবু—সিগ্রেটটা নিবে গেছে—"

অনিচ্ছা-সহকারেও রাখাল মাথার বালিসের নীচে হইতে দিয়াশলা-ইয়ের বাক্সটি বাহির করিয়া ভৃত্যের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। রাখালকে সমীহ করিয়া বাবু-ভৃত্য দরজার বাহিরে সিগারেটটি ধরাইয়া নাক মুখ দিয়া বিপুল ধূম-উদ্‌গীরণ করিতে করিতে, দুয়ারগোড়া হইতে দিয়াশলাইটি রাখা-লের বিছানায় ছুঁড়িয়া দিয়া, মাথা নাড়িয়া গুন্ গুন্ স্বরে—"দাদা অভি, কোথা যাবি—"সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই, কি মনে করিয়া তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া, গায়ে আধময়লা টুইলের কামিজটি চড়াইয়া, রাখাল ছেঁড়া চটি ফট্‌ফট্ করিতে করিতে দক্ষিণপাড়ার পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

বেলা প্রায় এগারটা। জ্যৈষ্ঠমাস। দারুণ গরম। পথে এক হাঁটু পরিমাণ ধূলা, আগুনের মত তপ্ত।

রাখাল কোনো দিকে লক্ষ্য না করিয়া হন্ হন্ করিয়া একেবারে মুহুরী বাড়ীর বহির্দ্বারে আসিয়া হাজির। ঘামে তাহার জামাটি ভিজিয়া গিয়াছে, রৌদ্রের প্রখর তাপে শ্যাম মুখশ্রীটি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দুর্ব্বলতায় রাখাল হাঁফাইতেছিল, উত্তেজনায় তাহার হাত পা কাঁপিতেছিল।

নাথুর ঘরের সাম্নে আসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল—"দারোয়ান্—"

নাথু তখন ভিতরে আহার করিতেছিল, সাড়া দিল না। রাখাল সেই-খানে বসিয়া রহিল। স্থানটি বেশ ঠাণ্ডা, চারিদিকে আম কাঁটালের গাছে ঘন-নিবিড় পত্রচ্ছায়া; অদূরে বালুকাময় মরীচিকা-জালায়নের ফাঁকে ক্ষীণকায়া গঙ্গা; বাতাসে জলবেণু; সুপক্ক ফলের সুরভি; মাঝে মাঝে বিশ্রাম্যমান্ বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলি। রাখালের বেশ লাগিতে ছিল, সে একটা গাছের তলায় বসিয়া জিরাইতে লাগিল।

স্বল্পক্ষণ পরেই শ্রীমান নাথুরাম সশব্দে উদ্গার তুলিতে তুলিতে, চক্-চকে এক জল-ভরা লোটা হাতে, নিটোল পরিপূর্ণ ভুঁড়িটি ঠেলিতে ঠেলিতে বাহিরে আসিবামাত্র, তাহার আচমন-স্থানে রাখালকে দেখিয়া তাড়া-তাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কেয়া মাষ্টার সা'ব্ আপনি এখানে কী মোকে করিয়ে—"

রাখাল ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া নাথুর নিকটে আসিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিল—"একটা বিশেষ কাজে এসেচি, দারোয়ান্জী! গিন্নিমার খাওয়া-দাওয়া হয়েচে?—"

নাথু স্বীয় মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, একটু মুরুব্বিয়ানা-ভাবে উত্তর দিল—"আব্বি? আব্বি মাঈজী কী খাবেন?—উন্কী খাইতে এখনো বহুৎ দের্—কেঁও?" বলিয়া সে আচমনে প্রবৃত্ত হইল।

রাখাল নম্রভাবে কহিল—"বেশ্, তাঁর খাওয়া হলেই আমায় খবর দিও, আমি এইখানে একটু বস্‌চি—"

"আমাকে বোল্‌তে পারেন্—হামি মাঈজীকে বোল্‌য়ে দেবে—"

রাখাল কহিল—"না, তা হ'বে না—আমি অপেক্ষাই কর্‌চি।"

নাথু কহিল—"বেশ্।" সে নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া, কুটীরে ঢুকিল। প্রকাণ্ড একটা কলিকায় তামাক সাজিয়া, ছোট্ট পিতলের একটা গড়গড়ায় কলিকাটি বসাইয়া, দুইহাত পরিমিত লম্বা বাঁশের এক নল তাহাতে লাগাইয়া—"ভড়াৎ ভড়াৎ" করিয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। রাখাল বকুলতলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় তন্দ্রাগত হইয়া বৃক্ষকাণ্ডে ঢুলিয়া পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, কাহারও খেয়াল নাই। নাথু খাটিয়া বিছাইয়া, তাহার দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছে। ঝি কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে রাখালকে তদবস্থায় দেখিয়া, সৌদামিনীকে সংবাদ দিল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন—"কি বাবা, রাখাল বাবু? আপনি এখানে শুয়ে?"

রাখাল তন্দ্রাভঙ্গে সৌদামিনীকে সেখানে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া আসিয়া সৌদামিনীকে প্রণাম করিয়া, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া কহিল—"বসে' থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুমিয়ে—"

সৌদামিনী বাধা দিয়া সস্নেহে কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য, আপনি এখানে কেন এসে বসলেন? এই কি বসবার জায়গা? ভেতরে গেলেই তো হত? আসুন্—আসুন্—"

রাখাল সেই খানে দাঁড়াইয়াই কহিল—"ভেতরে আর কেন? এই খান থেকেই বলে যাই—"

"আসুন্ তো, ভেতরে আসুন্ তো আগে—তারপর আপনার কথা শুনবো—"

অগত্যা রাখাল সৌদামিনীর অনুগমন করিল। অরুণা একখানি আসন পাতিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ছবি আঁকিতে বসিল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইবার বলুন্, রাখালবাবু!—ভাল কথা, আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েচে তো—"

রাখাল কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল—"কা'ল থেকে আমার জ্বর হয়েচে; খাওয়া-টাওয়া আজ নেই—যা—ও আছে, ত' বাসায় গিয়ে হবে'খন—"

সৌদামিনী ব্যথিত-বিস্ময়ে কহিলেন—"সে কি রাখালবাবু? আপনি অসুখ শরীরে এসে, বাইরে গাছতলায় বসে র'য়েচেন্? কি অন্যায়?—"

"কিচ্ছু অন্যায় নয়, মা—"

সৌদামিনীর স্নেহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কহিলেন—"অন্যায় নয়? আমি যদি আপনার আসল মা' হতাম, তা' হলে কি আপনি এমনি করে ঐখানে বসে থাক্‌তে পার্‌তেন?"

রাখাল নিরুত্তর। দুইটি গাল ভরিয়া আনন্দাশ্রুগুলি মুক্তাক্ষরে তাহার অন্তরের শ্রদ্ধালিপি লিখিয়া দিল।

সৌদামিনীর অন্তর স্পর্শ করিল। অরুণাকে কহিলেন—"অরু, মা, রাখালবাবুর জন্যে চট্ করে' ষ্টোভ জ্বালিয়ে একটু দুধ গরম করে দাও তো—"

রাখালকে কহিলেন—"দেখুন্ দেখি, কী অন্যায়! জ্বর গায়ে না খেয়ে,

এই তমতমে দুপুরে না এলেই কি নয়? আর যদি এলেনই, তবে বাইরে বসে রইলেন কেন? নিশ্চয় আপনি আমায় সত্যিকারের মার মত মনে করেন না—”

রাখাল নতমুখে ঈষৎ হাস্যের সহিত ধীরে ধীরে কহিল—“আপনিও তো আমায় সত্যি ছেলের মত দেখেন না—”

—“কেন?”

“তা’ হলে কি আমায় “আপনি” বলতেন?”

—“ওঃ, এই? বেশ, এখন থেকে “তুমিই” বলব।” বলিয়া সৌদামিনী রাখালের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সৌদামিনী রাখালকে ইস্কুল সম্বন্ধে, তাহার মার সম্বন্ধে, তাহাদের দেশ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাখাল স্বল্প কথায় তাহার উত্তর দেয়। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি শ্বেতপাথরের রেকাবীতে কিছু আঙুর, কিছু বেদানা, একটু মিছরী ও এক বাটি ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও একগ্লাস জল সেখানে নামাইয়া দিয়া, অরুণা হাত ধুইবার জন্য একটা ডাবর ও একঘটি জল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার উপর আলনায় একখানি পরিষ্কার তোয়ালে পূর্ব্ব হইতেই ঝোলানো ছিল।

সৌদামিনী অনুজ্ঞার স্বরে কহিলেন—“আগে এটুকু খেয়ে—নিন” রাখাল একবার মুখ তুলিয়া সৌদামিনীর পানে চাহিল। সৌদামিনী সহাস্যে কহিল—“খেয়ে নাও, বাবা—”

রাখালের আর কোনো ইচ্ছাশক্তি রহিল না, অভিভূতের মত বিনা দ্বিরুক্তিতে সে সব খাইয়া ফেলিল—ক্ষুধাও তো লাগিয়াছিল। রাখাল অনুভব করিল যে, খাইয়া এমন তৃপ্তি বহুদিন তাহার হয় নাই।

একটা ডিবের বাটিতে কিছু মসলা রাখিয়া, হাতে জল দিয়া, তোয়ালে দিয়া, অরুণা এঁটো বাসনগুলি লইয়া চলিয়া গেল। রাখালের-মনে হইল সে যেন নীরোগ হইয়া গিয়াছে।

সৌদামিনী কহিলেন—"এইবার আপনার—তোমার কথা বল' শুনি—"

রাখাল বহুদিন মাতৃস্নেহবঞ্চিত; একটা মিষ্ট কথার কাঙাল সে, গ্রামের সকলেই তাহার প্রতি উদাসীন। ভিক্ষুকের মত দ্বিপ্রহরে অনাহূত ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়া পাত পাতিয়া বসে, পূজারী নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে বেগার-দেওয়া-ভাবে দেরি করিয়া-করিয়া যৎসামান্য কিছু দেয়, যেন সে নিজের রক্ত দিতেছে! প্রথম প্রথম রাখাল কখনও দু'টি ভাত, কখনও একটু ডাল, কখনও বা একটু তরকারী চাহিত, কিন্তু পূজারীর বিরক্তি ও ইচ্ছাকৃত বিলম্ব দেখিয়া, ইদানীং আর কিছুই চাহিত না—সে দয়া করিয়া যাহা দিত, তাহাই খাইয়া উঠিয়া পড়িত। পেট ভরিত ভাল, না ভরিত, না ভরিত—জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ নাই, আহা বলিবারও মানুষ নাই। গরীবের আবার অভিমান কি? আর কাহার উপরেই বা সে অভিমান করিবে? অভিমানও যে একটা মস্ত বিলাস!

কাজেই সৌদামিনীর এই সদয় সস্নেহ ব্যবহার ও মা'র মত যত্ন এবং অরুণার ঐ সামান্য সেবাটুকুতে, রাখাল এমনি অভিভূত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাহার চোখের জল রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার অন্তরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছিল—কিছুতেই সে সেটাকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

মাটির দিকে তাকাইয়া, অতি ধীরে, গাঢ় ভাবে রাখাল কহিল—"মা,

আপনাদের বড় বিপদ—আমি এই সকালে শুনেই আপনাদিকে সাবধান করে' দিতে এসেছি—"

সৌদামিনীর প্রসন্নোজ্জ্বল মুখখানি হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ শুষ্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হল আবার? নূতন কিছু হয়েছে নাকি?"

"আজ্ঞে হাঁ—" বলিয়া রাখাল গিরিশ ও নিত্যানন্দর কাছে বিপিনের ষড়যন্ত্রের কথা যাহা শুনিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সব আস্তে আস্তে, বলিল। সৌদামিনী পাষাণ-প্রতিমার মত নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া সব শুনিলেন।

ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী কহিলেন—"আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, গাঁয়ের লোকও বড় পাজি—তারা চোরকে বলে চুরি করতে আর গেরস্থকে বলে সাবধান হ'তে। বিপিন বাবু তেমন কোনো বিশ্রে বুদ্ধি নেই—ভদ্রসমাজে মেশা দূরে থাক্, ভদ্রসমাজ কখনো দেখেনও নি! সঙ্গীও জুটেছে কতকগুলো মূর্খ অসভ্য গ্রাম্য লোক, কাজেই বড়লোকের আদুরে ছেলে লেখাপড়া না শিখ্‌লে যা' হয়—যত দোষ ঘটা সম্ভব, সবই ওঁর ঘটেছে। কিন্তু ওঁকে নাচাচ্ছে আরো, এই গাঁয়ের কতকগুলো মজামারা লোকে।"

রাখাল কহিল—"আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, মা।"

—"আর সব চেয়ে অভাব তাঁর কিসের জানো?"

রাখাল জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিল। সৌদামিনী কহিলেন—"বাড়ী হ'তেও তাঁর কোনো শাসন বা শিক্ষা নাই। যেমন ওঁর মা, তেমনি ওঁর স্ত্রী। আমার মনে হয়, বাইরে যত কাদাই থাক্, ঘর যদি পরিষ্কার থাকে, তা হলে গায়ে বড় শীগগির কাদা লাগ্‌তে পায় না।"

রাখাল কহিল—"ঠিক।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে কি চিন্তা করিলেন।

রাখাল সহজ ভাবে কহিল—"আমি এ সব এতদিন কিচ্ছু জান্‌তাম না, মা, কারণ আমি তো কোথাও যাই না, বা কারো কাছে বসিও না, তাই আমার কাছেও কেউ আসে না। তবে, আপনি যখন বল্‌চেন, তখন কথাটা সত্যিও হতে পারে—আচ্ছা, আমি এর খোঁজ কর্‌চি—"

সৌদামিনী রাখালকে বাধা দিয়া, ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন—"তুমি আমাদের জন্যে এ পাঁকে পা দিও না বাবা,—তাতে হয়ত আমাদের উপকার খুবই হবে, কিন্তু তোমার ক্ষতি হবে বহু।"

সৌদামিনীর গূঢ় ইঙ্গিতই রাখাল বুঝিল না, জোর করিয়া কহিল,—"তবু আমি আমার সাধ্যমত বাধা দেবই। দুর্ব্বল নিরপরাধ ভদ্রমহিলার উপর এত বড় অন্যায়, এ রকম অত্যাচার আমি কখনই দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারব না।"

সৌদামিনী মনে মনে রাখালের দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়া, কহিলেন—"পার্‌বেনা, তা' বুঝ্‌চি! কোনো মানুষই তা পারে না—কিন্তু তুমি কী কর্‌বে? আমরাও যেমন নিঃসহায়—তুমিও তো তেম্‌নি নিরুপায় বাবা।"

রাখাল অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল—"শুধু তাই নয়, মা, আপনাদের চেয়েও হয়ত আমি বেশী নিঃসহায়! কিন্তু আমি পুরুষ—"

সৌদামিনী বাধা দিয়া কহিল—"শক্তিহীন পুরুষ স্ত্রীলোকেরও অধম, বাবা! তুমি শক্তিমান্, তা' জানি। তবু এত বড় প্রবলের বিরুদ্ধে, গ্রামের সকলের বিপক্ষে, তুমি একা দাঁড়াতে বৃথা চেষ্টা করো না, বাবা। আমাকেই লড়্‌তে দাও—আমি জানি, আত্মরক্ষা কি করে' কর্‌তে হয়। তুমি কিচ্ছু

ভেবে না, বাবা—তোমার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে সে শক্তি আমার আছে —এই সব ছোট-ইতরদের কি করে' যে পায়ের নীচে রাখ্‌তে হয়, তা আমি বিশেষ জানি।"

রাখাল দৃঢ়ভাবে কহিল—"সে বিশ্বাস আমারও আপনার চেয়ে কম নয়, মা। কিন্তু কী কর্‌বেন? লোকবল যে এদের বেশী।"

সৌদামিনী কহিলেন—"অত্যাচারের বদলায়, অত্যাচার নয়, বাবা। অত্যাচার কর্‌বার শক্তি আমারও আছে—কিন্তু সে নীচ প্রবৃত্তি আমার নাই। কারণ অত্যাচারীকে আমি কখনও শক্তিমান্ মনে করি না, তাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল, অত্যন্ত নীচই বরাবর মনে করি। অন্যায়ের শক্তি আজ পর্য্যন্ত কখনও জয়ী হতে পারে নাই, তার একমাত্র কারণই হচ্ছে, যে প্রকৃত শক্তিমান্ সে কখনও অন্যায়ের আশ্রিত নয়। দুর্ব্বলই আশ্রয় চায়, সবল তা' চায় না।"

—"কিন্তু গ্রামের সবাই যে—"

—"সামান্য এই গ্রাম কি বল্‌চ, বাবা, আমি ন্যায় ও ধর্ম্মের পক্ষে থেকে, সমস্ত পৃথিবীর অত্যাচারকেও বরণ কর্‌তে প্রস্তুত; কারণ, জানি যে একদিন আমার জয় হবেই, যদি অধর্ম্ম অন্যায় আর নীচতা আমার পক্ষাশ্রয় না করে।"

রাখালের অন্তর এই মহীয়সী রমণীর তেজোগর্ভ বাক্যে ও সাহসে গভীরতম শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। কহিল—"তা বটে, তবু অনর্থক, এই সব বিশ্রী আলোচনার থেকে, অত্যাচার থেকে—আত্মসম্মান বাঁচিয়ে, ক'লকাতা বা অন্য কোথাও চলে' গিয়ে নির্ব্বিবাদে শান্তিতে বাস করা কি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না, মা?"

সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"না, বাবা, রাখাল, তা' হয় না। আমি যে বাস কর্‌তেই এখানে এসেচি—চলে যাব' বলে' তো আসি নি? চলে যাওয়া মানে, অত্যাচারের কবলে আত্মসমর্পণ করা—এই কাজ তুমি আমায় কর্‌তে বলো, রাখাল?"

রাখাল অপ্রতিভ হইল। কহিল—"বেশ, তা' হলে আমাকেও আপনার সেবায়—"

সৌদামিনী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রাখাল বুঝিতেছে না, সৌদামিনীও তাঁহার অন্তরের গোপন অভিপ্রায়টি মুখ খুলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, কাজেই কেবলি কথা কাটাকাটিই চলিতেছিল।

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি কহিলেন—"না, না বাবা—তোমায় কিচ্ছু কর্‌তে হবে না! যদি তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন হয়, তা' হলে নিশ্চয়ই নেব আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থেকে এখন শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ।—তোমার মাকে তুমি যতটা দুর্ব্বল মনে কর্‌চ, আসলে সে তা মোটেই নয়।"

সৌদামিনীর প্রধান আশঙ্কা এই যে, রাখালকে তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইতে দেখিলে, এবং সে যে এখানে যাতায়াত করে জানিতে পারিলে, এই সব লোক তো?—আবার নূতন একটা কথার সৃষ্টি করিবে—

রাখাল আর কী বলিবে? সে নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"বেশ, মা, আমি তাই যেন দেখি! তবে আমার সাম্‌নে আপনাদের উপর কোনো উৎপীড়ন হ'লে, আমি কিন্তু তার প্রতিবাদ কর্‌বই।" বলিয়া সৌদামিনীর পদধূলি লইয়া, ছেঁড়া চটিটি পায়ে দিয়া রাখাল বাহির হইয়া পড়িল।

সৌদামিনীর অন্তর এই গরীব অনাত্মীয় দুঃসাহসী স্কুলমাষ্টারটির উপর শ্রদ্ধায়, স্নেহে ও বাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল।

রাখাল চলিয়া গেলে, অরুণা ম্লান মুখে বাহিরে আসিয়া, মাতার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই কি রাখালবাবু?"

সৌদামিনী অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন —"হাঁ, মা—"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এদিকে পাঠক-বাড়ীতে মহা হুলু-স্থুলু। জনার্দ্দন পাঠক রাখালের ঘরে তাহার জন্য কিছু মুড়ি ও একটু দুগ্ধ পাঠাইয়া দিয়া, সারাদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন ভাবিলেন, হয়ত কোনো বিশেষ কারণে বাহিরে গিয়াছে। কিন্তু গাড়ুটি যেখানে ছিল সেই খানেই আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, জমিদার-বাড়ী গিয়াছে। এইটাই খুব বেশী সম্ভব কেন না, গত রাত্রি হইতে ২।৩ বার বাবুর ডাক আসিয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে জমিদার-বাড়ী হইতে রাখালকে ডাকিতে আবার যখন নগদী আসিল, তখন বুঝিলেন যে, রাখাল বাবুদের বাড়ীও যায় নাই। বিনা খবরে হঠাৎ রাখালের ঈদৃশ রহস্যজনক নিরুদ্দেশে জনার্দ্দন বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জ্বর গায়ে, গেল কোথা সে? এমন তো কখনই করে নাই!

পাঠক মহাশয় সত্য সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ডাণ্ডা-গুলি খেলিতে খেলিতে ৩।৪ বার প্রশ্নের পর—মোনা, দোনা, গুণিতে গুণিতে বিরক্ত ভাবে পিতৃমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, উত্তর দিল—"আমি কি জানি? আমাকে সে বলে' গিয়েছে নাকি?"

পাঠক-গৃহিণী ঢেঁকিশালে কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঢেঁকির উপর পাড় দিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কিঞ্চিৎ ঝাঁজের সহিত

উত্তর দিলেন –"আমাকে তো কাণে কাণে বলে' যায় নাই, আমি কি করে' জানব ?"

পাঠক মহাশয়ের চিন্তা ক্রমশ বাড়িতেই লাগিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি আস্তে আস্তে রাখালের অনুসন্ধানে বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

জমিদারের ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া, বাবুকে জানাইল যে, রাখাল বেলা ৮৷৯টা হইতে নিরুদ্দেশ। প্রসন্ন মুখুয্যে বিপিনের কাছে ছিল, গর্জ্জিয়া উঠিল –"এ সেই বাঙ্গাল হারামজাদার বজ্জাতি! বেটা লুকিয়েচে! ঐ যে বলে, কুকুরের কিসে কাজ হ'লে, কুকুর কোথায় গিয়ে কি করে— এ তাই—"

বিপিন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"তাই নাকি কাকামশাই?—"

প্রসন্ন যথেষ্ট মুরুব্বীয়ানা চালে উত্তর দিল—"তুমি তো অত শত ফের ফাঁপড় বোঝ না, বাবাজী, তুমি হচ্ছ মহাদেব! তোমার মন যে গঙ্গাজলের মত পবিত্র। তুমি কি এ সব ভির্ কুটিতে ঢুকতে পার ?"

বিপিন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া কহিল—"কাল তার জ্বর হয়েছিল শুন্‌লাম যে!"

প্রসন্ন বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করিয়া কহিল—"জ্বর হয়েছিল না, তার বাপের ছরাদ হয়েছিল! ও সব বুজরুকি, বাবাজী, জ্বর ফর্ সব মিছে কথা।"

কথাটা বিপিনের মনে লাগিল। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— "বটে ?"

"তা' আর বুঝ্‌চ'না, বাবাজী? জ্বরের ওজর করে', কাল সে আসে নাই। আজ সেই জন্যে সকাল থেকেই গা-ঢাকা দিয়েচে—"

"কেন—লোক তো সে নিতান্ত মন্দ নয়—"

"তবেই তুমি খুব লোক চিনেচ, বাবাজী! আমি বরাবর জানি—ও একটা ভিজে-বেড়াল! ঐ যে মিচ্‌কে-পড়া ঘুঘু—ও একটা বজ্জাতের ধাড়ি! ওর আসল মৎলব হচ্ছে, তোমার দরখাস্ত না লিখে দেওয়া—ও যে ওদেরি লোক—তা' জান না বুঝি?"

বিপিন আশার আলোক দেখিল, প্রসন্নর কথায় তাহার যেন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, কহিল—"ঠিক ধরেচেন্ তো, কাকামশায়! তাই বটে——হুঁ—ঠিক—ঠিক—তাইতো—ব্যাটা আমারি খায়, আর আমারি—"

"তবে আর কলিকাল বলেচে কেন, বাবাজী? এ যে ঘোর কলিকাল। বোঝ', বাবাজী,—দুধকলা দিয়ে তুমি কী কালসাপ পুষ্‌ছ'—"

"বটে, কাকামশায়—আমি কিন্তু ওকে এতটা বেঈমান্ ভাবি নি! মাসের মাস ৪০৲ মাইনে দিচ্ছি, দু'বেলা খেতে দিচ্ছি, বিনা ভাড়ায় পাঠকদের চণ্ডীমণ্ডপে থাক্‌তে দিইচি—তাই বেটার তেল হয়েচে! আচ্ছা, দেখ্‌চি, ব্যাটার কত বড় মুরোদ—"

প্রসন্ন সুমিষ্টভাবে কথায় সায় দিয়া কহিল—"দেখা তো উচিত, বাবাজী। কবে হ'তে তোমায় বলচি তো, আমার ছোট জামাই-টাকে বাহাল করে দাও, দেখ্‌বে কেমন সে পড়ায়—বি-এ পাশ যদিও সে নয়—কিন্তু ইংরিজি কী জানে? উঃ—মুখে যেন খই ফুটে! ম্যাট্রিক্ কেলাশ পর্যান্ত পড়েছে তো? বাপের উপর রাগ করেইনা পরীক্ষে দিলে না! নৈলে সেবার সে তো ফাষ্টো হয়ে জলপানি পেতোই! কাজ কী—দিন রাত্তির সাহেব-সুবো নিয়ে তার কারবার। জানোইতো রেলের টিকিট বাবুর কি ভয়ানক দায়িত্বপূর্ণ কাজ—"

বিপিন আশ্বাস দিয়া কহিল—"তাই কর্‌ব, কাকামশায়, তাকে লিখে দিন্ সে চলে আসুক্! এ ব্যাটাকে আজই তাড়াব—"

"তাড়াব বলে তাড়াব? মেরে তাড়াব? এস না, এস না একবার পাঠক-বাড়ী, খোঁজ টাই নি না আগে! কয়েকজন নগদীও সঙ্গে নাও বাবাজী—"বলিয়া প্রসন্ন উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিপিনেরও রাগ বাড়িতে লাগিল। কহিল—"চলুন্, আজ তারি একদিন, কি আমারি একদিন্! আমার সঙ্গে চালাকি? দেখাচ্ছি মজা!"

প্রসন্ন মনের আনন্দে কখনও আস্ফালনশীল, কখনও বাবুর মাতৃ অপমান-হেতু বাবুর তরফ হইতে প্রতিহিংসাপরায়ণ, কখনও বা রাখালের অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হইতে হইতে, বিপিনকে এবং দুইজন নগদীকে সঙ্গে লইয়া আগে আগে সেনাপতির মত বাহির হইল।

বিপিন রাগে গজ-গজ করিতেছিল। তাহার মনে হইল, রাখাল নিশ্চয় অরুণার জন্যই ও-বাড়ীতে যাতায়াত করে। এ চিন্তা মনে উদয় হইবামাত্র ঈর্ষায় তাহার সমস্ত অন্তর একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল।

বিপিনের মনে বিক্ষোভের এই যে উত্তাল তরঙ্গের দোলা আরম্ভ হইল, ইহার হেতু সেই একই—যাহা, আদিম বর্ব্বর-যুগের আরণ্য মানব হইতে এ যুগের তথাকথিত সভ্য মানব-সমাজেও বর্ত্তমান; যাহা পশু-সমাজের নগ্ন বীভৎসতায় নিত্য পরিদৃষ্ট হয়। পশুরা পরস্পর গুঁতাগুঁতি মারামারি করে, মানুষও প্রতিদ্বন্দ্বীর রক্ত-লোলুপ হইয়া, তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, শিক্ষা, সংস্কার সব ভুলিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়। এই প্রথম-বুভুক্ষায় উন্মত্ত হইয়া মানুষ নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। মানুষ ও পশুর মধ্যে কেবল এইখানটাতেই পরিপূর্ণ একত্ব ও সম্পূর্ণ সমতা।

নারীর প্রতি নরের প্রথম-ক্ষুধাজনিত এই আকর্ষণকে "প্রেম" প্রভৃতি অনেক বড় বড় কথার আবরণ দিয়া, অবশেষে তাহাকে সভ্য ও ভদ্র করিবার জন্য যুগে যুগে বহু প্রয়াস হইয়াছে, আইন-কানুন নিয়ম-বিধি দিয়া বেড়া দেওয়া হইয়াছে, পাপ, নরক শাস্তির ভয়ে তাহাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টারও কসুর নাই—কিন্তু তাহাতে আসল আকর্ষণও কমে নাই, মানুষও পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতে ক্ষান্ত হয় নাই। স্বভাবের বিরুদ্ধে অভিযানেরও অন্ত নাই, স্বভাবের আত্ম-প্রকাশেরও শেষ নাই।

দেবরাজ ইন্দ্র করিয়াছেন, সন্ন্যাসী শঙ্কর করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও করিয়াছেন অসুর ও দৈত্যদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। রামচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব নারীর প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বী ও অপহারক বলিয়াই রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। রামা শ্যামা আজও তাহাই করিতেছে। বিপিনও যে করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

বিপিনের হঠাৎ গাম্ভীর্য্যে প্রসন্নর মনে কেমন একটু খোঁচা লাগিতে ছিল। তাই বিপিনকে খুসী করিবার জন্য চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, প্রসন্ন বিপিনের কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল—"আমি অনেক দিন থেকেই কানাঘুষো শুন্‌চি, বাবাজী, ও ছোঁড়াটা রাত-বিরেতে ওদের বাড়ী যাতায়াত করচে।"

বিপিনের কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা পড়িল। তিরস্কারের স্বরে খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতদিন তবে এ কথা আমায় বলেন নি কেন?"

প্রসন্ন অপ্রতিভ হইবার পাত্র নয়; কহিল—"আমি কি ছাই ও কথা বিশ্বাস করেছিলাম যে, বল্‌ব? তোমার যে-জিনিষে নজর পড়েচে,

তাতে যে ঐ ভেতুড়ে বাঙ্গাল দৃষ্টি দেবে—এ কি কেউ ভাবতে পারে বাবাজী? দেবতার ভোগ কুকুরে খাবে?"

বিপিনের যুক্তিটি খুব মনে লাগিল, শুনিয়া পুলকিতও হইল. কিন্তু আসল কাঁটাটি তবু মন হইতে গেল না।

বেলা প্রায় ৪টা। বিপিন প্রসন্ন ও দুইজন নগদী হন্ হন্ করিয়া চলিতেছে। একটা তেরাস্তার মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেই, প্রসন্ন বিপিনকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইল—"ঐ দেখ', বাবাজী, ঐ—ঐ—নাগর চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে ফির্‌চেন—মেঘ না চাইতেই জল! লোকের কথা এদ্দিন বিশ্বাস না করে তো বড় অন্যায় করেচি!--"

রাখালও ইহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়া, বিপিনকে হাত উঠাইয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এত রৌদ্রে বেড়াতে বেরিয়েচেন যে—?"

বিপিনের মুখমণ্ডল শ্রাবণের জলদগম্ভীর আকাশের ন্যায় ভারী, রাখালের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া, কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার না জ্বর হয়েছিল, মাষ্টার?"

রাখাল সহজ ভাবেই উত্তর দিল—"আজ্ঞে হাঁ, কাল রাত্রে আমার খুব জ্বর হয়েছিল; সকালে জ্বর ছিল না, আবার এখন একটু শীত-শীত কর্‌চে, বোধ হয় জ্বরই আসচে।"

বিড়-বিড় করিয়া বিপিন অস্পষ্ট স্বরে আওড়াইল—"জ্বরই আসচে!"

"তা' এ দিকে কোথায় কোন বস্তিবাড়ী যাওয়া হয়েছিল?" বিপিন এমন ভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করিল এবং তাহার সঙ্গে মুখের ও চোখের এমন বিশ্রী একটা ইঙ্গিতভরা ভাব দেখাইল যাহাতে, রাখালের আপাদ-

মস্তক ঘৃণায় লজ্জায় ও রাগে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু গরীব ইস্কুল মাষ্টার সে, বড়লোকের এ সব অপমান তাহাকে সহিতেই হইবে। দারিদ্র্য রূপ মহাপাপের এ সব যে অপরিহার্য্য দণ্ড !

রাখাল উত্তর দিল—"একবার মুহুরী-গিন্নীর কাছে গিয়েছিলাম একটা কাজ ছিল—"

বিপিন সর্পদ্রষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ?"

রাখাল পুনরায় তেমনি দৃঢ় ভাবে উত্তর দিল—"মুহুরী-বাড়ী।"

প্রসন্ন মুখ ভেংচাইয়া সশ্লেষে কহিল—"মুহুরী-বাড়ীতে যে বড্ড কাজ ? ব্যাপার কি, মাষ্টার ?—"

রাখালের সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। প্রসন্নর মুখপানে কটমট করিয়া চাহিয়া, কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গিয়া কথা আর তাহার বাহির হইল না।

সূর্য্যের তাপ অনায়াসে মাথাতে সহ্য হয়, কিন্তু সূর্য্য-তাপে তপ্ত বালুর তেজ পায়ের তলাতেও অসহ্য। প্রসন্ন শ্লেষ-বক্র হাস্যে, আড়-নয়নে বিপিনের মুখভাব লক্ষ্য করিতে করিতে, রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল—"মুহুরী-গিন্নী বুঝি আজ, কাল সিবিল-সার্জ্জেন্ হয়েচে, ? তা' তাঁর হাঁসপাতালে অষুধ খুব ভালোই আছে !"

রাখালের অঙ্গে কে যেন বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। রাখালের চাঞ্চল্য ও নিঃসহায় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া প্রসন্ন মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া, তাহাকে অধিকতর নির্য্যাতন করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল—"কি অষুধ খেয়ে এলে, বাবা ? ষড়্গুণবলি-জারিত মকরধ্বজ, না বৃহৎ ছাগল্যাদ্য ?"

রাগে রাখাল ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মুখ তুলিয়া, অতি কষ্টে তোৎলার মত কহিল—"প্রসন্নবাবু, আপনি না ভদ্রলোক? এই কি ভদ্রলোকের ভাষা?"

"কি আমি অভদ্র? হারামজাদা, পাজী, ছুঁচো—! আমরা ধান খাই, না?—তোর মত অমন লম্পট ঢের দেখেচি। নিজেও ও-কাজ বড় কম করি নি। আজই না হয় বুড়ো হয়েচি। আমার কাছে চালাকী? এ কি, বোজার কাছে মামদোবাজী? জ্বরের নাম করে, ইস্কুল কামাই করে, পিরীত? রোসো, তোমায় দেখাচ্ছি মজা—বেটা হেট ম্যাষ্টার হয়েচে—"

রাখাল অপ্রত্যাশিত ভাবে এরূপ আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না বলিয়া, প্রসন্নর কথায় সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার সর্ব্বশরীরে যেন বৃশ্চিক দংশন করিয়া গেল—এ কথার সে যে কী উত্তর দিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইতেছিল না। মাথার মধ্যে তাহার সব গোলমাল হইয়া গিয়া, কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

রাখালকে নীরব দেখিয়া, বিপিন রুখিয়া উঠিল। কহিল—"জবাব দাও, কেন ও-বাড়ী গিয়েছিলে? জানো, ওরা কে? কেমন ওদের স্বভাব চরিত্তির? আমি কাল থেকে দশবার তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছি—বাবুর দু'পা আসতে কষ্ট হচ্ছে, আর পিরীত করতে এই এক কোশ রাস্তা আসতে জ্বর হয় না?—বদমাইস, নিমকহারাম—পাজী—"

বারুদ স্তূপে অগ্নি-সংযোগ হইল গরীবের সমীহ ও ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। রাখালের হৃদ্‌পিণ্ড ধরিয়া কে যেন সজোরে একটা ঝাঁকানি দিল—যাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। দুর্জ্জয় বেদনায়

অস্থির রাখালের চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, তীব্রভাবে কহিল—"বিপিনবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আমি আপনার মোসাহেব নই—আমি ভদ্রলোক! সাবধান হ'য়ে কথা কইবেন্—আপনার ইৎরিমি সহ্য করবে এরা, আমি না—"

বিপিনের এ প্রতিবাদ সহ্য করা অসম্ভব। সে তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া নানা অঙ্গ-ভঙ্গী ও মুখ-বিকারের সহিত, উচ্চ কণ্ঠে কহিল—"ওঃ বেটা আমার কী ভদ্দর লোক রে! আমার বাড়ী দু'বেলা ভাত খাচে—না আছে চাল, না চুলো—হারামজাদা কাঙাল আবার ভদ্দর লোক! জুতো পেটা করে' এক্ষুনি গাঁ থেকে দূর করে দেব, শূয়ার—"

প্রসন্ন সশ্লেষে চক্ষু মট্‌কাইয়া বিপিনকে আড়-ভাবে কহিল—"বুঝ্‌চ' না, বাবাজী? ও-বাড়ীর উসকুনি না পেলে কি আর এ লোকের এত কথা ফোটে, না এত তেজ হয়? ঐ মাগীদের যে ইনিই এখন ওয়ারিশ—"

রাখালের মুখ খুলিয়া গিয়াছে; প্রসন্নর পানে একবার ঘৃণাকুঞ্চিত ভাবে তাকাইয়া, রাখাল কহিল—"তোমায় আর কি বলব? তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে, তোমায় সম্মান করা হয়! এই সব কুকুরের চেয়েও হীন লোকেদের সাহচর্য্যে আপনার যে কী অধঃপতন হয়েচে, বিপিন বাবু—তা' আপনি আজ বুঝ্‌তে পারচেন না, হয়ত কিছু দিন পরে পার্‌বেন—"

বলিয়াই রাখাল ধীর পাদবিক্ষেপে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। দুই এক পদ গিয়াই রাখাল অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল—

"হাঁ, আপনি অন্য মাষ্টারের ব্যবস্থা করুন্, বিপিন বাবু, আমার দ্বারা আপনার কাজ আর সম্ভব হবে না।" বলিয়াই রাখাল চলিতে লাগিল, কোনো উত্তরেরও অপেক্ষা করিল না।

বিপন স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রসন্ন একবার বিপিনের পানে চাহিয়া, তাহার মুখভাব নিরীক্ষণ করিয়া লইয়াই—ছুটিয়া আসিয়া রাখালের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া, কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে কহিল—"কী? এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর? আমায় অপমান করিস্? এক খড়মের বাড়িতে তোর মাথার চাঁদি যদি না ওপ্ড়াই তবে আমি বৈকুণ্ঠ মুখুয্যের ছেলেই নই—" বলিতে বলিতে নিমেষের মধ্যে পায়ের খড়ম খুলিয়া রাখালের মস্তকে সজোরে এক ঘা কসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে নগ্দীরাও দুই চারি লাঠিও লাগাইয়া দিল। বিপিন বুঝিতেই পারিল না, কি ঘটিয়া গেল।

রাখাল আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। তাহার মাথা দিয়া পিচ্কারীর ধারায় রক্ত ছুটিতে লাগিল।

রক্ত দেখিয়া প্রসন্ন একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সমস্ত রাগ, আস্ফালন, চিৎকার যুগপৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। আর তাহার মুখ দিয়া কথাই ফুটে না!

একে দুর্ব্বল শরীর, তার উপর জ্বর, সারাদিন অনাহার, রাখাল ক্রমশ, সংজ্ঞা-লুপ্ত হইয়া সেই তেরাস্তার ধুলা-পথে নিঃসাড় হইয়া পড়িয়া গেল।

বিপিন ভয়-ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মরে গেল নাকি? দেখ দিকিন্ মুখুয্যে কি করলে? এখন—"

প্রসন্ন নিঃসহায়ের মত কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিল—"তা' আর কি করব ? তোমার জন্যেই তো, বাবাজী ! মারবে বলেই তো এসেছিলে, সঙ্গে নগ্‌দীও এনেছিলে সেই জন্যে ! এখন কথা ফেগালে চলবে কেন ?"

বিপিন সাফাই করিল—"সে আমি যাই বলি না কেন ? আমি ত মারি নাই, বা আমার লোকেও মারে নাই। মেরেচ তো তুমি—"

প্রসন্ন বিহ্বলভাবে কহিল—"তোমরা মার নি ?"

বিপিন সজোরে কহিল—"না, আমরা মার্‌ব কেন ?"

প্রসন্ন বিপদ গণিল, তাঁহার মাথার মধ্যে পুলিশ থানা আদালত জেল ফাঁসি সব ছবির মত একে একে ভীড় করিয়া জমিতে লাগিল। কহিল—"আমি কি তোমার লোক নই, বাবাজী ? তোমার জন্যেই তো আমার এই সব, বাবা। তা নৈলে, ওর সঙ্গে আমার আর কিসের দুষ্‌মনি ? এখন এসো, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু নয় ! কেউ আবার দেখ্‌তে টেখ্‌তে পাবে ? সরে পড়া যাক্‌—"

বিপিন বলিল—"তুমি ঐ দিক দিয়ে ঘুরে বাড়ী যাও মুখুয্যে ; আমরা এই দিকে যাই—" বলিয়াই বিপিন খুব জোরে জোরে গৃহাভিমুখে পা' ফেলিতে লাগিল, নগ্‌দী দুইজনও প্রভুর অনুগমন করিতে লাগিল।

প্রসন্ন বিপরীত পথে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া, ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিপিনকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"তোমাদের সঙ্গেই যাই বাবাজী, একলা যেতে কেমন ভয়-ভয় করচে, দোহাই বাবা—" বিপিন অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু প্রসন্ন শুনিল না, সঙ্গও ছাড়িল না।

জ্ঞানশূন্য রাখাল রক্তাক্ত দেহে সেই পথেই পড়িয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ন। নিদাঘতপ্ত সূর্যদেব আরক্তমুখে দূর দিকচক্রবালের সীমান্তে বসিয়া শ্রান্তিভারে তন্দ্রাবেশে ঢুলিতেছিলেন। আম বাগানের পত্র-পুঞ্জে নৈশ আশ্রয়-প্রার্থী কীট-পতঙ্গ গুলির ভীড়ে বৃক্ষতল পথে চলা দায়। দুই একটি শৃগাল নিম্ন-লাঙ্গুলে শঙ্কিতভাবে এ ঝোঁপ হইতে অন্য ঝোপে গমনাগমন করিতে করিতে মধ্য-পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, এক একবার চকিত-নেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল। ধূ ধূ মাঠ ক্রমশ আবার জনশূন্য ভয়াল প্রান্তরে পরিণত হইতেছিল। কচিৎ দুই একখানি গো শকটের কঁাচ্ কোঁচ শব্দ—ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইতেছিল। মশকবাহিনীর অস্পষ্ট শোভা-যাত্রার সুস্পষ্ট ঐক্যতান শ্রুত হইতেছিল। অদূর গ্রামের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিয়া, গ্রাম খানিকে ধূমায়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। গ্রাম-প্রান্তের খেজুর তাল ও অশ্বত্থ বটের ছায়াও ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। খড়ের ছাউনি ঘরের চাল ভেদ করিয়া ধূম উঠিয়া, পার্শ্বস্থ লতা গুল্ম ঝোঁপের ভিতর হইতে অন্ধকারের আরতি রচনা করিতেছিল। পূর্ব্ব-আকাশের এক কোণে ছোট সরু রূপালী একগাছি রূপার হাঁসলীর মত এক ফোটা চাঁদ উঠিয়াছিল।

একখানি গোযানে একটি সুদর্শন যুবক, এদিক ওদিক কৌতুহলী ও বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, পল্লীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল

কিন্তু সৌন্দর্য্যের আধিক্যে তাহার মুখে ও চোখে বিরক্তি ও অধৈর্য্যেরই একটা ছাপ সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত।

গাড়োয়ান আরোহীকে শান্ত করিবার জন্য কহিল—"এইবার পৌঁছোচ, দাদাবাবু! এই ক্ষীর-গাঁ—"

যুবক মুখ খিঁচাইয়া রুষ্টস্বরে কহিল—"তোর ক্ষীরগাঁয়ের নিকুচি করেচে! হতভাগা, গাধা, শুয়ার, —এই তোর গাড়ী?"

বিনীত ভাবে চালক নিবেদন করিল—"কী করব দাদাবাবু, গাড়ী তো চালাচ্ছি এই দেখুন্ না, গরুর মুখ দিয়ে গো-নালী বেরিয়ে গেছে। আহা, অবলা—"

যুবক আরো ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজী ভাষায় প্রথমে বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া, মাতৃ-ভাষায় তর্জ্জন করিল—"তোর এ মরা গরু জানলে কি—আমি কখনো তোর গাড়ীতে উঠতে রাজী হতাম।"

—"কর্ত্তা বাবুর যে এই বলদ-জোড়াই সব চেয়ে পেয়ারের, দাদাবাবু! ছেলের চেয়েও তেনি এ বলদ্ জোড়াকে ভালবাসেন। তেনি গরু চেনেন — এমন বলদ আমাদের এ দেশেই নেই—ও-বার তেনি নিজে গিয়ে আড়াই-শো টাকায় এই জোড়া কিনে এনেছিল।—"

—"দুত্তোর, বলদ—বলদ—তুই একটা বলদ্—"

গাড়োয়ান্ দাদাবাবুর রসিকতায় উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল —"এই কথা, খেঁদির মাও যখন তখন আমায় বলে বটে! খেঁদির মা—"

যুবক বাধা দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"আর কদ্দূর?"

—"আর রশি দু'য়েক! এই মাঠখানা পেরুলেই—"

গাড়োয়ানের খেঁদির মাকে মনে পড়ায় হঠাৎ সে একটু বিমনা হইয়া

পড়িল। কারণ, আসিবার কালে সে বলিয়াছিল—"এমন চ্যাটালো চ্যাটালো খল্‌শে মাছ আন্‌লাম, পেঁয়াজ দিয়ে ঝাল করব, পুরোণো তেঁতুল দিয়ে অম্বল করব মনে করে—তা' তুই থাকবি না তো এ কী হবে? আর একদিন হবে তুই ফির্‌লে।"

গাড়োয়ান শ্রীমান্ প্রহ্লাদ দাস, পত্নীকে অনেক বুঝাইল—কিন্তু সে শুনিল না, মাছ গুলি ঠাকুরমহাশয়ের বাড়ীতে দিয়া আসিল। বলিল--"তোর নাম করে এনেছিলাম, তোর মুখের জিনিষ—তুই খাবি না, আমি কখনো খেতে পারি?"

প্রহ্লাদ মনে মনে এই ঘটনাটি তোলা-পাড়া করিতেছিল। গাড়ীতে দাদাবাবু ক্রমশ গরম হইতেছিল, যেন সমস্ত দোষ এই গাড়োয়ানেরই এবং গরুর।

যুবকের নাম সুবিমল পণ্ডিত—যতিপুরের বড় কাষ্ঠ ব্যবসায়ী শ্রীগোপালবাবুর একমাত্র পুত্র। সুবিমল বি-এ পাশ করিয়া, বোম্বায়ে কমার্স পড়িতে গিয়াছিল, সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে। তাহার বয়স ২৩ ২৪, বেশ দোহারা চেহারা, গোঁফ-দাড়ি কামা না, বড় বড় টানা জুল্‌ফি, বড় চুল সম্মুখ হইতে টানিয়া পশ্চাৎ দিকে লইয়া গিয়া ঘাড়ের উপর সমরেখায় ছাঁটা। পায়ে গুল্‌ফ-খাটা সাণ্ডাল্। গায়ে ভোট-ব্লুস, বোতাম-আঁটা পাঞ্জাবী। ঘন ঘন সিগারেট খাইতেছিল ও রাগে গড়গড় করিতে করিতে, একবার পিতার পুত্রাধিক-প্রিয় আড়াই-শো টাকা দামের বলদ-জোড়ার পানে, একবার শ্রীমান্ প্রহ্লাদের পানে নিস্ফল আক্রোশে রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

কতক্ষণে গাড়ী একটি আমবাগানে ঢুকিল। প্রহ্লাদ কহিল—"এই বাড়ী দাদাবাবু!"

সুবিমল বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিয়া, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, মুখখানা একটা রুমাল দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া, চুলগুলি হাতে করিয়া আঁচড়াইয়া লইয়া গায়ের জামাটা একটু ঝাড়িয়া টানিয়া ঠিক করিয়া লইল।

গাড়ী আসিয়া মুহুরী-বাড়ীর সদর দুয়ারে দাঁড়াইল, সুবিমল তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল।

নাথু তাহার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কৌন্ হায়?—"

তখন সূর্য্যদেব শুইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহার কালো জ্রর ছায়ায় পৃথিবীতে একটা শান্ত ঘনায়মান্ স্নিগ্ধ অস্পষ্টালোক আসিয়া, প্রতপ্ত ধরণীর গায়ে যেন ধীরে ধীরে বীজন করিতেছিল।

সুবিমল কহিল—"কে রে? নাথ্থু?"

নাথু তাহার বিপুল মুখ-ব্যাদান করিয়া হাসিয়া, দীর্ঘ দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া বিস্মিত পুলকে কহিল—"দাদাবাবু? আসুন—আসুন্—গোড় লাগি—" বলিয়া সুবিমলের পদধূলি লইয়া আগন্তুককে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রাঙ্গনে তখন সৌদামিনী তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিতেছিলেন, অরুণা তাঁহার পার্শ্বে একখানি থালায় কিছু মিষ্টান্ন হস্তে দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যায় তুলসীপূজা সৌদামিনীর নিত্যকর্ম্ম ছিল।

সুবিমল নিকটবর্ত্তী হইয়াই ডাকিল—"কাকী-মা—? আরে এ কে? অরু? য়্যাঃ—তুই যে মস্ত হয়েচিস্?"

সৌদামিনী সুবিমলকে অপ্রত্যাশিত ভাবে, অকস্মাৎ তাঁহার এই সুদূর পল্লী-ভবনে অতিথিরূপে পাইয়া প্রথমটা এমন থতমত খাইয়া গেলেন যে কিয়ৎকাল কথাই বলিতে পারিলেন না।

অরুণা প্রফুল্ল প্রোজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া কহিল—"সুবি-দা'—তুমি এখানে ?"

সুবিমল তাহার কাছ পানে একটু সরিয়া গিয়া উচ্চ হাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ? আসতে নেই ?"

অরুণা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সৌদামিনী প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর দিলেন —"সে কি বাবা ? তুমি যে ছেলে ! আসবে বৈকি—এতদিন যে এস' নেই, তাই আশ্চয্যি !"

সুবিমল কহিল—"এতদিন কি আমি এখানে ছিলাম, কাকী-মা, তাই আস্‌ব ?"

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা ছিলে এতদিন সুবি-দা ?"

সুবিমল। আমি তো বরাবর নাগপুরেই ছিলাম। সেখান থেকে বি-এ পাশ করে,' আজ দু'বছর ছিলাম বোম্বায়ে—"

অরুণা। কেন ?

সুবিমল। কমার্স পড়ছিলাম। এবার কমার্সেও পরীক্ষা দিয়ে, একেবারে দেশে চলে এলাম, আর যাব না।

সৌদামিনী। কবে এসেচ।

সুবিমল। এই তো মোটে ৮।১০ দিন এসেচি।

সৌদামিনী কহিলেন—"চল' চল' বারান্দায় চল', এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? অরু, মাদুরটা বিছিয়ে দে-ত' মা—সুবি আগে বসুক, হাত পা ধু'ক্—ঠাণ্ডা হোক্—গল্প সল্প তার পর তো হবেই।"

বায়োস্কোপের ছবির মত পর পর অতীতদিনের বহু সুখ দুঃখের স্মৃতি, বিলাসপুরে একদেশবাসী এই দুই পরিবারের কত কাহিনী তাঁহার মনের পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বর্গগত স্বামীর কত কথাও এই সঙ্গে বিশেষভাবে তাঁহার মনে পড়িয়া, নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু জমিয়া উঠিল।

নাথু সুবিমলের বিছানা ও সুট্‌কেস তিনটি আনিয়া দাঁড়াইতেই সৌদামিনী তাহাকে পশ্চিম-দুয়ারী ঘরের দাওয়ায় রাখিতে বলিয়া, অরুণাকে ডাকিয়া কহিলেন—"অরু, দেরাজে চাবির গোছাটা আছে, নাথুকে দে' তো, মা।"

অরুণা ঝনাৎ করিয়া বড় চাবির একটা গোছা ফেলিয়া দিল, নাথু কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সুবিমল দক্ষিণ-দ্বারী ঘরের বারান্দায় বসিল। সৌদামিনী সুবিমলের শয়নের জন্য পশ্চিমের ঘর খানির ব্যবস্থা করিতে গেলেন; অরুণা দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের মেঝেয় ষ্টোভ জ্বালিয়া, নীরবে চা ও খাবার করিতে আরম্ভ করিল। সুবিমল একাকী বারান্দায় বসিয়া এক একবার অরুণার ঘরে চোরাই-উঁকি মারিয়া, পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার ভাণ করিতেছিল।

সৌদামিনী ও-ঘরে সুবিমলের স্থান করিয়া দিয়া, এ ঘরে আসিয়া ময়দা মাখিতে মাখিতে সুবিমলের সঙ্গে তাহার পিতা মাতা প্রভৃতির সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তায় সুবিমলকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নাথুকে পাঠাইলেন, বাউরিপাড়ায় কিছু মৎস্যের সন্ধানে, মৎস্য অভাবে হংস-ডিম্ব!

বাড়ীর মধ্যে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার যেমন সুস্পষ্ট, বাহিরে তখনও তেমন

হয় নাই। নাথু সদর দরজায় আসিবামাত্র দেখিতে পাইল, কতকগুলি লোকে চাপা গলায় ধরাধরি করিয়া কি একটা লইয়া এই দিকেই আসিতেছে। প্রহ্লাদ তখন আপন মনে ছানিতে খইলসহযোগে কর্ত্তার আদরের বলদ জোড়াকে জাব দিতেছিল।

নাথু তাহার পিতল-বাঁধানো লাঠিগাছটা ঘাড়ে ফেলিয়া একটু আগাইয়া গিয়া, গলার আওয়াজ দিতেই লোকগুলি দুম্ করিয়া একটা ভারী কি জিনিষ ফেলিয়াই দৌড়িয়া পলাইল। নাথু ভয়ে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ নিশ্চল ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লোকগুলি অদৃশ্য হইলে, দুই একপদ পিছাইয়া আসিয়া নাতিউচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"কৌন্ হ্যায় রে শাড্—"

প্রহ্লাদ কনুই পর্য্যন্ত খইল-লাগা হাতে নাথুর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে এমন করে' থম্‌কে দাঁড়ালে যে হ্যায়? কি দেখ্‌চ' কি অমন করে হ্যায়?"

নাথু ভীতি-ব্যাকুল ভাবে কহিল—"দেখছিস্ না? কৈয়েক মুনুষ আভি আসিয়েছিলো, কি একঠো হুঁয়া ফেকিয়ে দিয়ে ভাগা?"

প্রহ্লাদ কহিল—"কটা মুনিষ লাগিয়েছিলে, তা তুমিই জানো হ্যায়—আমি কি জানি হ্যায়?"

নাথুর ক্রমশ সাহস বাড়িতেছিল। কহিল—"যাও না, যাও না—দেখিয়ে এস না, ওখানে কী ফে কয়ে গেলো।"

প্রহ্লাদ বিরক্ত হইয়া কহিল—"দুরো বেটা ছাতুখোর ভেঁড়ীওলা! কেঁউরী মেউরী করে' কি যে বলিস্ বাপু, তা' তোরাই বুঝিস্—ও আমি বুঝি না।" প্রহ্লাদ পুষ্করিণীতে হাত পা ধুইতে চলিল। নাথু

তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া কহিল—"আও না, দেখ্‌খেঁ—বো কেয়া চীজ হ্যায়।"

নাথু প্রহ্লাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।—নিকটে আসিয়া দেখে একটা মানুষের মৃত দেহ।

প্রহ্লাদ দেখিবামাত্র একবারে দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে সুবিমলের পশ্চাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। প্রহ্লাদের মুখ দিয়া আর কথা ফুটে না। অতি কষ্টে জানাইল, বাগানের একটা আম গাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে, এই মাত্র সে একটি মানুষের ঘাড় মটকাইয়া রক্ত খাইয়া ফেলিয়া দিয়া গেল। সৌদামিনী ও অরুণা প্রহ্লাদের ভীতি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির। সুবিমল বিরক্ত হইয়া ইটালী-অঞ্চল নিবাসী কালো ইউ-রোপীয়ান্‌-সুলভ ইংরাজী গালি দিয়াও প্রহ্লাদকে সরাইতে পারিল না।

নাথু হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া খবর দিল—"মাঈজী, মাষ্টার সাবকো কো খুন কিয়া, আউর হাম্‌ লোগোঁকো বাগিচামে পটক দে কর ভাগা—"

সৌদামিনী লুচি ভাজিতেছিলেন, অরুণা আলু ছাড়াইতেছিল। সৌদামিনী ষ্টোভ ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কাঁহা? আও বাত্তি লে চল'—হাম্‌কো দেখলাও।"

সৌদামিনী লুচি ভাজা অসমাপ্ত রাখিয়াই অসম্বৃতভাবে নাথুর সঙ্গে এক রকম দৌড়িয়াই বাহিরে আসিলেন, অরুণাও কতক ভয়ে কতক কৌতুহলে মাতার অনুগমন করিল। সুবিমল ক্ষুৎপিপাসায় বিরক্ত ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ষ্টোভের উপর ছোট পিতলের সরায় ঘি ফুটিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় ভাবে তখন ধরণীকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

রাখালের সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত দেহ দেখিবামাত্রই অরুণা আতঙ্কিত ভাবে মাতাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিতে, সৌদামিনী গা-ঝাড়া দিয়া কন্যাকে ঠেলিয়া দিয়া, কহিলেন—"কী করিস্‌, অরু? ভয় কি? যা, আর একটা বাতি নিয়ে আয়, আর, সুবির গাড়োয়ানকেও সঙ্গে করে' ডেকে নিয়ে আসিস্‌—"

ভয়ে অরুণা কাঠ হইয়া গিয়াছিল, চলিবারও তাহার আর শক্তি ছিল না। অরুণা নির্ব্বাক্‌ হইয়া মাতাকে ধরিয়া তবু দাঁড়াইয়া রহিল। সৌদামিনী নাথুকে কহিলেন, নাথু লণ্ঠনটি সেইখানে নামাইয়া রাখিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

সৌদামিনী লণ্ঠন ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আলগোছে রাখালকে প্রথমটা বিশেষ মনোযোগ সহ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার বুকে হাত দিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বুক ও নাড়ী দেখিয়া, অস্ফুটস্বরে কহিলেন—"আছে—আছে—"

নাথু লণ্ঠন ও ভয়ে-জড়সড় প্রহ্লাদকে লইয়া পুনরাগমন করিতেই, সৌদামিনী কহিলেন—"নাথ্থু, মাষ্টারবাবুকে উঠাকে লে চল'—খুব হুঁশিয়ার।"

প্রহ্লাদ ব্রহ্মদৈত্যের মারা শব স্পর্শ করিতে নিতান্ত নারাজ; সৌদামিনী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রহ্লাদের পানে চাহিতেই, প্রহ্লাদ নিতান্ত অনিচ্ছা

সহকারে মাথার দিকটা ধরিল ; নাথু পায়ের দিক ও সৌদামিনী মধ্যে পিঠের নীচে হাত দিলেন। অরুণা লণ্ঠন দেখাইয়া আগে আগে চলিল।

পশ্চিম দুয়ারী ঘরে সুবিমলের জন্য যে বিছানা পাতা হইয়াছিল, রাখালকে তাহাতে শোয়াইয়া, সৌদামিনী ছুটিলেন গরম জল করিতে। উনান জ্বলিতেছিল—দেরী হইল না। অত্যল্পকালের মধ্যেই গরম জলে ধোয়াইয়া মুছাইয়া, কাপড়চোপড় বদলাইয়া, ক্ষত স্থানে টিংচার আইডীন্ ও কি একটা মলম লাগাইয়া বাঁধিয়া দিয়া, সৌদামিনী রাখালের সুশ্রূষার প্রথম পর্ব্ব শেষ করিলেন—তখনও রাখাল অজ্ঞান।

অরুণা মাতার কথামত গরমজলে রাখালের পা ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, নাথু মাথায় বাতাস করিতেছিল, সুবিমল একধারে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে এই আর্ত্ত আতুর, অনাহূত আগন্তুকের পানে ঘন ঘন বিষজর্জ্জর কটাক্ষপাত করিতেছিল। তাহার আক্রোশের প্রধান কারণ, তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা। দ্বিতীয়ত, সৌদামিনী ও অরুণার ঈদৃশ অবহেলা ও ঔদাসীন্যে সে মনে মনে গৃহস্বামিনীর উপর যে না চটিতেছিল, তাহাও নহে। তবে এ দুয়ের মধ্যে কোনটা যে বেশী, তাহা বলা শক্ত। সুবিমল ভাবিতেছে—কে এই যুবক যাহার জন্য বাড়ী সুদ্ধ লোক এমন কাতর? চেহারা তো এই! পোষাকও তথৈবচ! এ তবে কে?

সৌদামিনী এক বাটি গরম দুধ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া, অরুণাকে নিম্নস্বরে কহিলেন—"সুবিকে চা'টা যে দেওয়াই হয় নি, খেয়াল আছে? যা' যা' শীগ্‌গীর যা'—লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে, সুবিকে শীগ্‌গীর খেতে দিগে যা—যা—" অরুণা উঠিল।

সুবিমলকে বলিলেন—"সুবি, বাবা, বড্ড দেরি হয়ে গেল, কত কষ্ট

হল' ছেলের কাকীমার বাড়ী এসে—কিছু মনে করিস্ নে বাবা! যাও—যাও—খেয়ে এস' আগে, আমি এখানে রইলাম। নাথু তুই যা যেখানে যাচ্ছিলি,—মাছ আনা চাই—"

নাথু পাখাটি নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সুবিমল অরুণার সম্মুখে আসিয়া বসিল। খাবার জায়গা করাই ছিল, অরুণা লুচি ভাজে আর পাতে দেয়—আলুভাজা, চিনি ও ঘরে-তৈয়ারি সন্দেশ সহ সুবিমল বেশ খাইয়া যায়।

আহারান্তে চাপান করিতে করিতে সুবিমলের প্রসন্নতা যেন কতকটা ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"ও লোকটা কে অরু?"

অরুণা নতমুখে কাজ করিতে করিতেই উত্তর দিল—"ওঁর নাম, রাখালবাবু, এখানকার মাইনার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার।"

সুবিমল তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল—"ও বাবা, মস্ত লোক! তা' ওঁর এ দশার কারণ? আর তোমাদেরি বা ওঁর জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন?"

অরুণা এঁটো থালা বাটি গুলি লইয়া তখন বারান্দায় রাখিতেছিল; সেইখান হইতেই উত্তর দিল—"সে কি সুবি-দা'! একজন ভদ্রলোক বিপন্ন হয়েচেন, তাঁকে—"

কিঞ্চিৎ বক্রহাস্যে সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল—"তা' এ ভদ্রলোকের উপর তোমাদের এত করুণা কেন, তাইতো জিজ্ঞাসা করচি।"

অরুণা দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াই নতমুখে উত্তর দিল—"ইনি মা'র এক ছেলে।"

সুবিমল খপ করিয়া একটু শ্লেষের সঙ্গে কহিল—"তোমার মায়ের

ছেলে যে কে নয়, তা' বলা বড় শক্ত। বিলাসপুরে তাঁর যে সব ছেলে মেয়ে ছিল, তাঁদিকেও তবে এখানে আনাতে ব'লো!"

অরুণা কহিল—"মা'কে ব'লো গিয়ে।"

সুবিমল একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বুঝিতে পারিয়া নিজেই কথাটা ঘুরাইয়া লইল, কহিল—"কাকীমার এই ঘাটের মরা ঘরে তোলার অভ্যাস আর কখনো যাবে না।"

অরুণা কোনো উত্তর দিল না, নীরবে দ্বার-পার্শ্বে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুবিমল কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ কোমল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব উপদ্রব তোমার ভালো লাগে, অরুণা ?"

অরুণা ছোট্ট করিয়া উত্তর দিল—"লাগে।"

সুবিমল অপ্রত্যাশিত উত্তরে চমকিত হইয়া কহিল—"কি বলিস্ অরুণ ? এই সব উৎপাত ভালো লাগে ? আশ্চর্য্য !"

"কেন ?" অরুণাও বিস্মিত হইল।

সৌদামিনী আসিয়া অরুণাকে জিজ্ঞাসা কহিলেন—"এখানে দাঁড়িয়ে যে ? সুবির চা খাওয়া হয়েচে ?"

অরুণা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। সুবিমল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল—"কোন্ কালে, কাকী-মা ? এত খেয়েচি যে, রাত্রে খাওয়ার দফাও একদম রফা হয়ে গেছে !"

সৌদামিনী স্নেহ-প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন—"পাগলা ! মাছ আন্‌তে পাঠিয়েচি—রাঁধ্‌তে বাড়্‌তে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণ খুব ক্ষিদে লাগ্‌বে।"

ঈষৎ হাসিয়া সুবিমল কহিল—“তা’ বটে! আপনি যে রকম হাঁসপাতাল খুললেন, তাতে আপনাব সময় হবে কি করে, তাই ভাবচি ”

“ঠিক হবে। কাজ করলে কাজ আটকায় না; যে কাজকে ভয় করে, তারি শুধু কাজ আগায় না।” বলিয়াই সৌদামিনী সুবিমলকে বলিলেন —“সুবি, দু’খানা চিঠি লিখে দাও তো, বাবা।”

“কাকে কাকীমা?

সৌদামিনী কহিলেন—“একখানা যতিপুরের সিভিল সার্জ্জেনকে আর একখানা পুলিশকে।”

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—“রাখালবাবুর জ্ঞান হয়েচে, মা?”

সৌদামিনী উত্তর দিলেন—“না, মা, জ্ঞান এখনও হয় নাই, তবে অনেকটা সুস্থ, মনে হচ্ছে—নাড়ীর গতি ভাল, নিঃশ্বাসও নিয়মিত হয়েচে। মাথায় খুব বেশী আঘাত লেগে, বোধ হয়, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেচে!”

অরুণা ও সুবিমল কিছুই বলিল না।

সৌদামিনী কহিলেন—“অরু, সুবিকে কাগজ কলম দে’—সুবি, লিখে দাও, বাবা, এখুনি পাঠাতে হবে।”

অরুণা লিখিবার সরঞ্জাম দিল। সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল—“এখন কে নিয়ে যাবে?

অরুণা স্বল্প হাসির রঙে ঠোঁট দুই খানি রঙাইয়া সুবিমলকে একটু ঠেস্ দিবার জন্য কহিল—“মায়ের তো ছেলের ভাবনা নেই। এক্ষুনি বাউরীপাড়ায় খবর দিলে, আমার অনেক ভাই এসে হাজির হবে।”

সুবিমলের মনের গণ্ডারের চামড়ায় এই ছোট্ট তীরটি বিঁধিল না।

সুবিমল কাগজ ভাঁজিয়া কলম কামড়াইয়া, সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল —"কি লিখব'—কাকী-মা ?"

কি লিখিতে হইবে, বাংলায় সৌদামিনী বলিয়া দিলেন। অরুণাকে রাখালের ঘরে বসিতে বলিয়া, তিনি রান্নাঘরে ঢুকিলেন, নাথু মৎস্য ও হংসডিম্বসহ বাড়ী ঢুকিতেই, পিল্ পিল্ করিয়া সমস্ত বাউড়ীপাড়ার স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকা আসিয়া সৌদামিনীর প্রাঙ্গনে জমা হইল। সকলের মুখেই একটা বিভীষিকা, একটা আশঙ্কা ও কোমল সহানুভূতির ছাপ মুদ্রিত। দুই একজন জোয়ান্ জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেও প্রস্তুত ! সৌদামিনী সকলকে শান্ত করিলেন।

সুবিমল দুইখানি পত্র লিখিয়া আনিয়া, রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সৌদামিনীকে শুনাইল। সৌদামিনী কহিলেন—"এক কাজ কর, বাবা সুবি। ডাক্তারের চিঠি খানা ঠিকই হয়েচে, পুলিশের চিঠিখানা ওভাবে লিখলে হবে না। তুমি লিখে নাও, আমি বলে' যাই ”

সুবিমলের অভিমান আহত হইল ! একজন নারী তাহার লেখা ইংরাজী পছন্দ করিল না ? কি স্পর্দ্ধা এই নারীর ? সে বি-এ— কিন্তু এখন আর সময় নাই। সুবিমল কাগজ আনিল, সৌদামিনী বলিয়া গেলেন, সুবিমল লিখিয়া লইল। সই করিয়া, খামে ভরিয়া সৌদামিনী জনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এক্ষুনি যতিপুর যেতে হবে, বাবা, কে যাবে ? ১০।১২ জন লোক এক সঙ্গে হাঁকিল—"আমি যাব মা।" দুই জন লোক তৎক্ষণাৎ পত্র দুই খানি লইয়া যতিপুর যাত্রা করিল।

অরুণা রান্নাঘরে আসিয়া অনুযোগের স্বরে, মাতাকে কহিল—"মা নটা যে বাজে! কাপড় ছাড়, আহ্নিক সার গিয়ে, আমি রাঁধ্‌চি।"

সৌদামিনী বিগলিত স্নেহ-ধারায় কন্যার মস্তক অভিসিঞ্চিত করিয়া দিয়া কহিলেন—"তুই ক্ষেপি! যা' তুই রাখালের কাছে, ব'স্ গে। আমি দুই উনোনে আগুন দিয়েছি, এক্ষুনি মাছের ঝোল আর ভাত নামিয়ে ফেল্‌ছি।"

সুবিমল ঘরের বারন্দায় ঘন ঘন পায়চারি করিতেছিল। যদিও সে যথেষ্ট অপ্রসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু মনে মনে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল যে, হিন্দু ঘরের এই কুলমহিলা ইংরাজী ভালই জানে।

নাথু আসিয়া সংবাদ দিল—জনার্দ্দন পাঠকের সঙ্গে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছে।

সৌদামিনী নাথুকে কহিলেন—"ডেকে আন্—ডেকে আন্—"

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের বারান্দায় অরুণা একখানি শতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া রাখালের ঘরে গিয়া ঢুকিল। সুবিমল উঠানে পায়চারি আরম্ভ করিল।

জনার্দ্দন পাঠকের পশ্চাৎ হেড়ম্ব ভট্ট, বেচারাম হাটি, মহাবীর আদক, গৌরাঙ্গ ভদ্র, গিরিশ ভট্টাচার্য্য, নিত্যানন্দ কোলে প্রভৃতি সদাশয় গ্রামিক ভদ্র মহোদয়গণ ম্লানমুখে নীরবে বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন। নাথু বসিবার স্থান দেখাইয়া দিল—সকলে উপবেশন করিলেন। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

গ্রামের মাতব্বরগণ কিছুক্ষণ নীরবে উপবেশন করিলে পর, মাথার তালু পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া, সৌদামিনী বারান্দার একপাশে ছাঁচ-তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়া, বিনীত অথচ সুস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করবেন না! বলুন্—আমায় কি আদেশ করতে আপনারা সবাই এই রাত্রে আমার কুঁড়েয় পায়ের ধূলো দিলেন—"

অদূরে একটা পরিস্কার কাঁচের বড় লণ্ঠন জ্বলিতেছিল; তাহার আলোয় সকলের মুখই বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সৌদামিনী দেখিলেন—সকলের মুখেই একটা বিভীষিকা, একটা আশঙ্কা, একটা নিরাশ্রয়তার ছাপ সুমুদ্রিত!

সৌদামিনীর ভূমিকার উত্তরে মাতব্বরগণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যই লক্ষিত হইল মাত্র, কাহারও মুখে কোনো কথা ফুটিল না। কেহ কেহ উত্তর দিবার অভিপ্রায়ে ক্ষীণ একটা শব্দও করিলেন, কিন্তু তাহা শ্রুতি-যোগ্য কথার আকার আর ধারণ করিল না। পরস্পর পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিয়া কিছু বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিল, কিন্তু কেহই কিছুই কহিল না। একজন একবার হাঁ করিলে, সকলেরই মুখ ফোটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম হাঁ করিবে কে? গ্রামবৃদ্ধেরা গোলাভরা কামানের মত বসিয়াই রহিলেন, অগ্নি-সংযোগের অভাবে তোপ আর বাহির হইল না।

সৌদামিনী কোনো উত্তর না পাইয়া, খুবই অস্বস্তিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলেন; তাঁহার নিজের কথাগুলি তাঁহার কাণেই যেন বেসুরা ভাবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি যেন নিজে নিজেই বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। অথচ, এ ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না। তাই একটু শক্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ, আপনারা কিছু বল্‌চেন্ না যে? বলুন্—"

জনার্দ্দন পাঠকের উদ্বেগই সকলের চেয়ে বেশী। তিনিই অগত্যা কথা বলিলেন, কহিলেন—"মা, আমি বড় গরীব ছা-পোষা লোক আমাকে রক্ষা করো, মা—ভগবান তোমার মঙ্গল কর্‌বেন্। আমি এ সবের বাষ্পও জানি না—"

গ্রামবৃদ্ধেরা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অত্যন্ত অশান্তিতে ছিলেন, কারণ পাঠক-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে এবং পথে এত জল্পনা কল্পনা করিয়া, শেষে যথাস্থানে পৌঁছিয়া মৌনব্রত অবলম্বনে, ইঁহাদেরও যে লজ্জা না হইতেছিল, তাহা নয়—তবে কী বলিবে, কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে—ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়াই, বাধ্য হইয়া নীরব ছিলেন। পাঠক মহাশয় মুখ খুলিয়া, অন্য সকলেরও মুখ খোলায় বিশেষ সহায়তা করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল!

সৌদামিনী পাঠক মহাশয়কে বাধা দিয়া সান্ত্বনা দিলেন—"আপনি কেন উতলা হচ্ছেন, পাঠক মশায়? আপনি কি এ ব্যাপারের মধ্যে ছিলেন?"

সকলেই একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উত্তর দিল—"রাম—রাম—

সৌদামিনী বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কেউ জানেন, কা'রা এই নরহত্যা করতে চেয়েছিল ?"

গৌরাঙ্গ ভদ্র কহিল—"জানলেও কি বলতে পারি, মা ? জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে তার বাদ করা যায় না !"

সৌদামিনী একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার গৌরাঙ্গকে এক নজর দেখিয়া লইয়াই, প্রশ্ন করিলেন—"তা'হলে আপনাদের এমন দলবদ্ধ হ'য়ে এখানে এখন আসার উদ্দেশ্য ?"

গিরিশ ভট্টাচার্য্য কহিলেন—"মা, তুমি আমার পর নও, খুব নিকট আত্মীয়—মন্মথ ছিল আমার ভাগ্নে। তোমরা তো আমায় কখনও দেখ' নাই—তা' চিনবে কি করে ? আহা, ছেলেটা উঠ্‌তি বয়েসে মারা গেল—অমন ছেলে কি হয় ?—"

নিত্যানন্দ সানাইয়ের পোঁ-ধরার মত কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, খুড়োঠাকুর—দাদাঠাকুর লোক ছিলেন বড় সরেশ—"

গৌরাঙ্গ কহিল—"তুমি তাঁকে কদ্দিন দেখেচ ?—মুহুরী মশায় তো নিতান্ত ছেলে বয়েসেই গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ! যাক্ গে, এখন যা' করতে এসেচ, তাই কর'—স্তব আউড়িও শেষে।"

হেরম্ব ভট্ট কহিলেন—"কথা আমাদের অতি সামান্যই। শুনলাম, বৌমা, তুমি ঐ ছোকরার জন্যে থানা-পুলিশ ডেকে পাঠিয়েচ'—এটা কি ভাল কাজ করেচ ?"

সৌদামিনী সোজা চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মন্দটা কি হয়েচে ? একজন ভদ্র লোকের ছেলেকে বিনা দোষে আপনাদের গাঁয়ে মেরে

ফেল্‌বে, আর আপনারা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বল্‌বেন না? আশ্চর্য্য তো?"

বেচারাম হাটি কহিল—"গাঁয়ে এমন একছার হয়েই থাকে! তাই বলে' কি কথায় কথায় পুলিশ আদালত কর্‌তে হবে? এ আপনার কেমন বিবেচনা, বৌঠাকরুণ?"

সৌদামিনী স্থির ভাবেই কহিতে লাগিলেন—"তা' হলে পুলিশ আছে কী জন্যে?"

মহাবীর আদক কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিল—"আছে বলেই ডাক্‌তে হবে? এ তো বড় মজা মন্দ নয়! আপনি মেয়ে মানুষ আপনি কী বুঝ্‌বেন? গাঁয়ে আসে পুলিশ হাকিম, আর প্রাণ যায় আমাদের!"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

মহাবীর উত্তর দিল—"এটা সেটা জোগাতে, আর দিন রাত্তির তাদের পিছু পিছু হুজুর-হুজুর করে' গোলামি কর্‌তে! সুমুন্দীরা আসে যেন সব বাপের ঠাকুর—পাণ থেকে চূণটি খস্‌বার জো নেই!"

হেরম্ব কহিল—"রসদ জোগাই আমরা, নাম হয় জমিদারের।"

সৌদামিনী।—যোগান্ কেন? করেন্ কেন?

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল, যেন কথাটা খুবই হাস্যোদ্দীপক। সৌদামিনী চমকিয়া উঠিলেন, এরা হাসিল যে?

মহাবীর বুঝাইয়া দিল—"এই জন্যেই তো আপনাদিগকে মেয়ে মানুষ বলে! একে গাঁয়ের জমিদারের হুকুম, তার উপর থানার লোক-দের জন্যে—কার ঘাড়ে দু'টা মাথা যে এ অমান্য করে? হুঁঃ—মেয়ে মানুষের রায়ো হাত কাপড়েও কাছা নেই যে বলে, খুব সত্যি।"

সৌদামিনী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—"আপনাদেরও যে কাছা আছে, তাও তো মনে হচ্ছে না। অত্যাচার যারা সয়, চিরকালই তারা সইবে! এই হচ্ছে নিয়ম! আপনাদের মুখে স্ত্রীলোকের নিন্দা শোভা পায় না, কারণ আপনারা হচ্ছেন স্ত্রীলোকেরও অধম! অত্যন্ত কাপুরুষ!"

জনার্দ্দন সবিনয়ে কহিল—"এ সব বাজে তর্কাতর্কির মধ্যে আমি নেই, মা! আমায় উদ্ধার করুন্—আমি ব্রাহ্মণ—"

সৌদামিনী নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সবিনয়ে কহিল—"কী কর্‌তে হবে, খোলাশা করে' বলুন্। আমি আপনাদের হেঁয়ালী কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

জনার্দ্দন কহিল—"সন্ধ্যে বেলায় পেসন্ন মুখুয্যে বলে' গেল যে, রাখালকে আপনারা খুন করিয়ে আপনাদের বাগানে ফেলে রেখেছেন। আমার বাড়ীতে থাক্‌তো বলে,' পুলিশে আমারও বাড়ীঘর খানাতল্লাসী কর্‌বে—টাকা পয়সা চাইবে. দিতে তো পার্‌বই না, কাজেই বিপদেও পড়্‌ব। দোহাই মা—আপনি রাজা লোক—"

জনার্দ্দন সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

সৌদামিনী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে জানাইলেন—"আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্ গে—শুধু সত্যের আশ্রয়টা পরিত্যাগ কর্‌বেন্ না। সত্য ছাড়্‌লে আপনার বিপদ অনিবার্য্য।"

জনার্দ্দন শিশুর মত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল—"কি করে' যে কি হয়েচে, আমি তো তার বিন্দু বিসর্গও জানি না, মা। সেই কোন্ সকালে রাখাল বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েচে, তারপর সে তো আর আমার বাড়ীতেই ঢোকে নাই।"

গিরিশ কহিল—"তা'তো আমিও জানি—বল' না নিতাই, তুমিও তো আমার সঙ্গে ছিলে, সকালে যখন আমরা জনার্দ্দনের বাড়ী যাই, বলো না তখন তো রাখালকে আমরা পাঠক-বাড়ীতেই দেখি।"

নিত্যানন্দ গিরিশের কথায় সায় দিল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"গ্রামে কি গুজব শুন্‌লেন্ আপনারা আমায় যদি জানান্, তা'হলে আমি তার ব্যবস্থা কর্‌তে পারি কি না একবার বিবেচনা করে দেখি।"

হেরম্ব পুলকিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"তা' তুমি পার,' মা, পার, পার,—তুমি পারো! দেখ' না, দেখ' না—আমরা এতগুলি ভদ্রসন্তান এইচি"—

গৌরাঙ্গ কহিল—"এঁদের সঙ্গে যদি কথা কইতে থাকেন, মা ঠাক্‌রুণ, তা' হলে সারা রাত্রেও তা' শেষ হবে না।"

গিরিশ কহিল—"তা' তুইই, মা লক্ষ্মীকে বুঝিয়ে দে' না, বাবা, জানিস্ তো—শুনেচিস্ তো সবই।"

গৌরাঙ্গ কহিল—"প্রসন্ন মুখুয্যে গ্রামে রটিয়েচে যে রাখালের কোনো অসদ্ব্যবহারের জন্যে আপনি বাউরীদিকে দিয়ে মাষ্টারকে মারিয়েছেন! জমিদার বিপিন বাবু আজ রাত্রেই যতিপুর যাচ্ছেন, হাকিমকে গ্রামের অবস্থা সব বল্‌বেন্—আর এর বিহিত কর্‌বেন্ বলে'।"

সৌদামিনীর মাথাটা চম্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল, তাঁহার পদতলে যেন পৃথিবীটা ঘুরিতেছিল। চক্ষে হঠাৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, মাথার মধ্যে কথাগুলো চর্‌কির মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। অতি

কষ্টে দাওয়ার উপরের কাঠের খুঁটিটি সজোরে ধরিয়া শক্ত হইয়া কোনো রকমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গৌরাঙ্গ বলিয়া যাইতেছিল—"তারপর এঁরা যখন শুন্‌লেন্ যে, আপনিই তার পূর্ব্বে থানায় আর ডাক্তার সাহেবকে খবর পাঠিয়েছেন, তখনি হ'লো এঁদের বিশেষ ভয়। এতক্ষণ জমিদারের আওতায় থেকে একরকম জটল্লাটা বেশ মুখরোচক করে' এনেছিলেন—এইবার সে পাকা ঘুঁটি কেঁচে গিয়ে এঁরা পড়েচেন ফাঁপড়ে!

সৌদামিনী খুঁটি-ধরা প্রসারিত দক্ষিণ বাহুর উপর মস্তক ন্যস্ত করিয়া, মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এতে ফাঁপড়ে পড়ার কি আছে?"

গৌরাঙ্গ জানাইল—"এঁদের ভয় হয়েচে এখন এই যে, আপনি আগে নালিশ করার দরুণ, ফৌজদারী মাম্‌লায়, আপনি হলেন ফরিয়াদী—গাঁয়ের সবারি উপর আপনার রাগ আছে, দেবেন সবারি নাম করে—আর সবাই পড়্‌বে খুনের চার্জ্জে! তাই এতক্ষণ বিপিনবাবুর দিকটা বেঁধে এসে, আপনার দিক্‌টাও এঁরা বাঁধতে এসেছেন!"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাকে স্পষ্ট বক্তাই মনে হচ্ছে! সত্যি এ কাজ কে কর্‌লে আপনি কিছু জানেন কি?"

গৌরাঙ্গ জোড় হস্তে নিবেদন করিল—"ঐ কথাটি আমায় শুধু এখন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন্ না। সময় হলে, সত্যি কথা আমি ঠিকই বল্‌ব। ব্যাপার আমি সব জানি।"

সৌদামিনী ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন—"বুঝিচি। তা' হলে আপনারা এখন আসুন,—অনেক রাত্রি হয়েচে—"

সকলেই এক সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া একে একে আত্মরক্ষার আবেদন জানাইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

সৌদামিনী সকলকেই জানাইয়া দিলেন যে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তিনি কাহারও উপরে প্রতিশোধ বাঞ্ছা করেন না। তবে ক্ষীর গ্রামের অনাচার অত্যাচার নিবারণ করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেনই। জনার্দ্দনকে কহিলেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্ গে, পাঠক মশায়, আপনার কোনো ভয় নাই।"

ব্রাহ্মণগণ সকলেই যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং ব্রাহ্মণেতররা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

অরুণা সুবিমলকে ভাত দিতে দিতে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এঁদিকে চেন মা ?"

সৌদামিনী অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন—"কোনো পুরুষে না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণদুয়ারী ঘর ছিল তিন খানি। একখানি সৌদামিনীর পূজার, একখানি মাতাপুত্রীর শয়নকক্ষ ও অন্যখানি বাড়্তি। এই বাড়্তি ঘরে সুবিমলের জন্য বিছানা পাতিয়া, টী-পয়টি শয্যার কাছে আনিয়া, তাহার উপর ডিবায় পান রাখিয়া, কাচের একটি গ্লাসে এক গ্লাস জল রাখিয়া তদুপরি একখানি পিরিচ ঢাকা দিয়া, মশারি ফেলিয়া, বিছানায় একখানি ছোট হাত-পাখা দিয়া, লণ্ঠনটি দুয়ার-গোড়ায় রাখিয়া, অরুণা উঠানে ভ্রাম্যমান্ সিগারেট-পানরত সুবিমলকে জানাইল—"সুবিদা, এইবার শোওগে! যাও—তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে"—

সুবিমল অরুণার কাছে সরিয়া আসিয়া, একটু হেলিয়া দাঁড়াইয়া, খানিকটা অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল—"যা'হোক্—তবু তোমার মুখ দিয়ে, এ কথাটাও বেরুলো!"

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? এ কথা বল্‌চ' কেন সুবি-দা'?"

সুবিমল কহিল—"না বলে' থাক্‌তে পার্‌লাম না! তোমরা তোমাদের রাখালবাবুকে নিয়ে যে মেতেচ', তাতে আমি যে আছি, এইটে মনে-পড়াতেই আমি খুশী হলাম!"

অরুণা সুবিমলের তপ্ত মনের আঁচটা ধরিতে পারিল না; সরলভাবে মার্জ্জনাভিক্ষার মত কহিল—"তুমি তো দেখ্‌চ', সুবি-দা', তুমি বাড়ীতে পা-দেওয়া থেকেই কী সব ঝামেলা! একের পর একটা! এখনো

মার হাত পা' পর্য্যন্ত ধোয়া হয় নাই—সন্ধ্যা আহ্নিক তো অনেক দূরে !"

সুবিমল কহিল—"কৈ, তাঁর তেমন তো কোনো ইচ্ছাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তো তিনি হাঁসপাতালে ঢুক্‌লেন গিয়ে।" সুবিমলের কণ্ঠস্বরে অভিমান যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া উঁকি মারিতেছিল।

অরুণা মিনতির সুরে নিবেদন করিল—"সুবিদা, আজকের ক্রটির জন্যে আমাদিকে ক্ষমা কর'—কা'ল থেকে আর"—

অরুণার কথা শেষ করিতে না দিয়াই সুবিমল কহিল—"আমি তো এখানে বসবাস কর্‌তে আসিনি, অরুণা ! কাল হয় ত আমি চলেই যাব' !"

সুবিমলের অভিমান হইয়াছে, কারণ তাহার প্রতি যথোচিত মনোযোগ প্রদর্শন হয় নাই, বুঝিয়া, অরুণা পুনরায় কহিল—"তুমি এখনো সেই ছেলেমানুষটিই আছ, সুবি-দা'—যাও, শোওগে—কাল তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ব। যাও—যাও"—"

"কেন আমার কাছে একটু দাঁড়াতেও দোষ ? আমার সঙ্গে দু'টো কথা বল্‌তেও মন হচ্ছে না ? ও—তা'হবে কি করে, বল ? মন যে পড়ে' আছে ঐ ঘরে"—বলিয়াই সশ্লেষে সুবিমল পশ্চিম-দুয়ারী ঘরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিতেই, অরুণা দৃপ্ত সিংহীর মত কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে কহিল—"সুবি-দা, ছোট বোনের সঙ্গে কি এই ভাবে কথা বলে ? ছিঃ ! যাও—তুমি শোও গে—আমি চল্‌লাম"—

বলিতে বলিতে অরুণা মাতার কাছে রাখালের ঘরের দিকে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। সুবিমল বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া

থাকিয়া বিষন্নবদনে ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে ঢুকিয়া, খিল বন্ধ করিয়া দিল।

সুবিমলের মনটা এতক্ষণে কেবলমাত্র একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রফুল্লতা যে এমনি অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে—ইহা সে কয়েক মিনিট পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। শয্যা-পার্শ্বের সোফাখানিতে কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া, সুবিমল তাহার অবিমৃষ্যকারী উন্মাদ মনকে দুশ্চিন্তার হাতে ছাড়িয়া দিল। মনটি তবু পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত নিষ্ফল আক্রোশে কেবলি তাহাদের কথা কয়টির শিকেই মাথা খুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিতে লাগিল।

অরুণার সহিত হঠাৎ অতি-ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়া শুধু যে অরুণারই বিরক্তি-ভাজন হইয়াছে, সুবিমলের এইটিই একমাত্র লজ্জা নয়। তাহার ভয় হইতে লাগিল, সৌদামিনী ইহা শুনিয়া কী মনে করিবে? অরুণা তো এখনি গিয়া তাহার মাতাকে সব বলিবে—আর তাহার মাতা যে রায়-বাঘিনী, সে আবার কিছু একটা না করিয়া বসে! তাহা হইলে তো তাহার মাথা কাটা যাইবে! প্রভাতে মুখ দেখাইবে, কী করিয়া? সুবিমলের অভিমান, রাগ, অনুরাগ সব গিয়া—লজ্জা আসিয়া তাহার মনকে আক্রমণ করিয়া ফেলিল।

পাশের ঘরে ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারটা বাজিল। সমগ্র পল্লী নিস্তব্ধ নিশুতি নিঃশব্দ। দূর মুচিপাড়া হইতে দুইটি কুকুরের কবির লড়াই শোনা যাইতেছে, আমগাছে পাখীরা ডানা ঝাড়িতেছে, কোথাও কোনো ঘরে ক্লান্ত গৃহলক্ষ্মীর শ্রান্তচরণে ঢেঁকির পাড়ের শব্দ সুপ্ত পল্লীর হৃৎস্পন্দনের মত ধ্বনিত হইতেছে। মাঝে মাঝে গ্রামপ্রান্তবাহিনী

ভাগীরথার বক্ষে, চল্‌তি নৌকায় মাঝিদের সারি-গানের সুরের কম্পন-গুলিও নিদ্রিত পল্লীজনের কাণে এক অজ্ঞাত রূপ-লোকের কথা বৃথাই কহিয়া কহিয়া ফিরিতেছিল।

লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে সৌদামিনী ও অরুণা সংজ্ঞাহীন রাখালের শুশ্রূষায় নিযুক্ত। দুয়ারের গোড়ায় বসিয়া নাথু ঢুলিতেছিল।

উভয়ের চক্ষুই জলসিক্ত, মুখে করুণাভরা নীরব শঙ্কার ছাপ। অরুণা মাঝে মাঝে কপালের জলপটিতে ওডিকলোন্ দিতেছে ও বগলে থার্ম্মো-মিটার দ্বারা রাখালের দেহের তাপ লইয়া একখানা কাগজে লিখিয়া রাখিতেছিল। সৌদামিনী রাখালের গায়ে মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন।

অরুণা ক্রন্দন-শুষ্ক স্বরে কহিল—"মা এইবার যাও, হাত পা ধোও গে—সন্ধ্যা আহ্নিক আর কর্‌বে কখন? বারোটা বাজে যে?"

সৌদামিনী ঈষৎ গলা ঝাড়িয়া কহিল—"এই যে, যাই, মা—হাঁ, এরা ষতিপুর গেছে তো? না, কা'ল সকালে যাবে বলে' লুকিয়ে আছে?"—

অরুণা কহিল—"লুকিয়ে কেন থাক্‌বে মা? তা'রা তক্ষুনি ছুটেচে—এতক্ষণ কতদূর চলে গেছে"—

সৌদামিনী সন্দিগ্ধ ভাবে কহিল—"তুমি বল্‌চ, অরু, কিন্তু আমার আর এখানে কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না—"

অরুণা কহিল—"এখানকার ভদ্রলোকদিকে বিশ্বাস করা যায় না বটে, কিন্তু বাউরীদিকে খুব বিশ্বাস করা যায়, মা।"

"যায়?"

"খুব যায়।"

সৌদামিনী আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কহিলেন—"তোমার বাপের শেষ ইচ্ছা বুঝি আর রক্ষা করতে পারলাম না, অরু?"

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা?"

সৌদামিনী কিঞ্চিৎ ঝাজের সহিত উত্তর দিল "এখানে বাস করা অসম্ভব।"

অরুণা সতেজে অথচ মিনতির সুরে কহিল—"মা, এ মহাপাতক আমি থাকতে তোমায় কখনই করতে দেব' না। বাবার শেষ ইচ্ছা, মা,—বাবার কাছে তুমি প্রতিশ্রুত! ভুলে যাচ্ছ?—সে দিন যে তুমি বললে, এদিকে তুমি মানুষ করবেই—রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্ব্বলতা দেখাবে না, বা উৎপীড়নেও আত্ম-সমর্পন করবে না? মনে নাই?—"

সৌদামিনী কহিলেন—"বলেছিলাম, মনে মনে সে গর্ব্ব, সে জোর ছিল, কিন্তু আজকের ব্যাপারে আমার বুক ভেঙে গেছে—"

অরুণা কহিল—"আমরা তো জানিই এরা অতি ইতর—কাজেই এতে বিস্মিত হবার তো কিছুই নেই, মা?"

"নেই ইটে, কিন্তু ঠিক এ রকমটা যে হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি, অরু! আহা গরীব ছেলেমানুষ—অযাচিত আমাদের উপকার করতে এসেছিল!—অসুস্থ শরীরে, নিজের ৪০ টাকা মাইনের চাকরী-টুকুকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করে, নিজের প্রভুর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদিকে সাবধান করে দিতে এসেছিল বই তো নয়!—এত খানা ত্যাগ, মহানু-ভবতা ও সৎসাহস আজকালকার দিনে নিতান্ত দুর্ল্লভ যে, অরু! এত বড় প্রাণের এই পরিণাম?"

অরুণা সজলনেত্রে একদৃষ্টে মাতার মুখের পানে আত্মবিস্মৃত ভাবে চাহিয়া রহিল।

সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন—"দেশে একমাত্র বৃদ্ধা মা আছেন! অন্নদাতা একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁর যে কী হবে—"

সৌদামিনীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল! অরুণা কহিল—"ভাব্‌না কি মা ভাল হয়ে উঠ্‌বেন ইনি, দেখো না।"

সৌদামিনী দুটি জোরপাণি কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া সজল নয়নে কহিলেন—"তাই হোক্ মা, তাই হোক্! রাখাল এ যাত্রা রক্ষা পাক্। মা, রক্ষাকালী, রক্ষা কর'—ষোড়শ-উপচারে তোমার পূজো দেব, মা। এমন হতচ্ছাড়া যায়গা যে একজন ডাক্তার পর্য্যন্ত নেই—ডাক্তার আন্‌তে হবে বিশ মাইল দূর হতে? এমন দেশে তোর—"

অরুণা সগর্ব্বে কহিল—"হাঁ, মা তবু এ আমার বাবার দেশ—"

সৌদামিনী সশঙ্কভাবে কহিলেন—"যেখানকার ভদ্রলোক এমন নীচ হিংস্র সেখানে তবে নিরাপদে বাস করি, কি করে' মা?—"

অরুণা কহিল—"আমরা একে নিরাপদ করে' নেব মা! দেখ'না, দারোগাকে তো লেখা হয়েচে—সব শয়তানই এবার জালে উঠ্‌বে।"

সৌদামিনী কহিল—"তাই উঠুক্, মা কালী করুন্। নৈলে তোকেও যে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব, এ ভরসাও আমার হচ্ছে না যে, অরু—"

অরুণা একটু হাসিয়া কহিল—"মা, তুমি যেন পাগল! তোমার কল্পনা-শক্তি কবিদের চেয়েও প্রবল!"

"না, রে না—আমার কেবলি তাই ভয় হচ্ছে—"

"সে রকম দুর্দ্দিন যদি কখনও আসেও, তা'হলে তোমার মেয়ে সে বিপদ কাটিয়ে ওঠ্‌বারও শক্তি রাখে, এটিও জেনে রাখ'।"

"তার দরকারই বা কী? তার চেয়ে তোর একটা আশ্রয় করেই দিই না কেন? স্ত্রীলোকের সব শক্তির আধারই হচ্ছে স্বামী—"

অরুণা কহিল—"মা, তোমায় তো আমি হাজার দিন বলেচি, তোমায় একা ফেলে আমি কোথাও যাব' না!"

"এইটেই তো তোর অন্যায় জিদ্‌, অরু—"

অরুণা মিনতি জানাইয়া কহিল—"মা তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না! তুমি তো কখনও এমন করে' আমায় এ বিষয়ে জোর দাও নি?"

সৌদামিনী কহিলেন—"এতদিন দিই নি, তার কারণ এতদিন ভদ্র-স্থানে ছিলাম, নিরাপদে ছিলাম। এখন তো আর তা নয়—এখন হয়েচে, সসর্প গৃহে বাস। কাজেই তোর বিয়ে করা উচিত। তাতে তুইও নিরাপদ থাক্‌বি, আমিও নিশ্চিন্ত হব।"

অরুণা কহিল—"আমি নিরাপদই আছি, মা, তুমি কোনো অমঙ্গল কল্পনা কর'না মাত্র! সারাদিন বুঝি তুমি কেবল এই সব এলোধাপ্‌রি চিন্তাই কর', না মা?"

সৌদামিনী কহিলেন—"কর্‌তাম না, তবে এখন কর্‌চি—কারণ কর্‌তে বাধ্য হয়েচি।"

অরুণা কহিল—"যাও, সন্ধ্যাআহ্নিক কর'গে দেখি? বারোটা বাজে, তার খেয়াল আছে? যাও—ওঠ' ওঠ'—তোমার মাথা উত্তপ্ত হয়েচে, মা, বুঝিচি—ওঠ' মা—"

সৌদামিনীই যেন অরুণার মেয়ে—ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে কক্ষ হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অরুণা ডাকিল—"নাথু"

নাথু তন্দ্রাভঙ্গে চমকিয়া উঠিল।

অরুণা কহিল—"বাবুকো শিরমে হাওয়া করো, ঐ ইন্টু লাঠো লে আও—হিয়া বৈঠো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে রাখালের অবস্থার কোনো উন্নতি না দেখিয়া সৌদামিনী ও অরুণা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রাখালের মাতাকে টেলিগ্রাম করার প্রস্তাব করিয়া, সৌদামিনীই আবার সে প্রস্তাব বাতিল করিলেন। ভাবিলেন, রাখালের যাহা হইবার তাহাতো হইবেই, অনর্থক সে বৃদ্ধাকে আর টানিয়া আনা কেন? হয়ত তাঁহার আসিবার খরচও হাতে নাই— তাহার উপর এই সাত সমুদ্র তের নদী পারের দূর পথ। স্থির হইল, ডাক্তার আসুন, দেখুন, তিনি কি বলেন, শুনিয়া সেই মত ব্যবস্থা করা যাইবে। আর টেলিগ্রাফ্‌ আফিসও তো সেই যতিপুরেই—তার-করাও যে মহা মুস্কিল!

রাখাল সেই একভাবেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছে; কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই, নড়াচড়া পর্য্যন্ত নাই; জাগ্রত কি নিদ্রিত বুঝিবারও কোনো উপায় নাই; ডাকিলেও উত্তর নাই; কেবল সজোরে নিঃশ্বাস বহিতেছে। আর জ্বরের উত্তাপে, তার গায়ে হাত রাখে কার সাধ্য?

অরুণাকে জোর করিয়া রাত্রি ১টায় শুইতে পাঠাইয়া দিয়া, সৌদামিনী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রাখালের শিয়রে বসিয়া থাকায়, তাঁহার চক্ষু দুইটি হইয়াছিল জবাফুলের মত লাল।

সুবিমল উঠিবার পূর্ব্বেই স্নানাদি সারিয়া সুবিমলকে পরিপাটি রূপে চা ও খাবার খাওয়াইয়া, অরুণা মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। গত রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া সুবিমলের প্রথমটা অরুণার সঙ্গে চোখোচোখি করিতে বিশেষ লজ্জা বোধ হইতেছিল—কিন্তু অরুণার প্রফুল্ল মুখশ্রী ও স্বচ্ছন্দ আলাপ-ব্যবহারে সুবিমলের জড়তা কতকটা কাটিলেও—একেবারে সে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছিল না। দাঁতের গোড়ায় কিছু আটকাইয়া থাকিলে জিভের সেইখানে ঘোরার মত, সুবিমলের মনঃকেবলি গত রাত্রির সেই বিশ্রী ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়াই ফিরিতেছিল। সকল জিনিষই সুবিমলের কাছে বিস্বাদ ও তিক্ত মনে হইতেছিল—এমন কি প্রার্থিত অরুণার সঙ্গ এবং তাহার সহিত কথাবার্ত্তাও। অথচ, অরুণা এমন ভাব দেখাইতেছিল যেন কিছুই হয় নাই।

সুবিমলকে ঠাণ্ডা করিয়া, অরুণা রোগীর ঘরে আসিয়া মাতাকে উঠাইয়া দিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিল। সুবিমল প্রহ্লাদকে লইয়া গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইল। নাথু ও অরুণা দুইজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিল রোগীকে একটু গরম দুধ খাওয়াইবার জন্য, কিন্তু পারিল না। এমন দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে যে, তাহা পৃথক্ করা ইহাদের সাধ্যাতীত।

বেলা নয়টার সময় সিভিলসার্জ্জনকে লইয়া ডাক্তার বাবু মোটরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার সাহেব বাঙ্গালী, তবে বিলাত না যাওয়ার দরুণ বিলাতী চালচলনের একান্ত ভক্ত এবং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেহচর্ম্ম-নিবন্ধন সাহেবিয়ানার বড়ই পক্ষপাতী। তাঁহার নিকট-বন্ধুরা সব বলেন—ঘননাথ বাগ্-

সাহেবীতে ফিরিঙ্গিগুলোকে পর্য্যন্ত হারিয়েছে। বাগ্‌ সাহেব তাহাতে গর্ব্বই অনুভব করিতেন।

নাথু ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারসাহেবকে ভিতরে লইয়া গেল। রাখালের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এক লহমায় বড় বড় এনামেলের গাম্‌লা, কষকষে গরম জল, কার্ব্বোলিক সাবান্‌, স্মেলিং সল্ট, ধোয়া তোয়ালে, তোয়ালে-রাখা আল্‌না, টিঞ্চার আইওডীন্‌, তুলা, লিণ্ট প্রভৃতির ষোড়শোপচার সজ্জিত হইল। মহা আড়ম্বরের সহিত রাখালের চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

গ্রামেও বিশেষ চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল। মোটরটি দর্শনমাত্রই এবং তাহার শিঙ্গা শ্রবণান্তর মাঠের গো-মেষ-মহিষাদি জন্তুগণ যে, কে কোন্‌ দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা পর্য্যন্ত নাই। দূর হইতে হাওয়া-গাড়ী হয়ত কেহ কেহ দেখিয়াছে, কিন্তু এত নিকটে দাঁড়াইয়া, এতক্ষণ ধরিয়া উপর নীচু চারিপাশ ভিতর বাহির দেখার সৌভাগ্য কাহারও কখনও হয় নাই,—রাখাল মাষ্টারের মাথা না ফাটিলে, কখনও যে কারো হইত না, ইহাও সুনিশ্চিত। কাজেই, যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর চারি পাশে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। কেহ আঁচলে কেহ বা টুকুইয়ে, মুড়ি লইয়া—উলঙ্গ, অর্দ্ধ-উলঙ্গ, অনুলঙ্গ বালক বালিকা হইতে যুবক বৃদ্ধ এমন কি গ্রামের ঝি বউ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন-উন্মোচন পূর্ব্বক নির্ণিমেষনেত্রে এই অপরূপ পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দর্শকদের মধ্যে যাহারা বিশেষ দুঃসাহসী, তাহারা গাড়ীখানা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল, কেহ বা শিঙ্গাটাই একবার বাজাইয়া দিল—অমনি সকলে "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল—যদি কোনো কলকব্‌জা নষ্ট হইয়া যায়? ডাক্তারসাহেবের গাড়ী।

বাবুরাম রুই ও ভীম বাউরী গ্রামের চৌকিদার। গত দুই দিন যাবৎ তাল-সুধার সঙ্গে জ্যেষ্ঠ তাম্রকূটের প্রভাবে কিছু অপ্রকৃতিস্থ ছিল, কিন্তু ডাক্তারসাহেবের হাওয়া-গাড়ীর নাম শুনিবামাত্র, ছুটিয়া গিয়া বাড়ী হইতে তাহার নীলবর্ণ পাগড়ী কাঁধে করিয়া ও কোটটি গায়ে চাপাইয়া চাপরাশ ঘষিতে ঘষিতে নীলরতন-রূপে টলিতে টলিতে আসিয়া গাড়ীর দুইপাশে অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে জনতাকে হটিয়া যাইবার হুকুম দিয়া, শান্তি-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। গ্রামিকেরাও এই দুইজনের আদেশ সভয়ে মানিয়া লইল। চাপরাশের এমনি মায়া—

প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ অতি-পুরাতন কোঁচকানো একটা গরদের কোট গায়, তাহার উপর একখানা আধ-ময়লা কোঁচান' চাদর ঝুলাইয়া, একে নূতন তাহার উপর বহুদিনের অব্যবহৃত ছোট জুতাজোড়াটি অতিকষ্টে পায়ে ঢুকাইয়া দিয়া, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া ডাক্তার-সাহেবের নির্গমন প্রতীক্ষায় গাড়ীর অতি-নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে সশঙ্ক ভাবটা অতি-স্পষ্ট, কিন্তু ওষ্ঠপুটে লোকদেখানো পদমর্য্যাদাজনিত গর্ব্ব-মিশ্রিত একটু কাষ্ঠ হাসি—গ্রামের লোকেরা বুঝিল, ভৃগুরাম পোদও বড় যে-সে লোক নয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, কয়েক জন বাউরীসহ নাথু, তাহাদের বাগানে তাম্বু খাটাইতেছে। ভীম বাউরী চৌকিদার গিয়া জানিয়া আসিল যে, ডাক্তারসাহেব আজ এইখানেই ডেরা করিবেন, কারণ রোগীর অবস্থা বড় সঙ্গীন্।

ভৃগুরাম পোদ জুতাটি খুলিয়া নিকটস্থ জিউলি গাছের তলায় একটু বসিয়া বাঁচিল, কারণ জুতার যন্ত্রণায় তাঁহার মাথা পর্য্যন্ত ধরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বসিলেন যেখানে, সেখানে বহুদিনাবধি জিউলীর আঠা পড়িয়া

একগর্ত্ত নিকষকালো আঠা জমিয়াছিল। তাঁহার পৈতামহিক গরদের কোটটি উক্ত আঠার হ্রদে ডুবিয়া বিশ্রী হইয়া গেল, পোদ মহাশয় অনুচ্চস্বরে ডাক্তার-সাহেবকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন। দর্শকগণ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। বাবুরাম মোটরের পা-দানীতে মাথা রাখিয়া নাক ডাকাইতে লাগিল। ডাক্তারসাহেবরূপ অপূর্ব্ব জীবদর্শন ভাগ্যে নাই বুঝিয়া, হতাশে লোকও আস্তে আস্তে ভাঙিতে লাগিল।

নাথুর তত্ত্বাবধানে স্বল্পকালের মধ্যেই বাগানে ডাক্তার সাহেবের জন্য ছোট্ট একটি তাম্বু খাটান হইল—কারণ, ডাক্তারসাহেবকে সেদিন সে রাত্রি ক্ষীরগ্রামে থাকিতে হইবে। ডাক্তারবাবু উপরওয়ালার হুকুমে, তাঁহার মোটরে বস্তিপুর গিয়া, আবশ্যকীয় ঔষধ-পত্রাদি লইয়া রাত্রি নয়টার সময় আবার ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। অরুণা রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল—সৌদামিনী অভ্যাগত দুইজনের আহারাদিব সুব্যবস্থার জন্য খাবার তৈরি করিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, একটু অবসর পাইলেই এক একবার রোগীকে দেখিয়া যান্।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুবিমল বেড়াইতে বাহির হইল, কিন্তু ক্ষীরগ্রামের পল্লীশোভা নিরীক্ষণ করা তাহার মোটেই উদ্দেশ্য নয়, সে চায় নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে। রাত্রিটা তবু একরকম কাটিল, দিনের এই তীব্রোজ্জ্বল আলোকে তাহার অন্তরের তোলাপাড়া ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া, প্রহ্লাদকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, সুবিমল একাই চলিল। ছোট গ্রাম একটু যাইতে না যাইতেই গ্রামের শেষ। সে চায় কোথাও একেলা বসিয়া নিরিবিলি কিছু চিন্তা করে। অনেক্ষণ এ-পথ সে-পথ, এ-বাগান সে-বাগান ঘুরিয়া, মনোমত স্থান কোথাও সংগ্রহ করিতে পারিল না। সর্ব্বত্রই লোক—আর সব লোকই স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে কেবল তাহারি পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। এ আরও বিপদ—সুবিমল মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইতেছিল, অথচ মুখে কাহাকেও কিছু বলিতে না পারিয়া সমস্ত গ্রামবাসীগণের উপর নিষ্ফল ক্রোধে মনে মনে অভিধান বহির্ভূত বহু চলতি-শব্দে তাহাদিগকে অভিহিত করিতে করিতে, ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত উত্তপ্ত মাস্তষ্কে হন্ হন্ করিয়া কেবলি চলে। এক একবার এক পথে দুইবারও আসিয়া পাড়তেছিল—আবার অন্য পথ ধরে।

মাথার উপর সূর্য্যদেবের তীব্র কর তীব্রতর হইতেছিল, সেদিকে খেয়াল নাই। মধ্যাহ্ন আগত প্রায়—সুবিমলের মনটা দিবালোকে ভীত ইঁদুরের মত কেবল অন্ধকার গর্ত্তে ঢুকিয়া নিরাপদে একটু চিন্তা করিবার

জন্য ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল, কিন্তু সে বাঞ্ছিত স্থান না পাইয়া, হতাশভাবে শেষে সেই গৃহের দিকেই অগত্যা অগ্রসর হইল।

কিছুদূর আসিতেই এক ভদ্রলোকের সহিত সুবিমলের সাক্ষাৎ হইল। ছোট সরু গ্রামপথে বিপরীত-গামী দুইজন লোকের সাক্ষাৎ, পথে এমন একটুও স্থান নাই যে পাশ কাটাইয়া একজন যায়; কাজেই উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল। সুবিমল একবার লোকটির পানে চাহিল, কিন্তু তাহার পথ ছাড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া, নিজেই চোর-কাঁটা বহুল পাশের জমির উপর দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে, দ্বিতীয় লোকটি বলিল—"ও, আপনিই বুঝি কাল এসেছেন?"

সুবিমলের ইহার সহিত পরিচয় করিবার প্রবৃত্তি হইল না, চোর-কাঁটা হইতে লম্বমান্ কোঁচাটিকে বাঁচাইতে অধিকতর মনঃসযোগ করিয়া মুখ না তুলিয়াই "হুঁ" বলিয়া, কাপড়টি কিঞ্চিৎ তুলিয়া, ধীর পদক্ষেপে, রাস্তায় আসিয়া, চলিতে লাগিল।

আগন্তুক আবার সুবিমলের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল —"আপনি যতিপুরের শ্রীগোপাল বাবুর ছেলে বুঝি?"

সুবিমল ঘাড় বাঁকাইয়া লোকটির পানে একবার চাহিয়া, কিঞ্চিৎ থামিয়া উত্তর দিল—"হাঁ।" সুবিমল আবার চলিতে লাগিল।

অনুসরণকারী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"মহুরী-বাড়ীতে এসে উঠেছেন বুঝি?"

সুবিমল যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিল। একেতো তাহার মানসিক অবস্থা বড় ভালো ছিল না, তাহার উপর এই অপরিচিতের গায়ে পড়িয়া এই

ঘনিষ্ঠতা—সুবিমল রাগে গড়্ গড়্ করিতে লাগিল। একটু দাঁড়াইয়া, কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, আমি কাল সন্ধ্যায় এসেছি, শ্রীগোপাল বাবু আমার পিতা, এখানে মুহুরী-বাড়ীতে এসে উঠেচি। আর আপনার কী জিজ্ঞাস্য আছে, চট্ পট্ জিজ্ঞাসা করে নিয়ে, আমায় নিষ্কৃতি দিন্—"

আগন্তুক যুবকের ঔদ্ধত্যে ও অবিনয়ে মনে মনে যথেষ্ট চটিলেও, মুখে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কেন না এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীগোপাল পণ্ডিতের ছেলে যে এই যুবক! একটু নরম হইয়াই কহিল—"রাগ কর্‌চেন্ কেন, বাবাজী? আমি তো তোমাকে—ইয়ে—আ-আপনাকে অমন্দ কথা তো কিছু বলি নাই! দেখা হলো, তাই পরিচয়টা সুধুলাম্। পরিচয় করাটা কি দোষের, বাবাজী? তোমার বাবা, শ্রীগোপাল ভায়া আমায় 'দাদা' বল্‌তে অজ্ঞান। কতদিন তোমাদের বাড়ী গিইচি, খেয়েচি, থেকেচি! তোমার বাপের সঙ্গে আমার ছেলে-বেলা থেকে বন্ধুত্ব।"

সুবিমল এই লোকটার আচরণে সত্য সত্যই বিস্মিত হইল। কহিল—"বেশ তো, পরিচয় কর্‌তে হয়, মুহুরী-বাড়ীতে যেখানে আমি উঠেচি, সেইখানে যাবেন। এই দুপুর রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি আলাপ ভালো লাগে?"

লোকটি কহিল—"বাবাজী, তুমি তো জান না—আর তুমি ছেলে-মানুষ তোমায় বল্‌বই বা কী? ওখানে গিয়ে আলাপ কর্‌বার হলে কি আর, কাল সন্ধ্যে থেকে আজ এই দু'পহর বেলা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে দেখা না করে' আমি থাকি? তুমি আমায় তাই ঠাউরেচ', বাপধন?

তুমি এয়েচ' শুনে অবধি কাল থেকে কাটা কৈ মাছের মত ধড়্ ফড়্ করে মর্‌চি আমি! তোমার বাবা ছিরু শুন্‌লে আমায় কত ভৎর্সনা যে কর্‌তেন, তার ঠিক নাই। তা' যাক্, মা কালীর কৃপায় দেখাটা হ'ল— এই আমার ভাগ্যি—"

আগন্তুকের কথায় ও অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তায় সুবিমলের মন কতকটা ভিজিল। মিষ্ট কথায় পাহাড় ধ্বসিয়া যায়, তো মন! পিতৃ-বন্ধুর উপর অজ্ঞাতে কিঞ্চিৎ রূঢ় আচরণ করায়, সুবিমল মনে মনে একটু অনুতপ্তও হইল! ভাবিল, পিতার বাল্যবন্ধু যে জন, তাঁহার সহিত ব্যবহারটা ঠিক যোগ্য হয় নাই; যদি পিতার কর্ণে এই দুর্বিনীত আচরণের কথা পৌছে, তাহা হইলে, তাহার ফলও যে বড় সুখকর হইবে না, তাহাও তাহার চিন্তার জালে ধরা পরিল। কাজেই সুবিমল নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল! নিজের চিন্তাতেই সুবিমল ডুব দিয়াছিল, কাজেই বক্তার ইঙ্গিতটি তাহার মনকে স্পর্শ করিল না।

পিতৃবন্ধু কহিতে লাগিল—"তা' বাবাজীর এখন কি করা হয়?"

সুবিমল সবিনয়ে জানাইল—"বি-এ পাশ করে, এইবার বোম্বাই থেকে কমার্সে'র শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেচি।"

প্রশ্নকর্ত্তা কি বুঝিলেন, জানি না, কহিলেন—"বেশ, বেশ! সোণার চাঁদ ছেলে! কেমন বাপের বেটা? উঃ, এই দুধের ছেলে, এরি মধ্যে বি এ পাশ করে', আবার শেষ-পরীক্ষা? বাঃ বাঃ! আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌চি বাবা তুমি নিশ্চয় হাকিম হবে! দেখো, এ বামুণের কথা কখনও মিছে হয় না! বৈকুণ্ঠ মুখুয্যের ছেলে, পেসন্ন মুখুয্যের কথা—যদি মিছে হয়, তা' হলে সে বাপের বেটাই আমি নই!"

প্রসন্ন মুখুয্যের আতিশয্যে ভাবে ও ভাষায় সুবিমল চকিত ভাবে, প্রসন্নর মুখপানে একবার চাহিয়া, তাহার চোখে মুখে উত্তেজনা দেখিয়া, নিজেরই অজ্ঞাতে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

প্রসন্ন এই হাসিটিতে সামান্য একটু অপ্রতিভ হইলেও, নিজের, অভিনয়-সাফল্যে প্রফুল্ল হইয়া, কহিল—"তা' বাবা, এ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কাজ কি? এস না, বাবুদের বৈঠকখানায় একটু বসেই ভাল করে' আলাপ করা যাক্‌গে না?"

সুবিমলের ততটা ইচ্ছা না থাকিলেও, পিতৃবন্ধুর এই সামান্য অনুরোধটি উপেক্ষা করিতে পারিল না। কহিল—"যাচ্ছি, কিন্তু বেলাও তো হয়ে এল অতিরিক্ত—এখন—না গিয়ে, বরং বিকেলে—"

প্রসন্ন বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"বিকেলে তো আস্‌বেই। এখন একবার এসো, আলাপটা করিয়ে দিইগে! আমাদের এখানকার জমিদার, বিপিনবাবু, একজন মহাশয় ব্যক্তি। বয়েসে ছেলেমানুষ বটে—কিন্তু মাথা তার খুব সাফ,' বুকটাও দরাজ—একেবারে মাটির মানুষ বল্‌লেই হয়। তুমি আলাপ করে' খুব খুশীই হবে, বাবাজী। এস—এস—" বলিয়াই খপ্ করিয়া সুবিমলের হাতটি ধরিয়া পশ্চাৎ হইতে ঠেলিতে লাগিল!

সুবিমল নিরুপায়। চলিতে লাগিল। খানিকটা পথ আসিয়া একটা প্রশস্ত রাস্তায় পড়িয়া, দুইজনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

প্রসন্ন কহিল—"ঐ যে বল্‌লাম, বাবাজী, এমন জায়গায় এসে তুমি উঠেচ'—কী আর বল্‌ব? আর তুমি তা' জান্‌বেই বা কী করে? তুমি ত আর দেশে থাক' না?"

সুবিমল জিজ্ঞাসুভাবে প্রসন্নর মুখপানে চাহিয়া, একটু দাঁড়াইল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যে ওখানে এসে উঠ্‌বে, তা' ছিরু জানে?"

সুবিমল সন্দিগ্ধভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া উত্তর দিল—"হাঁ—বাবা জানেন বৈকি! তিনিই তো আমায় পাঠালেন! কেন, বলুন্ ত? ব্যাপার কী? আমি আপনার প্রথম কথাটা ঠিক ধর্‌তে পারি নি—আপনি যেন কি বল্‌তে চেয়ে, বল্‌চেন না!"

একটা বহু পুরাতন নিমগাছের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়া, প্রসন্ন এমন একটা ভাব করিল, যাহাতে রহস্যোদ্ধার করিতে সুবিমলের ব্যগ্রতা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গেল। সুবিমল মিনতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি জ্যাঠামশাই? ও-বাড়ীতে কিছু যেন একটা রহস্য আছে বলে' মনে হচ্ছে!"

প্রসন্ন উদাস দৃষ্টিতে, একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হস্তদ্বয়ের তালু দুইটি চিৎ করিয়া, গভীর ভাবাবেশে কহিল—"কি করে' বল্‌ব', বাবা! বড়লোক ওঁরা, ওঁদের সব শোভা পায়! গরীবের ঘরে এমন সব অনাচার হওয়া দূরে থাক্, কথা উঠ্‌লে পর্য্যন্ত জাতঃপাত হয়।—"

সুবিমল কথাটা শুনিয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। প্রসন্ন আড়-চোখে বন্ধুপুত্রের মুখের রেখাগুলির পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুবিমলের মনে ধীরে ধীরে একটা সংশয় শ্রাবণ আকাশের অকস্মাৎ ঘন ঘটার মত ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সুবিমল অত্যন্ত কৌতুহলী অথচ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কিচ্ছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, জেঠামশায়, একটু খোলসা করে বলুন্।"

প্রসন্ন এদিকে ওদিক একবার চাহিয়া, কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে কহিল—"তুমি ছেলে, উপযুক্ত হয়েচ'—তোমার না শোনাই ভালো, বাবা! জান না, জান না—বেশ আছ! জেনে শুধু মন খারাপ করা বৈত' নয়! দু'দিন কুটুমবাড়ী এসে তাদের কথা—"

সুবিমলের সন্দেহ যেন "পেয়েছি পেয়েছি" বলিতেছে, অথচ ধরিতে পারিতেছিল না। তাহার মাথার মধ্যে চম্‌ করিয়া রক্ত উঠিয়া, তাহাকে প্রবলবেগে যেন একটা ধাক্কা দিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এ আপনার গাছে তুলে দিয়ে, মই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, জেঠামশায়। যদি না-ই বল্‌তে পারেন, তা'হলে আমার কৌতুহল বাড়িয়ে দিয়ে মনে একটা সংশয় জাগিয়ে দেবারই বা আপনার কী প্রয়োজন ছিল? কোনো কথা না বল্‌লেই তো পারতেন!"

প্রসন্নর মুখ কাণ হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে ফস্‌ করিয়া কহিল—"তুমি কি আর এ সব বুঝ্‌চ না, বাবা? বাড়ীতে দেখ্‌লে না, মাষ্টারটাকে কী গো-বেড়েন দিয়েচে, ঐ খোট্টা চাকরটা? কেন?—অত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাক্‌লে, এমন খুন্‌-খারাপী তো হবেই!"

সুবিমল কঠিন ভাবে নিম্নোষ্ঠটিকে দংশন করিতে করিতে মাটির পানে চাহিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল, গত রাত্রির ঘটনা। সুবিমল অরুণাকে একটু সামান্য মাত্র ইঙ্গিত করাতেই অরুণার ভাবান্তর। মনে পড়িল, অরুণা ও তাহার মাতার তাহাকে অবহেলা এবং রাখালের প্রতি অত্যধিক অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ। মনে পড়িল, রাখালের কথা বলিতে অরুণার মুখে প্রেমভাবোচ্ছাসে রক্তিমাভার

সুস্পষ্ট বিকাশ। মনে পড়িল, রাখালের সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, অরুণার বিরক্তি। সুবিমলের মনের মেঘ কাটিয়া ক্রমশ অরুণোদয় হইতে লাগিল।

প্রসন্ন কহিল—"কাজটা করে' ফেলে' এখন সাধু সাজবার জন্মে ছোঁড়াটাকে বাড়ীতে তুলে, ডাক্তারসাহেবকে আনিয়ে ঘটা করে' চিকিচ্ছে করাচ্ছে, লোকের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা। কিন্তু গাঁ-সুদ্ধ লোকই তো জানে। এদের এমনি স্বভাব-চরিত্তির বলেই ওদের সঙ্গে আমাদের ভখ্যি-ভুজ্জ পর্য্যান্তও নেই।" কিঞ্চিৎ পরে আবার কহিল—"মাগীটা খুব খেলোয়াড় মেয়েমানুষ যা' হোক্—ওঃ—ও জজের বুদ্ধি ধরে। খুব চালাক! আর নষ্ট মেয়েরা সাধারণত চালাকই হয় বেশী। এর বুদ্ধিও আছে, টাকাও আছে! আর চাই কী?"

সুবিমল নীরবে সব শুনিতেছিল।

প্রসন্ন কহিল—"তা' হলে এস, বাবা, বিপিনবাবুর সঙ্গে একবার দেখাটা করে নেবে এস'। বেলা হচ্ছে, তিনি হয়ত আবার অন্দরে চলে' যাবেন—"

সুবিমলের গলা শুষ্ক, কহিল—"এ বেলা আর থাক্—ও-বেলা আমি আসব। ঐ বাড়ীটা তো?"

প্রসন্নর উদ্দেশ্য কতকটা সফল হইল। নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া সামান্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিল বটে, কিন্তু আসল যে ভয়, সেটি তাহার মনে যে দৃঢ় শিকড় গাড়িয়াছে, তাহা একটু নড়িল না! তবু ক্ষণিকের জন্যও তো একটু সান্ত্বনা পাইল। অন্তত একজন সাক্ষীও তো তৈরি হইল!

প্রসন্ন কহিল—"হাঁ বাবা, ঐ বাড়ী! বেলা একটু পড়্লেই যেন এসো! দু'টো দেশ-বিদেশের কথা শোনা যাবে! নিশ্চয় এসো!"

"আজ্ঞে হাঁ, নিশ্চয়ই আস্ব। আপনি থাক্বেন ত?"

"আমায় যখুনি খুঁজবে, বাবুদের বাড়ীতেই পাবে। কোথাও বড় যাই-টাই না তো—বাড়ী আর বিপিনের কাছে, এই আমার ঠাঁই। গাঁয়ে আর যাই-ই বা কোথা! ভদ্দর লোক তো আর কেউ নেই যে তার কাছে গিয়ে দু'দণ্ড বসব!—তুমি যেন এসো, বাবা! আমি বিপিনকে তোমার সব কথাই বলেচি!"

সুবিমল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া, চিন্তাকুল, ধীর পাদক্ষেপে গৃহপানে চলিল। প্রসন্ন কিয়ৎক্ষণ সুবিমলের পানে চাহিয়া থাকিয়া, বেশ প্রফুল্ল মনেই বিপিনের সন্ধানে গমন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রসন্নর কাছ হইতে বিদায় লইয়া সুবিমল প্রথমটা খুব জোরে জোরেই চলিতে লাগিল, কিন্তু খানিকটা আসিতেই তাহার গতি শ্লথ হইয়া পড়িল। তাহার মাথার মধ্যে কত কি সব চিন্তা চাক্‌-ভাঙ্গা মৌমাছির মত কেবলি বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। চিন্তাগুলির যেন সূত্র নাই, উদ্দেশ্য বা কারণও নাই—সবই টুক্‌রো, ছেঁড়া এবং অসংবদ্ধ—কিন্তু সেই-গুলোর সঙ্গেই তাহার অন্তরের কোমলতম স্থানের যেন কোথায় একটা নিগূঢ় যোগ আছে, যাহাতে আঘাত লাগিয়া সে হঠাৎ এমন বেদনাভারাতুর পড়িল, অথচ সে হইয়া ধরি ধরি করিয়াও সেটিকে ধরিতে পারিতেছিল না।

ক্ষুধা তৃষ্ণা বা প্রখরতর রৌদ্রের তাপে পর্য্যন্ত তাহার হুঁস ছিল না। তাহার অন্তরে কেবলি প্রশ্ন উঠিতেছিল, অরুণা কি সত্যই রাখালের প্রেমমুগ্ধ? বোধ হয়, সত্যই—না হইলে গ্রামবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রসন্ন—তাহার পিতার একজন অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু—কেন এমন অযাচিত মিথ্যা বলিবেন?

পশ্চাৎ হইতে নাথু আসিয়া কহিল—"এই যে দাদাবাবু—মাইজী তো একদম্ ঘাব্‌ড়া গিছেন—কেতো দেরী ভইল্ আপনাকে"

সুবিমল চমকিয়া উঠিল, কহিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেরী হয়েচে, না? আয়—"

বাড়ী ঢুকিতেই সৌদামিনী কহিলেন—"বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে, বাবা?"

সুবিমল বিলম্বের জন্য প্রথমটা থতমত খাইয়া, উত্তর দিল—"এই বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম—"

অরুণা রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কহিল—"পাড়া-গাঁ আর বুঝি কখনো দেখ' নাই, না সুবি-দা ? কেমন দেখলে ?"

সুবিমল কোনো উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, সৌদামিনী সুবিমলকে লইয়া দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের বারান্দায় বসাইয়া জোরে জোরে তাহার মাথায় পাখা করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী কহিতেছিলেন—"দেখ' দিকিন্, পাগলা ছেলের কাণ্ড ? এই কাঠ ফাটা রোদ্দুর, পথে জন-মানব নেই—মাথায় ছাতাটা পর্য্যন্ত নাই—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? অসুখ করবে যে, বাবা ? এ দেশে রোদ্দুর লেগে জ্বর হয়। এ সি-পি নয়—যে গ্রীষ্মকালে শরীর ভাল থাকে ! এ "বঙ্গ আমার, জননী আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ !"

সুবিমলের মনের গরম, বাহিরের এই ঠাণ্ডা হাওয়ায়, কতকটা চাপা পড়িলেও একেবারে কাটিল না ; তাহার উপর, অনভ্যস্ত এই রৌদ্রে তাহার মন ও শরীর দুইয়েরেই এখন এই সব হাস্য-পরিহাসে যোগ দিবার মত অবস্থা নয়। কাজেই মুখ দিয়া তাহার কোনো কথাই বাহির হইল না।

অরুণা কৌতুক-হাস্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরে কহিতে লাগিল—"মা, এমন সুন্দর গানের মানে করেছেন যে, বঙ্গই স্বর্গ অর্থাৎ বঙ্গে বাস করলে স্বর্গপ্রাপ্তির রাস্তাও সুগম হয়।"

সুবিমল তবুও কোনো কথা কহিল না, বা তাহার মুখের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না। অটল গাম্ভীর্য্যে, অন্যদিকে চাহিয়া চিন্তিত ভাবে সুবিমল গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিল।

সৌদামিনী বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ সুবিমলের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, কহিলেন—"ডাক্তার-সাহেব, তোমার সঙ্গে খাবেন বলে' প্রায় সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে' বসে' রইলেন। বাগ্‌সাহেব তোমার বাবার বিশেষ বন্ধু—"

সুবিমল সৌদামিনীর মুখপানে চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল —"ও, তিনি খেয়েচেন ?"

সৌদামিনী কহিলেন—"হাঁ, খেলেন বৈ কি! এই তো শুতে গেলেন! এতক্ষণ রাখালের কাছেই ছিলেন। রাখালের জ্ঞান হয়েচে —কথাও বলেচে—একটু দুধ খেয়ে রাখাল আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লো এখুনি—"

সুবিমল একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া, কহিল—"পেল্লাদ বেটা কোথা গেল ?" সুবিমল যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

সৌদামিনী কহিলেন—"সে রাখালকে বাতাস করচে। তা'কে খাইয়ে দাইয়ে ঐ ঘরে বসিয়ে রেখেচি।"

সুবিমল সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কৈ চানের জল—সে বেটা কি এখানে শ্বশুর- বাড়ী এসেচে ?"

সৌদামিনীর মুখখানি হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল, সুবিমলের কথাটায় তিনি আহত হইলেন। কহিলেন—"তাকে আমিই জোর ক'রে খাইয়ে বসিয়ে রেখেছি। তোমার জল টল সব ঠিক আছে, ঐ স্নানের ঘরে যাও—"

পশ্চিম ও দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের মধ্যেকার কোণে ছোট পাকা একটি স্নানঘর, সুবিমল স্নানাগারে প্রবেশ করিল।

সৌদামিনী আস্তে আস্তে পাখাখানি, দেওয়ালে একটি পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া, ডাকিলেন—"নাথু—"

নাথু আসিলে, কহিলেন—"স্নানঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাক'গে—বাবু যদি কিছু চান্, তো দিও।"

নাথু গিয়া রুদ্ধ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইল।

সৌদামিনী ম্লানমুখে পাকশালে ঢুকিলেন, অরুণা খাইবার জায়গা করিতে লাগিল।

আহারে বসিয়াও সুবিমলের বিশেষ কোনো ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, যদিও মাতা ও কন্যা অনর্গল কথা কহিয়া সুবিমলকে কিঞ্চিৎ চাঙ্গা করিতে চেষ্টা করিলেন।

সৌদামিনী সুবিমলের এই হঠাৎ-পরিবর্ত্তনের কোনো কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া, একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন; অরুণা ভাবিল, তাহার গত রাত্রের রূঢ় আচরণ। কাজেই সেই অপ্রিয় কথাটাকে চাপা দিবার জন্য অরুণা জোর করিয়া সুবিমলের সঙ্গে নানা হাস্য পরিহাসের অবতারণা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল ফলিল না দেখিয়া, হতাশভাবে মৌন ব্রত অবলম্বন করিল। রমণী-সুলভ অভিমানও যে ইহার মধ্যে ছিল না, তাহাও নয়।

সৌদামিনী বাড়ীর গৃহিনী, তাঁহার চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, যদিও এই দুই দিন দুই রাত্রির দুশ্চিন্তা পরিশ্রম ও অনিয়মে তাঁহার অনভ্যস্ত দেহ মন খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে অতিথির প্রীত্যর্থে জোর করিয়া প্রফুল্লতা আনিয়া, কথাবার্ত্তা কহিতেই হইতেছিল।

অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ এত অন্যমনস্ক কেনরে সুবি?"

জল খাইতে খাইতে গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া সুবিমল উত্তর দিল—"নাঃ—অন্যমনস্ক আবার কোথায় ?" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

সৌদামিনী ব্যথিত হইয়া কহিলেন—"এ কী ? উঠে পড়্লি যে ? ভাত পড়ে থাকল, ছানার পায়েসটা ছুঁলিও না, মাংস যেমন তেমনই পড়ে রইল—এ কী ? তোর কী হয়েছে ?"

আচমনে যাইতে যাইতে সুবিমল কহিল—"হবে আবার কি ?" কথাটার মধ্যে কথার অর্থ ছাড়া, আরও যে কি ছিল, সৌদামিনীর তাহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না।

একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, শুষ্ক ম্লান মুখে অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুবিমলের পাণ টান সব ঠিক আছে ত', অরুণ ?"

অরুণা মাতার মুখভাব দেখিয়া, তাঁহার অন্তরের ছবিটিও প্রত্যক্ষ করিল। মাকে সে চেনে। অরুণার চক্ষুও ছল ছল করিয়া উঠিল। কহিল—"হ্যাঁ, মা, আছে।"

"তবু একবার যা', দেখে আয়।" বলিয়া সৌদামিনী হেঁসেল সারিতে লাগিলেন।

অরুণা বলিল—"যাচ্ছি, তুমি এইবার স্নান কর্‌তে যাও, আমি হেঁসেল তুলে নাথু টাথুকে খেতে দিচ্ছি।"

গম্ভীর ভাবে সৌদামিনী কহিলেন—"আমি এ ল্যাঠা একেবারে মিটিয়েই দিই। তোকে তো আবার এখুনি বাগ্‌সাহেবের চা খাবার কর্‌তে হবে।—"

অরুণা সুবিমলের কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পাণ টান সব ঠিক পেয়েছ তো, সুবি-দা ?"

সুবিমল মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল—"পেয়েচি। থ্যাঙ্ক্‌স্‌।" বলিয়াই খুব ব্যস্ততা দেখাইয়া কামিজটা পরিতে লাগিল।

অরুণা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"সুবি দা, আমরা বাঙ্গালী মেয়ে, ইংরেজ নই, অন্তত পার্সীও নই। অত ইংরিজী ফিংরিজীর ধার ধারি না।"

সুবিমল কোনো উত্তর দিল না; অথচ এমন ব্যস্ততার ভাণ করিতে লাগিল যেন সে এখনি কোথাও বাহির হইবে।

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—"ওঃ—তুমি যে আজ দেখ্‌চি, খুব গম্ভীর হয়ে পড়্‌লে! ব্যাপার কী?"

সুবিমল গম্ভীরভাবে কহিল—"তা'তে আপত্তিকর কিছু আছে?"

অরুণা তাহার সহজ সুমধুর হাসিটি চাপিয়া, কহিল—"আপত্তিকর না হলেও, বিরক্তিকর—তাতে সন্দেহ নাই।"

ক্রোধকষায়িত নেত্রে সুবিমল অরুণার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মনের আসল কথাটি বলিতে ঠিক ভাষা তাহার মুখে জোগাইল না। সে বলিতে চাহে অনেক কথা, প্রকাশ করিতে চাহে অনেকখানি রাগ হিংসা দ্বেষ ও অভিমান, মিটাইতে চাহে প্রবল কামনা—কিন্তু স্পষ্ট কথায় কী করিয়া যে তাহা জানায়, সেই ভাষারই সে কাঙাল!

অরুণার দুষ্টামি আরও বাড়িল; নত নেত্রে ধীরে ধীরে কহিল—"হঠাৎ যদি কোন সুস্থ-মস্তিষ্কের লোক, গাছে উঠে লাফ্‌ মারে, লোকে তার মস্তিষ্কসম্বন্ধে যেমন সন্দিহান হয়, তেমনি হঠাৎ যদি কেউ স্বভাবোচিত প্রগল্‌ভতা ছেড়ে, মৌন ব্রত অবলম্বন করে, তা' হলে তার সম্বন্ধেও লোকে নানারূপ সন্দেহ করে থাকে।"

সুবিমল কোঁচান কাপড়ের কোঁচাটি খুলিয়া আবার কোঁচাইতে লাগিল। কহিল—"চালুনী ছুঁচের ছিদ্র না দেখে, নিজের দিকে নজর দিলে তার পরিণাম ভালই হয়।"

অরুণা আবার উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"সুবি-দা, তুমি আমার উপর না হয় রাগ করেচ বুঝলাম, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ভাল করে' কথা কইচ' না কেন বল দেখি? মা বড় দুঃখিত হয়েচেন তোমার উপর—ছিঃ,—তুমি কি এখনো ছেলেমানুষটি আছ?"

সুবিমলের সাজগোছ মায় জুতা পর্য্যন্ত পরা শেষ হইয়া গিয়াছে; প্রথমে বাহিরে যাইবার জন্য যতখানি ব্যস্ততা ছিল, ক্রমশঃ আর ততটা রহিল না। বিছানার উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল—"ছেলে মানুষ আর আমি কৈ বল? তোমাদের চোখে বুড়োই হয়ে পড়েচি!"

অরুণা কহিল—"অন্ততঃ, বালক তো নও! যাক্, মাকে ডেকে, মার সঙ্গে দু'টো ভাল করে কথা বলো—তাঁর মনটা খুশী হোক্।"

সুবিমল শ্লেষভরে কহিল—"আমার কথায় কি তোমাদের মন খুশী হয়? মন খুশী যার কথায় হয়, তার কথা তো শুনেচ।"

অরুণা ইঙ্গিতটি বুঝিল, কিন্তু কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখাইল না, যদিও ইহার পর, এই নির্ব্বোধ অসভ্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে ঘৃণায় তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহার মুখের প্রফুল্লোজ্জল দীপ্তিটুকু অকস্মাৎ ঝড়ে-নেভা দীপশিখার মত নিভিয়া গেল। কণ্ঠের সুমধুর স্বরলহরী তার-ছেঁড়া বেহালার মত কর্কশ হইয়া উঠিল। তবু অরুণা মনের এই তিক্ততা যতটা সম্ভব গোপন করিয়া, কহিল—"সুবি-দা,

আমি ছোট বোন্, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—তবু আমার একটা কথা মনে রেখো, ভবিষ্যতে কাজে লাগ্‌বে—"

রুক্ষভাবে সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

অরুণা কহিল—"মানুষ দুঃখ পায় নিজের বুদ্ধির দোষে আর অন্তরের ক্ষুদ্রতায়। বুদ্ধি আর অন্তরের প্রসার নিয়ে জন্মাতে হয়, অনুশীলনও করতে হয়।—মন্দ দেখেও সুখ হয়, যদি তার পেছনে ভালোর একটা বড় কল্পনা থাকে। কল্পনা পর্য্যন্ত যার কলুষিত, তার সুখ কোনো কালে হয় না।"

সুবিমল কর্কশ স্বরে কহিল—"অর্থাৎ আমার চেয়ে তোমাদের বুদ্ধি বেশী, অন্তরের প্রসারও বেশী। কল্পনাও ভাল। উত্তম।"

অরুণা কহিল—"একথা আমি বলি নি। তবে আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে—মন্দ কল্পনা করে' অকারণ দুঃখকে যে আমন্ত্রণ করে আনে, সে বড় দুর্ভাগ্য।"

"অরুণা, তোমাদের এ সব বড় বড় কথা বল্‌তে লজ্জা হয় না ?" —সুবিমলের কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের ?"

সুবিমল সজোরে পুনরুক্তি করিল—"হাঁ, তোমাদের। তোমার এবং তোমার মার।"

অরুণার মাথা ঘুরিয়া উঠিল ; অতি কষ্টে সে দুয়ারের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে ? তুমি যেন কি বল্‌তে চাচ্ছ, সুবি-দা—বল', কথা মনে রেখো না, তাতে কোনো ফল হবে না। বরং এ রকম আঁধারে ঢিল মারার চেয়ে, সোজাসুজি বোঝাপড়া হওয়া ভালো নয় কি ?"

সুবিমল বলি-বলি করিয়াও আসল কথাটি বলিতে পারিল না। কহিল—"তোমরা মনে কর্‌চ', আমি এম্‌নি একটা বোকা যে কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমি সব জানি, সব শুনিচি।"

অরুণা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কী শুনেছ?"

সুবিমল সশ্লেষে কহিল—"তুমি যা'—ঐ রাখালের সঙ্গে তোমার—"

অরুণা সেইখানে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল—"সুবি-দা—"

সুবিমল বাধা দিয়া কহিল—"আমি আজই চলে যেতাম, কিন্তু আজ যাব' না। আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।"

সৌদামিনী আসিয়া কহিলেন—"অরু, ডাক্তারসাহেবের চা' নিতে যে ওঁর বেয়ারা এসেচে! এখনও গল্প কর্‌চিস? যা—যা শীগ্‌গীর—যা'। দু'টো ষ্টোভ জেলে, একটায় একটু দুধ গরমও করিস্ মা, রাখালের জন্যে—রাখাল উঠেচে।"

অরুণা আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে যাইতে মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার খাওয়া হয়েচে, মা?"

—"মাংস ফাংস নেড়ে এ বেলা আর খেতে ইচ্ছে হল না! রাত্রে একবারেই খাব। তুই যা—যা—"

অরুণা মাতাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে উপক্রম করিবা-মাত্রই, সৌদামিনী তাহাকে দুধ গরম ও চা করিতে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

সৌদামিনী সুবিমলের ঘরের দুয়ারে তাহার সহিত কথা কহিতে বসিলেন, সুবিমল নীরবে গট্ গট্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

তেজস্বিনী সৌদামিনীর অন্তরে সত্য সত্যই এইবার একজন দানব

দেখা দিল, মুহূর্তের জন্য তাঁহার সমস্ত অন্তর-প্রসারিত হলাহল-সমুদ্র একবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহা ক্ষীরোদ-সাগরের সংস্পর্শে আসিয়া কোন অতলে তলাইয়া গেল।

সৌদামিনী সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া অরুণার কাছে বসিলেন। অরুণার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া বিস্মিত ভাবে ি জ্ঞাসা করিলেন—"কাঁদচিস্ কেন মা—"

অরুণা মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্ বল্ কাঁদচিস কেন মা—"

নাথু একখানি পত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, পত্রের লেখিকা—"তোমার দিদি, সুবির মা।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটা ঝোঁকের মাথায় বাটীর বাহিরে চলিয়া আসিয়া সুবিমলের খেয়াল হইল, কাজটা ভাল হয় নাই। অন্ততঃ সৌদামিনীর সহিত এরূপ উদ্ধত ও রূঢ় ব্যবহারটা নিতান্তই গর্হিত হইয়াছে। অরুণার সঙ্গে এমন করিলে, হয়ত বা মার্জ্জনীয় হইত—কারণ অরুণার সহিত তাহার অন্য সম্বন্ধ। বাল্যকালের খেলার সাথী, দিনরাত্রির সঙ্গী, বাঙ্গালী-বিহীন বিদেশে নিত্যসঙ্গ দিয়া এই ক্ষুদ্র বালিকাটি তাহার হৃদয়-মনে অনেকটা স্থান জুড়িয়া রাখিয়াছিল। ক্রমাগত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, ছাড়াছাড়ি হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অনেকটা ভুলিয়াও গিয়াছিল, সত্য—কিন্তু এ-ত সেই অরুণা। পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রীমণ্ডিত হইয়া অপরূপ রূপ-লাবণ্যে আজ আবার সে তাহারি সম্মুখে উপস্থিত। সুবিমলের মানসী এই অরুণার মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে! তাই প্রথম দর্শনাবধিই সুবিমল অরুণাকে চাহিতেছে একান্ত আপনার রূপে। সে যে অন্য কাহারও জন্য চিন্তা করিবে, কি সেবা করিবে, এ কল্পনাও সুবিমলের অসহ্য। দুর্দ্দমনীয় এই আকর্ষণে ইহারি মধ্যে সুবিমল মনে মনে এমনি একটি দুর্গ রচনা করিয়া ফেলিয়াছে, যে, সেখানে বসিয়া সে অরুণার উপর নিজের অসপত্ন অধিকার ও অবাধ শাসন চালাইতেও দ্বিধা বোধ করিতেছিল না! অথচ—

এতক্ষণ সে তলাইয়া ভাবে নাই। এইবার তাহার মনে পড়িল, সে মাত্র দুইদিনের অতিথি, যতই হউক্ ইহারা পর, এবং অরুণা এখনও

অবিবাহিতা—সুতরাং কিসের তাহার অধিকার? কাহার উপর সে জোর করিতে চায়? কেনই বা সে অকারণ ইহাদের কথা লইয়া মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছে?

নিজের ব্যথায় সে নিজেই ক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু যাহাদের বা যাহার জন্য এই ব্যথা, তাহারা তো ইহার কিছুই বুঝিতেছে না, বরং নিজের আনন্দে, নিজেরা বেশ সুখেই আছে। তবে কেন? সুবিমল জোর করিয়া সমস্ত চিন্তার বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

পথের বড় বট গাছটার তলায় ঝিরিঝিরি বাতাসে, একটু বসিল। পথও নির্জ্জন। প্রফুল্লতা প্রকাশ করিবার জন্য সুবিমল অনেকক্ষণ ধরিয়া জোর করিয়া শীস দিয়া গান করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল, কিন্তু নিদ্রিত শিশুকে জোর করিয়া জাগাইয়া বসাইয়া রাখিলেও সে যেমন বারম্বার ঢুলিয়া ঢুলিয়া শুইয়া পড়ে, সুবিমলের মনটিও তেমনি ভাবনার মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতে চাহিল, খুশী হইয়া শীস্ দিতে কিছুতেই রাজী হইল না। একবার ভাবিল, যতিপুর ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহাও পছন্দ হইল না। যতিপুর অপেক্ষা ক্ষীরগ্রামই তাহার এখন ভাল লাগিতেছে!

ভাবিল, বাড়ী ফিরিয়া গিয়া, সৌদামিনী ও অরুণার সঙ্গে পুনরায় আলাপ আলোচনা করিয়া এই বিশ্রী ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া দেয়; যদি তেমন কেহ কিছু বলে, অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেই সব মিটিয়া যাইবে। স্ত্রীলোক তো! ইহাদিগকে ভুলাইতে আর কি?

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, মনটা কতক হাল্কা হইল। সুবিমল আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকেই পা বাড়াইল; দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই

থমকিয়া দাঁড়াইল,—তাহার একটা লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, কী ভাবিতেছে ইহারা এতক্ষণ ?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সুবিমল কল্পনা করিল—মাতাপুত্রী দুইজনে এতক্ষণ তাহার সম্বন্ধে নানা অপ্রিয় আলোচনা করিতেছে, কত নিন্দা করিতেছে —হয়ত তাহারা চটিয়াছেও। এখন তাহাকে দেখিলে যদি হঠাৎ কোনো অপমানই করিয়া বসে ! স্থির করিল, কাজ নাই। ইহারা ঠাণ্ডা হউক্, আলোচনা শেষ হউক্—বরং একটু দেরী করিয়া গেলে এ ব্যাপারের শেষও হইয়া যাইতে পারে। আর এখনি সতেজে বাহির হইয়া, এখনিই আবার অপরাধীর মত সেই বাড়ীতে ঢোকাই বা যায় কি করিয়া ?

সুবিমল ঠিক করিল, কিছুক্ষণ পরেই যাইবে ও মনের কথা মনে চাপিয়া মুখে অন্য ভাবই দেখাইবে। সুযোগ পাইলে, অরুণাকে তাহার মনের কথা নিবেদন করিয়া তাহারও প্রকৃত মনোভাব জানিয়া লইয়া —যাহা কর্ত্তব্য, স্থির করিবে।

সুবিমল প্রসন্নর নির্দ্দেশমত, জমিদার বিপিনবাবুর বাড়ীর দিকেই অগ্রসর হইল।

ছোট ছোট লাল ইঁটের তৈরি পুরাতন দোতলা বাড়ী। ইঁটের মাঝে উপর-নীচে মসলা খ্বসিয়া গিয়া, অত্যধিক পাণ খাওয়ায় অশক্ত দন্ত-পংক্তির মত, ফাঁক। মাঝে মাঝে সেই ফাটলে অশ্বত্থ বট চিড়্‌চিড়ে গোয়ালঘষে তেঁতুল প্রভৃতি নানা গুল্ম-লতা জন্মগ্রহণ করিয়া, মার্চ্চেণ্ট আফিসের কেরানীর মত এই-আছে এই-নাই ভাবে কোনো রকমে দিন যাপন করিতেছে। মাথা-জোড়া টাকের চারি পাশে ঘাড়-ছাঁটা চুলের মত, বাড়ীর চারিপাশে নাতিউচ্চ নূতন তৈরি প্রাচীর,

মধ্যে অনেকটা জায়গা। পাশে কতকগুলি মরাই ও গোলা; একদিকে গগনচুম্বী খড়ের গাদা; এবং এলোমেলো অযত্নবর্দ্ধিত এখানে ওখানে আম. কাঁটাল, লিচু, পেয়ারা, কদ্‌বেল, জিউলী, নিম্, জাম্ প্রভৃতি বৃক্ষ-রাজি। একদিকে খানদুই গরুর গাড়ী, তাহার নিকটে তিনখানি ভাঙা চাকা বহুদিনাবধি রৌদ্রবৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করিয়া, নির্জ্জীব জাতির মত, নিষ্প্রয়োজনে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। অদূরে একখানি চালায় গোটাদুই গোযানের টপ্পর এবং একখানি অতি-পুরাতন রং-চটা পাল্কী। ফটকটি বেশ বড়ই, কোনকালে তাহাতে একটি যে কাঠের দুয়ার ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ ফটকের গায়ে সংলগ্ন হাঁস্‌কল-ডুমসিসহ অধুনালুপ্ত সেই দুয়ারের একটি পাশ অদ্যাপি ঝুলিতেছে। এখন কাঠের দুয়ারের পরি-বর্ত্তে দুইখানি বাঁশের চেরার চারিপাশে বাকারী ও মধ্যে কঞ্চি দিয়া বাঁধা একটি আগল, প্রধানত গরু ও ছাগলের প্রবেশনিষেধ জ্ঞাপন করিতেছে।

একটু ঠেলিতেই আগল খানি চেতাইয়া পড়িয়া ঝুলিতে লাগিল, সুবিমল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বৈঠকখানা হইতে একটা ডাবা হুঁকা হাতে প্রসন্ন ও তৎপশ্চাৎ বিপিনচন্দ্র বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুবি-মলকে অভ্যর্থনা করিল! সুবিমল নমস্কার করিয়া, ইঁহাদের অনুগমন করিয়া বিপিনবাবুর বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

বৈঠকখানাটি একতলা নূতন তৈরি, বসতবাটীরই সংলগ্ন। প্রশস্ত দুইটি কক্ষ, মূল বাটী ও এই নবনির্ম্মিত কক্ষ দুইটি পরস্পর দুয়ার দ্বারা সংযুক্ত। দুইখানি বড় বড় তক্তাপোষ জুড়িয়া, তদুপরি মাদুর ও ওয়াড়হীন তৈলাক্ত ছোট ছোট গুটি দুই তিন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বালিশে ফরাশ। এক কোণে তামাক, কয়লা, রেড়ীর তেলের প্রদীপ, তৈলাক্ত

দিয়াশলাই, চকমকি, পাথর, শোলা, তামাকের গুল, ভাঙা কলিকা; কয়েকটি ছোট বড় হুঁকার ঠেশে দেওয়ালের গাটি তামাকের ক্বাথের দাগে সুরঞ্জিত। দেওয়ালে কালীঘাটের বহু পুরাতন কয়েক খানি পট সিন্দুরবিন্দু শোভিত হইয়া ঝুলিতেছে। এক পাশে একটা বালি মাটির জলভরা কলসী ও তাহার পাশে পিতলের একটা ঘটি ও পিতলের এক গ্লাস; তক্তাপোষের নীচে, তামাক-কাটা একখানা দা', একটা কাঠ, চিটে-গুড়ের একটা হাঁড়ি, আলকাৎরার একটা তোবড়ান টিন্‌, লাঙ্গলের ফাল, বিদের কয়েকটি কাঁটা. বাবুইয়ের কিছু দড়ি এবং একটা মালুইয়ে কিঞ্চিৎ সরিষার তৈল ও একটা তৈল-রাখা খালি চোঙা। দেওয়ালের তাকে বহু সম্ভব অসম্ভব পদার্থ, মায় চারি বৎসর পূর্ব্বেকার একখানি বঙ্গবাসী কাগজ ও পুরাতন 'নূতন পঞ্জিকা'ও একখানি।

সুবিমল ঘরে ঢুকিয়াই একটা উৎকট ভাপ্‌সা গন্ধে প্রথমটা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কিয়ৎকাল বসিতেই ক্রমশঃ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেল, আর তেমন অস্বস্তি রহিল না।

প্রসন্ন পল্লবিত বাক্‌চাতুর্য্যে উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিয়া, কহিল —"তাই বাবাজীকে ডেকেছিলাম, আপনার কাছে এঁদের সব কেচ্ছা শোনবার জন্যে।"

বিপিন সুবিমলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া কহিল—"কি জানেন, সুবিমলবাবু, গাঁয়ের সব ঝকিই আমায় পোয়াতে হয় কি না? তাই বড় বিপদে পড়েচি। এখুনি থানা পুলিশ হাকিম সেপাই পিল্‌ পিল্‌ করে' সব এসে পড়বে—গাঁয়ের লোক পর্য্যন্ত উদ্বাস্ত হয়ে উঠ্‌বে এ কী শুক্‌নো দৈব বলুন্‌ তো?"

হঠাৎ সুবিমলের মনে পড়িল, সৌদামিনী এই বিপিনকে আসামী করিয়াই পুলিসকে পত্র দিয়াছে। সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার সঙ্গে ওঁদের কি কোনো বাদ-বিসম্বাদ আছে?"

প্রসন্ন কি বলিতে যাইতেছিল, বিপিন প্রসন্নকে বাধা দিয়া কহিল—"দাঁড়াও, দাঁড়াও—বকো' না। সুবিমলবাবু তো সব জানেন না, ওঁকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া বিপিন সুবিমলকে যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, মুহুরী-গিন্নি গ্রামে আসিয়াই, তাঁহার সহিত অরুণার বিবাহ-প্রস্তাব করেন; তিনি বিবাহিত, কাজেই তিনি বা তাঁহার মাতা ইহাতে রাজী না হওয়ায়, বিপিনকে ও তাহার মাতাকে সৌদামিনী নিজ গৃহে ডাকিয়া তাঁহাদের খোট্টা চাকর দিয়া বহু অপমান করান। শেষে ঐ কন্যার সহিত তাঁহার স্কুলের মাষ্টার রাখালের অবৈধ ঘনিষ্ঠতার কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, মুহুরীগৃহিণীই রাখালকে তাঁহাদের বাগানে প্রহার করাইয়া, বিপিনকে অপরাধী করাইবার ফিকিরে আপাতত নিযুক্ত আছেন।

সুবিমল চুপ করিয়া সব শুনিল, কিছু বলিল না। প্রসন্ন তামাক সাজিতে সাজিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাপধন, শুন্‌লে তো সাতকাণ্ড মহাভারত?"

সুবিমল কি বলিবে? ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শুনিল।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"আপনিও তো ওখানে রয়েছেন, বলুন না কেন, কি দেখ্‌চেন? আমাদের হিঁদুর ঘরে কি ঐ বিধবা? না, অত বড় চারটে ছেলের মার বয়েসী মেয়ে আইবুড়ো থাকে? এতে ধর্ম্মে পতিত হতে হয় না?"

প্রসন্ন কহিল—"তোমার বাবা একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, তিনি এ সব শুন্‌লে যে কী বল্‌বেন, আমি তাই ভাবচি!"

সুবিমল কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিল—"আপনাদের চোখে এঁদিকে অভদ্র ঠেকচে বটে, কিন্তু আসলে আপনারা যা মনে করেন, এঁরা আদপেই তা নন্।"

বিপিন কহিল—"সে কি?"

প্রসন্ন তাহার সহজ বক্র-হাসির সহিত সশ্লেষে কহিল—"বাবাজী কুটুম,তাতে নুন্ খেয়েচে—বাবাজী কি ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে?"

সুবিমলের অভিমানে আঘাত লাগিল, তবু মুখ ফুটিয়া পিতৃ-বন্ধুকে কিছু বলিতে পারিল না, যদিও মুখে-চোখে তাহার চাঞ্চল্য বেশ রীতিমতই ফুটিয়া উঠিল।

বিপিন বলিল—"আপনারা ওদের কুটুম্বই বা কিসের?"

সুবিমল কহিল—"না ও কুটুম্ব বা আত্মীয় ওঁরা আমাদের কিছুই নন্। তবে, বিলাসপুরে বহু দিন একত্রে বাস করার দরুণই আমাদের যা আত্মীয়তা।"

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"তা'হলে আপনি এখানে আর না থাকলেই ভাল হয়। শেষে, আপনার নামে আবার কিছু না রটায়—"

প্রসন্ন বিপিনকে অনুমোদন করিয়া কহিল—"তা'ও পারে—এমন ছেলে, রূপে, গুণে, ধনে, মানে—এ কাৎলা তুল্‌তে পার্‌লে কি ওরা ছাড়বে? আমার মনে হয় সেই মৎলবেই আছে ওরা।"

সুবিমল অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন ও প্রসন্ন তাহাদের বুদ্ধি সভ্যতা ও রুচি-অনুযায়ী তর্ক করিতে করিতে, এমন অশ্লীলতার স্তরে

আসিয়া দাঁড়াইল যে, সুবিমল আর সহ্য করিতে পারিল না। কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়াই কহিল—"আমি তা' হলে আসি। আপনারা এই ভদ্র-মহিলাদের সম্বন্ধে যদি এ ভাবে কথা কন—তা' হলে, এর মধ্যে আমি নেই। এই সব শোনাবার জন্যেই কি আমায় এখানে ডেকেছিলেন আপনি ?"

বিপিনের উৎসাহ বাধা পাইয়া দমিয়া গেল ; মুখ কাঁচুমাচু করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কিন্তু প্রসন্ন দমিবার পাত্র নহে। প্রসন্ন কহিল—"সত্যি কথা, বাবা, এ বল্‌তে আর দোষ কি ? তবে তুমি যদি না শুন্‌তে চাও তো, বল্‌ব না! তুমি আমাদের আপনার লোক—তোমায় কেউ কিছু বল্‌বে, এ তো আর আমরা সহ্য করতে পার্‌ব না!"

সুবিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুক্ষভাবেই কহিল—"বল্‌তে তো আপ-নারাই বল্‌চেন্ সব! বেশ বুঝতে পারচি, এ সব বলার মূলে আছেন আপনারাই দু' জন!"

বিপিন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ; কিন্তু প্রসন্ন তাহাকে সুবিমলের অগোচরে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে একটা ইঙ্গিত করিয়া, পট্ করিয়া উচ্চ হাস্যের এমন এক অভিনয় করিল যে, অন্য দুইজন চমকিয়া উঠিল। প্রসন্ন কহিল —"ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ আর কা'কে বলে! বিয়ে পাশ করে' শেষ পরীক্ষা দিয়ে বিদ্বান্ হলে কি হয়, বয়েস যাবে কোথা ? হাঃ হাঃ—"

সুবিমল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, কহিল—"দেখুন্ বিপিনবাবু, প্রসন্নবাবুর কথা আমি ধর্‌চি না—ইনি "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্" বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এই ব্যাপারে আপনারও একটা দুরভিসন্ধি বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে"—

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"কী? তা'হলে আপনি আমার কথা সব বিশ্বাস করচেন্ না?"

সুবিমলের মনে সৌদামিনীর চিঠির কথাই জাগিতেছিল, কহিল—"না, কর্‌চি না!"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, বাপধন?"

সুবিমল কহিল—"কেন না, আপনারা যাঁদের নামে এত কথা বল্‌চেন, তাঁরা তো কৈ এই দুদিনে আপনাদের সম্বন্ধে কোনো কথাই আমায় বলেন নাই? আব তাঁরা এমন নন্‌ও।"

প্রসন্ন কহিল—"তার কারণ, তাঁদেব বল্‌বার কিছুই নাই।"

"কিম্বা, তাঁরা এতই মহৎ যে, আপনাদের মত কীটপতঙ্গকে নিয়ে, এমন মাথাই ঘামান্ না!" বলিতে বলিতে সুবিমল পট-পট করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বিস্মিত বিমূঢ় ভাবে বিপিন ও প্রসন্ন পরস্পব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অরুণা নত নয়নে ডাক্তারসাহেবের জন্ম চা ও খাবারই করিতেছিল, মাতার মুখপানে চাহে নাই, তাই লক্ষ্য করে নাই—সৌদামিনীর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে পত্র পাঠের সময়ে, শ্রাবণের ঘন মেঘাবৃত আকাশে উদীয়মান্ সূর্য্যের আলোক-রশ্মির মত প্রসন্নোজ্জ্বল হাস্যের রেখাপাত হইতেছিল। সৌদামিনী তন্ময়ভাবে একাধিকবার পত্রখানি পড়িয়া, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন—"সুবি, কোথা গেলরে অরু? এখনো চা খেতে এল না?" উত্তর না পাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, অরুণা নাই। বুঝিলেন, বাগ-সাহেবকে চা দিতে গিয়াছে।

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, তিনিও বাগ্‌সাহেবের তাম্বুতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বাগ্‌সাহেবের সম্মুখোপবিষ্টা নতনেত্রা অরুণাকে তিনি কহিতেছেন—"কী বল্‌ব' তুই বেটি বামুণের মেয়ে! তা' নৈলে, বেটি, তোকে আমি আমার মা' করে' ঘরে নিয়ে যেতামই—আমি শৈশবে মাতৃহীন—আসুন্, আসুন্—মিসেস্ মুহুরী—আপনার মেয়ের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কচ্ছিলুম্—" বলিয়া বাগ্‌সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া, একখানা চেয়ার আগাইয়া দিলেন। সৌদামিনী বসিলেন। বিবাহের কথায় লজ্জায় অরুণার রাঙা মুখ, জ্বলন্ত কয়লার মত আরক্ত ও তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কপালের বিন্দু বিন্দু স্বেদকণাগুলি অনাগত শুভদিনের চন্দন-লেখার কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

মাতাকে দেখিয়া অরুণা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। কথাটা চাপা দিবার জন্য কহিল—"আর এক পেয়ালা চা' ঢালি?"

সৌদামিনী কহিলেন—"কতক গুলো চা' না খাইয়ে, আর কয়েকটা সন্দেশ এনে দাও, মা।"

বাগ্ সাহেব হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"আপনারা ডাক্তারকে পর্য্যন্ত শেষে রোগী না বানিয়ে ছাড়্বেন্ না, দেখ্ চি!"

অরুণা সন্দেশ আনিতে ছুটিল। সৌদামিনী ডাক্তার সাহেবকে সুবির মার পত্রখানি দিয়া, কহিলেন—"এই চিঠিখানা একবার পড়ুন্—ডাঃ বাগ্।"

ডাঃ বাগ্ পত্রখানি পড়িয়া, পরম উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—"এ তো উত্তম প্রস্তাব, মিসেস্ মুহুরী! এতে আর চিন্তা কর্‌বার কী আছে? শ্রীগোপাল বাবুর মত ভদ্রলোক—"

অরুণা সন্দেশ লইয়া আসিতেই, সৌদামিনী ঘননাথকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, তিনিও মধ্যপথে থামিয়া গিয়া অপ্রতিভ ভাবে অরুণার পানে চাহিয়া কহিলেন—"এই যে—মাঠাকৃরুণ্ আমার, সন্দেশ নিয়ে এসে পড়েছেন এরি মধ্যে—"

ডাক্তার সাহেবের চা-পান শেষ হইলে, নাথু টেবিলটি পরিস্কার করিয়া গেল। সৌদামিনী কহিলেন—"অরু, এইবার রাখালকে একটু দুধ খাইয়ে দাও গে, আমি আস্‌চি। হাঁ, সুবির চায়ের সব বন্দোবস্ত ঠিক করে' রেখো, যেন দেরী না হয়, এলেই দেওয়া হয়।"

অরুণা চলিয়া গেল। ডাঃ বাগ কহিলেন—"হাঁ, যা' বল্‌ছিলাম, শ্রীগোপাল বাবুর মত ভদ্রলোক আমি খুব কমই দেখেছি—আমার মনে

হয়, এ সম্বন্ধ যত শীঘ্র হয়, পাকাপাকি করে' ফেলে এই আষাঢ় মাসেই লাগিয়ে দিন্। মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ—"বলিয়া আপনার আনন্দে ঘননাথ আপনিই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

সৌদামিনী কহিলেন—"আমারও তাই ইচ্ছা, ডাঃ বাগ্। তবে মেয়ের মতামতটা জানাও তো দরকার—বিশেষ মেয়ে বড় হয়েচে, যা' হোক্ একটু আধটু লেখাপড়াও করেচে, একটু ভাবতে চিন্তুতেও শিখেছে—"

ডাক্তারসাহেব সজোরে কহিলেন—"আমার মা লক্ষ্মী—তো মা লক্ষ্মী ঠাকুরুণই সাক্ষাৎ। তা' ওঁর যে তেমন কোনো আপত্তি হবে, তাও তো মনে হয় না। সুবিমল ছেলেটিও বেশ!"

সৌদামিনী কহিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, উপর তো বেশই—ভেতরটাও এম্নি বেশ হওয়া চাই তো!"

বাগ্ মহাশয় দ্বিধাহীন নিঃশঙ্কভাবে কহিলেন—"না, সে সব ঠিকই আছে। সুবিমল খুব ভাল ছেলে, আমাদের শিশিরের বিশেষ বন্ধু—"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"শিশির কে?"

বাগ্সাহেব একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন—"ওঃ, শিশির আমারই ছেলে। সে-ও এবার এম্-এস্-সি পড়্চে কল্কাতায়, ঐ একই বয়সী।"

সৌদামিনী বাগ্সাহেবের সরলতায় মুগ্ধ না হইয়া পারিলেন না; কিন্তু সুবিমলের সম্বন্ধে তাঁহার মনটা তবুও একান্ত ভাবে সাড়া দিল না। সুবিমলের ঔদ্ধত্য ও দুর্বিনীত ব্যবহার তিনি কিছুতেই মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার একমাত্র আশঙ্কা, বড় আদরের

অরুণাকে সে যদি এমনি করিয়া বিনা দোষে মনোকষ্ট দেয় ? তিনি ধনবান্ কামনা করেন না, কারণ তাঁহারি বিপুল ধনের মালিক হইবে, জামাতাই। তিনি চাহেন, একজন স্বাস্থ্যবান্, সচ্চরিত্র, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান।

ডাক্তারসাহেব সৌদামিনীকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া, কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি সুবিমলের সম্বন্ধে অন্য কোনো রকম ধারণা আছে, মিসেস্ মুহুরী ? তা' যদি হয়, তা' হলে আপনি আমায় অনায়াসে সব খোলাসা করে বল্‌তে পারেন, আমি সে বিষয়ে তদন্ত করে' আপনাকে জানাব।"

সৌদামিনী অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—"না, না, ডাঃ বাগ, সে রকম কিছু না। তবে আজকালকার ছেলেদিকে বোঝা ভার কিনা—তাই—তাই একটু খোঁজ খবর—"

বাগ্-সাহেব হাসিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা দোলাইতে দোলাইতে কহিলেন —"তা' বটে, মিসেস্ মুহুরী, আপনি যা' বলেছেন, তা' মিছে নয়। আজ কাল ছেলেরা একটু যেন কেমন! ঠিক পুরাকালের ছেলেদের মত নয়—হাঁ—হাঁ—আপনি ঠিক ধরেচেন্—"

ডাঃ বাগের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। সে-কালের বিবাহ কিরূপে হইত, তাহাই তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে জানেন। এ-কালের ছোক্‌রাদের বিবাহ সম্বন্ধে মতিগতির বিষয় তিনি কখনো চিন্তাও করেন নাই, জানেনও না কিছুই। একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রাখিয়া বাগ-গৃহিনী আজ ১৭ বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তিনিও সেই অবধি বিপত্নীক। বহুদিন ঘরে একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন, ছেলেমেয়ে দু'টিকে তিনিই মানুষ করিয়াছেন! মেয়েটি বড়,মেয়ের বিবাহ হইয়াছে, মেয়ে এখন জনৈক

মুন্সেফের গৃহিনী। সে এখন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে—বুড়া বাপের সংবাদও বড় একটা লয় না। ছেলে কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে—ছুটিতে বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসে। সংসারের ভার ছিল ছোট ভগিনীটির উপর—কিন্তু তিনিও আজ তিন বৎসর হইল, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাগ্‌সাহেব যে একা, সেই একাই।

বাগ্ সাহেবের নিয়মিত সরকারী কার্য্যের উপর, উপরি-কাজ ছিল, সকালে খবরের কাগজে রাজনৈতিক খবর পড়া এবং অনিয়মিত ভাবে ডাক্তারি বই পড়া ও দিবারাত্র নূতন নূতন চিকিৎসা-প্রণালী উদ্ভাবন করা। বহু বিদেশী ডাক্তারী কাগজের তিনি ছিলেন গ্রাহক এবং বহু খাতায় লিপিবদ্ধ থাকিত তাঁহার নব নব গবেষণা। মাঝে মাঝে তাঁহার বন্ধুরা সেই সব লেখা মাসিক পত্রে বা পুস্তকাকারে ছাপিতে অনুরোধ করিত, কিন্তু তিনি অতি-বিনয়ে সে সব কথা উচ্চহাস্যে উড়াইয়া দিতেন।

লোকজনকে খাওয়াইতেও তিনি খুব ভাল বাসিতেন; কাজেই ডাক্তারসাহেবের বাসায় খানাপিনা, যেখানেই তিনি থাকিতেন, লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার আর সখ ছিল তিনটি জিনিযে:—সাহেবীতে, কুকুরে ও পাখীতে। তাঁহার গৃহে মোট ২৬।২৭টি পাখী এবং ৮।১০টি দামী কুকুরেরও নিত্যসেবা ছিল।

একটা জিনিযে ছিল বাগ্ সাহেবের দারুণ বিতৃষ্ণা। সেটি—তিনি কোনো বিবাহে কখনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, কিম্বা কোনো বিবাহ সভাতেও তাঁহাকে এই ১৭ বৎসরের মধ্যে কেহ কখনও লইয়া যাইতে পারে নাই। এমন কি, নিজের কন্যার বিবাহেও তিনি

উপস্থিত ছিলেন না। ভগিনী ও বন্ধুবান্ধবের উপর সব ভার দিয়া তিনি সেই সময় দার্জ্জিলিং চলিয়া যান। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—উচ্চহাস্য করিয়া তিনি শুধু হাসিতেন, ঘাড় নাড়িতেন এবং কি যেন চিন্তা করিতেন, কখনও কোনো উত্তর দেন নাই। লোকে এই একটা বিষয় লইয়া ঘননাথ বাগ সম্বন্ধে, কত কি বলিত, তিনি শুনিয়া পরমানন্দে হাসিতেনই; যতই অপ্রিয় মন্তব্য হউক্ না কেন, এ বিষয় লইয়া কখনো কোনো বাদ-প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতেন না। সকলে অবাক্ হইত।

টাকা পয়সার সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন্। লোকে ডাকুক্ বা না ডাকুক্, বিশেষ শক্ত ব্যারাম শুনিলেই, তিনি রোগীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইতেন ও চিকিৎসা করিতেন। দরিদ্রদিগকে ঔষধ পথ্য দিয়াও তিনি চিকিৎসা করিতেন। টাকা পয়সা যে যাহা দিত, হাসি মুখেই লইতেন এবং সকলের সঙ্গেই যেন বহু-পরিচিত, এমনি ভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার করিতেন।

ডাক্তার সাহেব হঠাৎ চিন্তিত হইয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া, কহিলেন—"খোঁজ খবর অবশ্য দরকার। হাঁ, একটা ভাল জ্যোতিষীকে দিয়ে দু'জনের ঠিকুজী কোষ্ঠীর মিলটাও ভাল করে' দেখিয়ে নেবেন।—এটাও বিশেষ, কিনা, খুব দরকারী—"

তাঁহার সন্দেহটি যে ডাক্তারসাহেব ধরিতে পারেন নাই, এ জন্য সৌদামিনী মনে মনে খুশী হইলেন। কথাটাও অন্য স্রোতে বহিল, তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কহিলেন—"আপনি ঠিকুজী কোষ্ঠী বিশ্বাস করেন, ডাঃ বাগ্?—"

ডাঃ বাগ্ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয় করি। "বিবাহ জীবন-মৃত্যুর সম্বন্ধ—স্বামী-স্ত্রী জন্ম-জন্ম স্বামী-স্ত্রী রূপেই জন্মায়, মরে আবার তারাই ফিরে আসে। এক স্বামী—আর এক স্ত্রী! দুই স্ত্রী বা দুই স্বামী আমি কল্পনাই করতে পারি না। বিবাহ হউক বা নাই হউক—আমি মনে করি, এ ব্যভিচার। বিবাহ-বিধিবদ্ধ এই ব্যভিচার সাধারণ ব্যভিচারের মতই দুর্নীতিমূলক এবং ঘৃণ্য। মানুষের আইন মানুষের মুখ চেয়ে, কিন্তু ঈশ্বরের আইন বিরাট অখণ্ড মানবতার জন্যে। মানুষের অন্ধ স্বার্থ মানবতাকে যদি নীচে টেনে আনে, তাহলে সে-মানুষের সমাজকে আমি দূর থেকে গড় করি।" বলিতে বলিতে বাগ্ সাহেবের মুখ উদ্দীপ্ত ও মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সৌদামিনী বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ও পুলকে চমকিয়া উঠিয়া, ডাঃ বাগের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া দরজার বাহিরে অনন্ত দিক-সীমায় কোথায় কি যেন সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন —"তা' হলে' হিন্দু সমাজে পুরুষের বহু-বিবাহ আর নারীর এক-বিবাহ কেন? আর অহিন্দু সমাজেই বা রমণীর পত্যন্তর-গ্রহণের রীতি কি জন্য?"

ডাঃ বাগ্ বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া, সৌদামিনীর দিকে চেয়ার ঘুরাইয়া বসিয়া, তেমনি উত্তেজিত ভাবেই কহিলেন—"এ সব যে রীতি নীতি, এগুলি মানুষের প্রবণতাতে ইন্ধন যোগাতে ঠিক না হলেও, সমাজ সংরক্ষণের দিক দিয়ে বিশেষ দরকারী। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে আছে, পুরুষের ইচ্ছা বহুমুখী আর রমনীর ইচ্ছা স্বভাবতই একমুখী। এ ছেড়ে

দিলেও, স্ত্রী-লোকের একমাত্র কামনাই হচ্ছে মাতৃত্বলাভ—কিন্তু পুরুষের মনোভাব একেবারেই তার বিপরীত। পুরুষ রমনীকে চায় বিলাস দ্রব্য রূপে, কাজেই সে কাজ কোনো পুরুষের একজন রমনীর দ্বারা চিরদিন কখনই মেটে না; কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষকে চায়—তার আশ্রয়রূপে এবং তার সহজ মাতৃত্বের ক্ষুন্নিবৃত্তিকল্পে, যে জন্যে একজন সক্ষম পুরুষই তার পক্ষে যথেষ্ট।"

বাগ্ সাহেব থামিয়া সৌদামিনীর পানে চাহিয়া রহিলেন। সৌদামিনী নির্ব্বাক্, ভাবিতেছিলেন, এই ব্যক্তিকে লোকে সাহেব বলিয়া বিদ্রূপ করে?

ডাক্তারসাহেব কহিলেন—"আচ্ছা, আরও সহজ করে' বুঝিয়ে দিচ্ছি। পুরুষ চায় পেতে, কাজেই তার পাবার কামনার শেষ হয় না। আর নারী চায় দিতে—যাকে প্রথম পায়, তাকে দিয়েই সে রিক্ত হয়; অন্যকে দেবার তার আর কিছু থাকে না, তাই অন্য ব্যক্তিও সে চায় না। কাজেই হিন্দু ঋষিরা পুরুষের বহু-বিবাহে মত দিয়েছেন, যদিও পুরুষের পক্ষে এটা অমার্জ্জনীয় পাপ আমি মনে করি।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমার্জ্জনীয় কেন? অশাস্ত্রীয় যখন নয়, বিজ্ঞানানুমোদিত এবং স্বাভাবিক বৃত্তিই যখন পুরুষের এই—তখন তা' করলে অমার্জ্জনীয় পাপ হবে কেন? বরঞ্চ না করাটাই অস্বাভাবিক, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।"

বাগ্ সাহেব কহিলেন—"এইখানে মানুষের ও পশুর সীমা-রেখা, মিসেস্ মুহুরী।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসুভাবে ঘননাথের মুখপানে চাহিলেন। ডাক্তার

সাহেব কহিলেন—"পশুই সংস্কারের অন্ধ ভক্ত, মানুষ তা' নয়। মানুষের বুদ্ধি বিচার ভূয়োদর্শন অভিজ্ঞতা দূরদৃষ্টি কাণ্ডজ্ঞান, পরোপকার, বিশ্বাস আত্মোৎকর্ষ, প্রভৃতি বহু প্রকার ভাল ভাল চিত্তবৃত্তি আছে, যাতে করে স্রষ্টার এই অনাদি অনন্ত সৃষ্টিতেও সে নিত্য নব নব রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের পরম-রমনীয় সৃষ্টি কর্‌চে, যা' পরমেশ্বরেরও পরমবাঞ্ছিত! স্রষ্টা সৃষ্টি করেচেন, মানুষ সেই সৃষ্টিতে প্রাণ-সঞ্চার করেচে—সৃষ্টিতে রূপ রস গন্ধ দিয়ে তা' উপভোগ্য করেচে! মানুষ যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি! এমন যে মানুষ তার সংযম থাক্‌বে না? সে এই সামান্য বিচারটা কর্‌বে না? তুচ্ছ জিনিষকে মানুষ এত সুন্দর করে, আর স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ—এত বড় একটা ব্যাপার—তাকে সুন্দর কর্‌তে একটু সংযম, এতটুকু ত্যাগ, এতটুকু কষ্ট কর্‌বে না? তা' যদি না করে, তাহ'লে মানুষে আর পশুতে তবে প্রভেদ কোথায়?"

অনির্ব্বচনীয় পুলকে সৌদামিনীর অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাগ্‌ সাহেবের রুদ্ধ উৎসাহ খুলিয়া গিয়াছে, তিনি কহিয়া যাইতে লাগিলেন—"এই ধরুন্, পৃথিবীতে সব আছে—মানুষ যেখানে যা' পাওয়া যায় আহরণ করে এনে, সুখে ঘর বাড়ী বেঁধে, লোকজন রেখে, থাকে, খায়, খাওয়ায়; কিন্তু পশুরা তা' পারে না; অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তারা এই মানুষেরই দ্বারস্থ হ'য়ে পড়ে রয়েচে! পশুকে আমরা পুষি, কিন্তু মানুষকে ভালবাসার মত, তাকে ভালবাসি কি? অনুকম্পা করি—কেবল বলি, আহা—পশু।"

একটু থামিয়া কহিলেন—"তেমনি, যে মানুষ আত্মসুখের জন্যে কেবলি পরের দ্বারস্থ হয়, তাকেও আমি এই পশুপর্য্যায়ভুক্তই মনে করি।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সৌদামিনীর হুঁস্ নাই। অরুণা আসিয়া ডাকিল—"মা, হাত পা ধোর গে—সন্ধ্যে—"

সৌদামিনী অরুণাকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল —"এই যে মা, যাই-যাই! ডাক্তার সাহেবের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে, সব ভুলে গিয়েছিলাম!"

ডাক্তারসাহেব উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"আপনাকে দেখে কেবল আমার ছোট বোনটির কথাই মনে পড়্‌চে—তাই আপনার সঙ্গে অনেক টা বাচালতা করে ফেল্‌লাম—কিছু মনে—"

সৌদামিনী বাধা দিয়া কহিলেন—"ছি ছি, ডাঃ বাগ্—আমার আপনি দাদা যদি, তবে ছোট বোনের কাছে, আপনার এ নৌকুতো কেন?—"

হো হো করিয়া হাসিয়া ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"ঠিক বলেচ দিদি, আমায় ঠকিয়েচ। আর বল্‌ব না—তবে তোমার দাদা একটু বকে বেশী, সেটা ধরো না।"

"সে কি কথা? আপনার মত কথা ক'জন বল্‌তে পারে? তা' হলে আমি এখন একবার আসি—"বলিয়া সৌদামিনী পা' বাড়াইলেন; ডাঃ বাগ্ কহিলেন—"এস, বোন্ এস, আমি একবার রাখালকে দেখে আসি।" ডাক্তারসাহেব রাখালের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

সুবিমল কখন আসিয়া চুপে চুপে যে তাহার ঘরে ঢুকিয়া ঘুমাইয়াছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। অরুণা সুবিমলের বিছানা পাতিতে গিয়া দেখিল, সুবিমল নিদ্রাভঙ্গে কেবল জাগিতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই, সুবিমল কোমল কণ্ঠে ডাকিল—"অরুণ—"

অরুণা নীরবে দুয়ারে দাঁড়াইল, কোনো উত্তর দিল না।

সুবিমল বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার উপর রাগ করেচ, লক্ষ্মীটি ?"

অরুণা নত মুখ আরও নামাইল।

সুবিমল আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন। অন্ধকারের অঞ্চলাগ্রে চাবির রিংয়ের মৃদু ঝঙ্কারের মত, মশার গুঞ্জন ধ্বনিয়া উঠিল।

সুবিমল এত নিকটে দাঁড়াইয়াছিল যে, অরুণা তাহার নিঃশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেছিল। সুবিমল নির্ব্বাক্, অরুণাও নীরব। কিন্তু এ ভাবে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে মা কিছু মনে করেন, ভাবিয়া অরুণা সুবিমলের মুখের পানে না চাহিয়াই কহিল—"তুমি বস', সুবি-দা!—আমি তোমার চা খাবার নিয়ে আসি।"

বলিয়াই অরুণা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সুবিমল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, দুয়ারের চৌকাঠে ঠেস্ দিয়া ভালো করিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে গিয়া বসিল না।

সৌদামিনী ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ দিয়া ফিরিতেছিলেন। সুবিমলকে এইরূপ ম্লান মুখে নীরবে একা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন করে' এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে সুবি? মুখখানা শুকিয়ে গেছে—চোখ দুটো ফুলো-ফুলো—"

জোর করিয়া প্রফুল্লতার ভাণ দেখাইয়া সুবিমল কহিল—"এই তো ঘুমিয়ে উঠ্‌চি কাকী মা!"

"চা—টা—খাওয়া—"

"অরু আন্‌তে গেছে!"

"আচ্ছা, চা' খা'—তারপর তোর সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে। আমি আস্‌চি! দেখিস্‌ বাবা, আবার যেন ভোঁৎ করে' কোথাও পালাস্‌ নি।"

সৌদামিনী চলিয়া গেলেন। অরুণা চা ও খাবার লইয়া আসিল, প্রহ্লাদ দুইটি লণ্ঠন আনিয়া, একটি বারান্দায় ও অন্যটি ঘরের মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

চা-পান সমাধা করিয়া, এলোমেলো বিছানার উপর বসিয়া, সিগারেট ধরাইয়া, সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল—"আজ যে তুমি বড় গম্ভীর, অরু? ব্যাপার কি?"

অরুণা মেঝেয় দাঁড়াইয়াছিল, কহিল—"গম্ভীর তো তুমিই! দুপুর বেলা তোমায় কথা কওয়াতে কি আমরা কম খোসামুদী করেচি? মনে নাই?"

—"ওঃ, তাই বুঝি রাগ করেচ?"

অরুণা ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"নাঃ, রাগ তোমার উপর কর্‌ব কেন? তবে তোমার কাজটা বড় ভাল হয় নাই।"

সুবিমলও বুঝিয়াছে, কাজটা ভাল হয় নাই। কোমল ভাবে কহিল —"কাজটা ভাল হয় নাই, সেটা আমিও যে না বুঝ্‌চি, তা নয়—তবে কি জান' অরু, সময় তো আর লোকের মেজাজ ঠিক থাকে না—"

"কেন, হঠাৎ মেজাজ বেঠিক হবার কি কারণ ঘটেছিল?"

সুবিমল কহিল—"তা' কি ঘটে না? সব্বারি মেজাজ কি এক রকম?"

অরুণা কহিল—"মেজাজ সবারি এক রকম নয় বটে, কিন্তু মেজাজ প্রকাশের একটা তারতম্য আছে তো?"

সুবিমল মনে মনে, ঠিক করিয়াছে, আর ইহাদের মনে ব্যথা দিবে না। ইহারা পর। এখন অরুণাকে সে বুঝিবে, তাহার মনের কথা শুনিবে ও তাহার নিজের মনের কথা তাহাকে জানাইবে। প্রসন্ন মুখুয্যে ও বিপিনের ইঙ্গিতগুলি, ভোজের বাড়ীতে হাংলা কুকুরের দলের মত কেবলি আসিয়া জড়ো হইতেছিল; সুবিমল তাহাদিগকে যতই খেদায়, তাহারা ততই আসে।

সুবিমল কহিল—"যদি তোমাদিকে তার জন্যে কোনো ব্যথা দিয়ে থাকি, তা' হলে মাপ্ করো—"

অরুণা হাসিয়া ফেলিল, কহিল—"ছি, সুবি-দা, আমি তোমার ছোট বোন্—আমায় কি ঐ কথা বল্‌তে আছে?"

সুবিমলের কথাটা পছন্দ হইল না, নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, বল্‌তে নাই কেন?"

অরুণা সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভরতার সহিত কহিল—"তুমি যে বড় দাদা, আমি ছোট বোন্—"

সুবিমল কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে কহিল—"তোর মাথা আর তোর মুণ্ডু!"

অরুণা বিস্মিত হইয়া সুবিমলের পানে চাহিল। সুবিমল বলিল—"আরে, দাদা—দাদা—কর্‌চিস্—আমরা তো আর সত্যিকারের ভাই বোন্ নই? এ দাদা-টাদা পাতানো সম্বন্ধ বই তো নয়।"

অরুণা একটু আহত হইল। কহিল—"পাতানো হলেও, সম্বন্ধ তো! আমি তো তোমায় আত্মীয় বলেই জানি—তুমি যদি এখন তা' না ধরো!"

সুবিমল কহিল—“যে সম্বন্ধে কোনো প্রাণের যোগ নেই, সে সম্বন্ধ সম্বন্ধই নয়।”

অরুণা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল—“তা’ হলে আমি যে বোন্, মা যে কাকীমা—এ যে বলচ,’ এ সব তবে কি মিছে কথা?”

সুবিমল কহিল—“মিছে না হলেও, সত্যি তো নয়। এ একটা ডাক্‌বার নাম—যেমন তোমার নাম অরুণা, আমার নাম সুবিমল।”

অরুণা চিন্তাকুল হইয়া কিঞ্চিৎ নীরব রহিল। সুবিমল কহিল—“কিন্তু সত্যিকারের বাপ মা ভাই বোন্ কি—কি—ঐ—মনে কর’—ধর’—”

সুবিমলের জড়তা ও আম্‌তা-আম্‌তা ভাব লক্ষ্য করিয়া, অরুণা সুবিমলের মুখের পানে জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিল; সুবিমল কহিতে লাগিল—“মনে কর’—ধর’—বিবেচনা কর’—এই যেমন স্ত্রী স্বামী—এ তো আর মান্‌ব না বল্‌লেই, না-মানা হয় না। মান্‌তেই হবে।”

অরুণা সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—“মানা না-মানার উপরই যদি সব সম্বন্ধ নির্ভর করে, তা’ হলে বাপ মার সম্বন্ধও তো না মান্‌লেই পারো। কে তোমায় মান্‌তে বলে? আর তা’ হলেই, বাপ মাও হয়ে পড়্‌লেন্ পর—অনাত্মীয়! এমন তো হচ্ছেও—না হচ্ছে কী?”

সুবিমল বিপদ গণিল। কহিল—“তুমি যাচ্ছ বিপরীত দিকে। আমি তো মান্‌তেই চাই—তবে সে মানার মত করে।”

অরুণা কহিল—“কী যে বলচ, সুবিদা, তা’ তুমি নিজেও যেমন বুঝ্‌তে পারচ না, আমিও তেমনি তোমার কথা ধর্‌তে পারচি না। হেঁয়ালী বা কেতাবী কথা রেখে দিয়ে শাদা সোজা ভাষায় তোমার বক্তব্য কী, তাই বল’।”

সুবিমল কথাটা একটু বাঁকা ভাবে বলিতে গিয়া গোলমালে পড়িয়া গিয়াছিল, বাঁচিল। অরুণাই তাহাকে সোজা পথ ধরাইয়া দিল।

সুবিমল কহিল—"এই ধর'—তুমি আমায় দাদা না বলে'—যদি অন্য ভাবে দেখ' - যেমন আমি দেখি—

অরুণা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিত হইয়া কঠিন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল —"তার মানে?"

সুবিমলের মুখ খুলিয়াছে, কথায় কথায় অনেক দুর অগ্রসরও হইয়াছে —তাই দমিল না; আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করিতেই দৃঢ়সংকল্প। কহিল—"ধর" আমরা যদি পরস্পরে সুইট্-হার্ট (Sweet-heart) ভাবে মিশি—তা'হলে ভাল হয় না? তুমিও তো বড় হয়েছ! সত্যি, অরুণা আমি তোমার জন্যে পাগল—"

অরুণা সুশিক্ষিতা যুবতী! মাতার আওতায় বাড়িতেছে বলিয়া কি তাহার অন্তরে ফাল্গুন-পূর্ণিমার উৎসবও চাপা পড়িয়াছে? অরুণার দেহে মনে শিরায় উপশিরায় যৌবন-মধুমাসের যে আগমনী সঙ্গীত শতেক ছন্দে, শতেক রূপে, শতেক ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার মুর্চ্ছনা তাহার হৃৎস্পন্দন যে শ্রোণিভারাবনম্রা তন্বী সুন্দরীর অন্তরেও অহরহ বাজিতেছে না—তাহা কি সম্ভব? যাহার লিপি দেহের সর্ব্বঅঙ্গে, সর্ব্বস্থানে—তাহার প্রকাশ, বাণীতে হয় কতটুকু? অরুণা সুবিমলের মুখে এমন একটা অপ্রত্যাশিত রূঢ় কথা শুনিয়াও তাই কিছু বলিতে পারিল না। তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জীবনে তাহার এই প্রথম পূজালাভ! তাহার নারী-মন্দিরে এই প্রথম পূজারীর প্রথম অভিবন্দনা!

অরুণাকে নীরব দেখিয়া সুবিমল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণা নড়িল না, তাহার জোরে জোরে নিঃশ্বাস বহিতেছিল—নিশ্চল স্থাণু-মূর্ত্তির মত অরুণা দাঁড়াইয়া রহিল। সুবিমলের অন্তরের পুরুষ বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। খপ্ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া, আপনার উদ্বেলিত বক্ষে সজোরে টানিয়া লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে জড়াইয়া ধরিয়া, সুবিমল তাহার গোলাপ-পাপ্ড়ির মত রক্ত অধরে যেমনি একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য মুখখানি বাড়াইয়া দিল, অমনি অরুণা সবলে নিজকে সুবিমলের আলিঙ্গন-মুক্ত করিয়া লইয়া, সজোরে তাহার গালে একটা চড় কষিয়া দিল।

সুবিমল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর তাহার সম্মুখে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত অরুণা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সৌদামিনী ঘরে ঢুকিয়া, দুইজনকে এ প্রকার অদ্ভুত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কী? কি হয়েচে তোমাদের?"

মাতার কণ্ঠস্বরে অপমানিতা নারীর রুদ্ধ অশ্রুবেগ দর দর ধারে বহিতে লাগিল। অরুণা ছুটিয়া আসিয়া ভীত কম্পিত শিশুর মত মাতার বক্ষতলে মুখ লুকাইয়া, তাহাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুবিমল আস্তে আস্তে আড় হইয়া হাঁটুর উপর হাঁটু রাখিয়া পা' ঝুলাইয়া নিজের বিছানায় গিয়া বসিল।

সৌদামিনী কন্যাকেই আরও দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি হইয়াছে—কিন্তু কোনো উত্তর না পাইয়া, সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উভয়ের এরূপ অদ্ভূত আচরণের কী হেতু।

সুবিমল এবার মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। অরুণার স্পর্দ্ধার আঘাতে এবং অবহেলায় সে রাগে এবং ক্ষুব্ধ অভিমানে একেবারে জ্ঞানশূন্য। কহিল —"আমি অরুণাকে বিবাহ কর্‌তে চাওয়ায়, অরুণা আমায় চড় মেরেচে!"

সৌদামিনী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হঠাৎ এ ভাবে একে এ কথা বলার তোমার কী প্রয়োজন ছিল?"

সুবিমল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া যেমন বসিয়াছিল তেমন বসিয়াই উত্তর দিল—"হঠাৎ একেবারে নয়, আমি এরই জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যই তাই। আর এ কথা আমার বাবা মা সবাই জানেন। তাঁরা আমাকে আপনার মেয়েকে দেখ্‌তেই পাঠিয়েছেন; যদি আমার পছন্দ হয়, বিয়ে হবে, না হয়, হবে না।"

"তা' হলে এ কথা এতদিন আমায় বল' নাই কেন?"

"বল্‌বার সময় হয় নি!"

"এই একটু আগে আমি বলে' গেলাম না যে, আমি আস্‌ছি—কোনো বিশেষ কথা আছে?"

"আমি তো জ্যোতিষ জানি না—যে কী আপনি বল্‌বেন, কাজেই তার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌ব! আপনার মেয়েকে বিয়ে করব আমি, আগে তাই আপনাকে জানানো দরকারও মনে করি নাই।"

—"ও—"

অরুণা কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার বুকে মুখ লুকাইয়া কহিল—"কার সঙ্গে তর্ক কর্‌চ, মা তুমি—এ একটা পশু—পিশাচ, অত্যন্ত

ইতর—ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হয়, তা' পর্য্যন্ত যে জানে না—তার সঙ্গে—"

সুবিমলের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। কহিল—"হাঁ, হাঁ, থামো আর সাধু সাজ্‌তে হবে না! সব শুনেচি!"

সৌদামিনী কহিলেন—"কী অসাধু ব্যবহার শুনেচ তুমি এর?"

সুবিমল ঝাঁজের সহিত কহিল—"কেন আর কথা বাড়ান্? সবই তো মনে মনে জানেন, গাঁয়ের লোকেও জানে! আমি আর নতুন্ কথা কী বল্‌ব?"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"গাঁয়ের কে তোমায় কী বলেচে, তা' জানি না—জান্‌তে চাইও না—"

সুবিমল কহিল—"চাইবেন না কেন? শুনুন্—আপনাদের জমিদার বিপিনবাবু বলেছেন, আমার বাপের বাল্যবন্ধু প্রসন্নবাবু বলেছেন—তাঁদিকে জিজ্ঞাসা করুন্ গে—"

"কী বল্লেন্ তাঁরা?—"

"তাঁরা বল্লেন, এ মেয়ের স্বভাব চরিত্র খারাপ—"

সৌদামিনী ধীরভাবে কহিলেন—"তা' হলে তুমি জেনে শুনে এ মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার কথা প্রস্তাব কর্‌তে গেলে কেন?"

সুবিমল বক্র হাস্যের সহিত, একটু নড়িয়া বসিয়া, কহিল—"দেখলাম তবু একবার নেড়ে চেড়ে, কি রকম ব্যাপারখানা! বিয়ে কর্‌ব বল্‌লেই তো কর্‌চি না—"

সৌদামিনী ক্রমশঃ বজ্রগর্ভ মেঘের মত গম্ভীরভাবে কহিলেন—"তুমি না লেখা পড়া শিখেচ, সুবিমল? আতিথ্যের সম্মান না কর'—

একজন ভদ্রকন্যার সঙ্গে ব্যবহার কর্‌তেও কি শেখ নাই? ছিঃ—হাঁ, এই তোমার মা আমায় এই চিঠিখানা লিখেছিলেন, পড়'—পড়ে' তাঁকে জানিও গিয়ে যে, তাঁর প্রস্তাব আমি গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম।"

বলিয়া চিঠিখানা সুবিমলের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অরুণাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াই তিনি ঘর হইতে সবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

সুবিমল বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—"পেল্লাদ—"

প্রহ্লাদ দাদাবাবুর কণ্ঠস্বরেই বুঝিয়াছিল, ব্যাপার কিছু সঙীন্। ছুটিয়া আসিয়া বারান্দার নীচে দাঁড়াইতেই, সুবিমল তাহাকে একচোট উচ্চৈস্বরে ইংরাজী বাংলা ও হিন্দী ভাষায় গালাগালি দিয়া লইয়া, হুকুম দিল,—এই মুহুর্ত্তে গাড়ী জুতিতে, যতিপুর যাইবে।

প্রহ্লাদ আজ রাত্রে ঝুমুর গান শুনিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল; কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে আদেশ পালনে তৎপর হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রহ্লাদ বেচারা অবাক্! আসিবামাত্র এত যাহার আদর ও অভ্যর্থনা, বিদায়কালে তাহার সহিত কেহ দেখা পর্য্যন্ত করিল না—একটা মুখের কথাও বলিল না, এটা তাহার কাছে মস্ত এক রহস্য! প্রথমে ঝুমুর নাচ দেখিবার একান্ত আশায় নিরাশ হইয়া সে মনে মনে দাদাবাবুর উপর যেমন অত্যন্ত চটিয়াছিল—এখন দাদাবাবুর হাঁড়ির মত মুখ ও চোরের মত পলায়নে, সুবিমলকে সে সন্দেহ করিয়া তেমনি ঘৃণা করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ স্থির করিল, নিশ্চয়ই এই দুর্বৃত্ত এমন একটা কিছু অপরাধ করিয়াছে, যাহার দরুণ, মাতাঠাকুরাণী এবং দিদিঠাকুরাণী, তাহার মুখ দর্শন করিতে পর্য্যন্ত নারাজ। কিন্তু সে অপরাধটি যে কি, জিজ্ঞাসা করিতে, তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না; অথচ সেটি জানিবার জন্য তাহার কৌতুহলও ছিল অপরিসীম। প্রহ্লাদ গরু ডাকাইতেছিল যন্ত্র-চালিতের মত, মন তাহার এই রহস্য-সমাধানের জন্যই ব্যাকুল। মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখে, সুবিমল চক্ষু বুঁজিয়া চিৎ হইয়া গাড়ীতে শয়িত, তাহার কপাল কুঞ্চিত, নিঃশ্বাস দ্রুত এবং গভীর।

প্রহ্লাদ নিরক্ষর চাষা, গরীব। তাহার অভিমান নাই। মাতাঠাকুরাণী প্রহ্লাদকে দুইটি টাকা ও দিদিঠাকুরাণী তাহার স্ত্রীর জন্য একখানি দামী শাড়ী দিয়াছেন—কয়েক দিন অতীব যত্নের সহিত কত ভাল মন্দ খাওয়াইয়াছেন, তাহাতেই তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সে গদগদ। এমন মনিব পাইলে, সে দাসখত লিখিয়া

দিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমেও এখানে চাকুরী করিতে প্রস্তুত! মানুষ তো নয়, যেন স্থাবত্তা! কাজেই প্রহ্লাদের বিশ্বাস, এই ফচ্‌কে মাথা-গরম ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই কিছু বে-আদবী করিয়াছে, যাহার জন্য মাতাঠাকুরাণী ইহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন! সুবিমল বাড়ী ফিরিতেছে— গরুর গাড়ী মন্থর শ্লথ গতিতে বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে ধূলা পথের দিক্ ধরিয়া যতিপুর অভিমুখে চলিয়াছে।

অরুণা এতদিন কিছু বলে নাই; আজ আনুপূর্ব্বিক সুবিমলের আচরণ মাতাকে জানাইল। সৌদামিনী নীরবে শুধু শুনিলেন, কিছু বলিলেন না। সব শুনিয়া সৌদামিনী কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আরও কিয়ৎকাল দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, সৌদামিনী কহিলেন—"রাখালের ঘরে একটু বস'গে, আমি ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে আস্‌চি।"

"ডাক্তার সাহেব যে রোগীর ঘরে মা, ওদিকে কোথা যাচ্ছ?"

"ও," বলিয়া সৌদামিনী রাখালের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

স্তিমিত লণ্ঠনের আলোকে রাখাল ম্লান নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি মেলিয়া চুপ করিয়া একখানি চাদর মুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া; পার্শ্বস্থ একখানা ঈজিচেয়ারে ডাক্তার সাহেব, উপর দিকে মুখ করিয়া তন্দ্রাবিষ্ট।

সৌদামিনী আসিয়াই কহিলেন—"ডাঃ বাগ্, রাখাল এখন কেমন?"

ডাঃ বাগ্ শশব্যস্তে ভাল করিয়া বসিয়া, চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে কহিলেন,—"ভালই, আর কোনো আশঙ্কা নেই। টেম্পারেচারও নর্ম্যাল্ —মাথার ঘাও ক্রমশ বেশ দ্রুত সেরে আস্‌চে।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যখন হাত দিয়েছেন, তখন একে ম্যালেরিয়া থেকেও মুক্ত করে দিন্, একেবারে।"

ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"অতি উত্তম কথা! এটার থেকে সেরে উঠ্‌লেই সে চিকিৎসাও করা যাবে! তবে ম্যালেরিয়া সার্‌তে সময় নেবে।"

সৌদামিনী কহিলেন—"তা' নিক, এ ছেলেটিকে নীরোগ করে দিন্—কারণ এর উপর প্রকাণ্ড এক সংসারের ভার। একে খাট্‌তে হবে—রোগে পড়ে থাক্‌লে এর চল্‌বে না।"

ঘননাথ উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রোগে পড়ে' থাক্‌লে, কারুরই চলে না, মিসেস্ মুহুরী! হাঁ, তা হ'লে এইবার আমার ছুটি! ডাক্তার বাবু এলে, কা'ল সকালেই তা হলে চলে যাব"—

সৌদামিনীর অন্তরে সত্য সত্যই এক প্রিয়বিরহবেদনা আঘাত করিল। এই স্বল্প পরিচয়েই তিনি ডাক্তার বাগকে একজন আত্মীয় বন্ধুরূপে পাইয়া, নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। ঘননাথ যেন সত্য সত্যই জ্যেষ্ঠাগ্রজ, তিনি যেন কনিষ্ঠা ভগিনী!

সৌদামিনী কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল সকালেই?"

ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"আজ গেলেই ভাল হত'! আর আমার কোন প্রয়োজন তো নেই? অনর্থক—"

সৌদামিনী কহিলেন—"ছোট বোনের কাছে বড় ভাইয়ের থাকা অনর্থক?

বাগ্ সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"সে হিসাবে, তুমি ঠিক বলেচ' দিদি! আমার ভুল হয়েচে—অনর্থক নয়! না, অনর্থক নয়!

তবে কি জানো ? তোমার দাদা যে পরের চাকর ! চাকুরী—চাকুরী—গোলামী—হাঃ হাঃ—"

অরুণা কহিল—"আপনাদের চাকুরীতে আবার ভয় কিসের ? বড় চাকুরী—"

ঘননাথ কহিলেন—"দেখ' দেখ' এ পাগ্‌লী বেটী আবার কী বলে ! ওরে, বড় গাছেই যে ঝড় লাগে বেশী ! বাইরে হতে লোকে মনে করে, বড় চাকরীতে বুঝি ভারি সুখ ! না ?"

অরুণা কহিল—"তা কি নয়, নাকি ?"

ঘননাথ জোরে হাসিয়া উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই তা' নয়, মা ! তাদের চাক্‌রী ঠিক কাচের গেলাসের মত, বড্ড পটুপটে ! ভাঙ্গার উপরেই আছে—ভয়ানক ঠুন্‌কো ! কাজেই তারা হয়, অত্যন্ত ভীরু, কাপুরুষ, আর স্বার্থপর ! শুন্‌বি ? বড় চাক্‌রেরা নিশ্চিন্তে রাত্রে ঘুমুতে পর্য্যন্ত পারে না !"

ডাক্তার সাহেব হাসিয়াই আকুল ; কহিলেন—"আমি জানি, অনিদ্রায় যারা ভোগে, তাদের বেশীর ভাগ লোকই হচ্ছে বড় কর্ম্মচারী, কিম্বা সুদখোর, আর নয় জোচ্চোর—"

সৌদামিনী ঈষৎ স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ তিনই কি এক পর্য্যায় ভুক্ত ?"

মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ডাক্তারবাবু যতিপুর হইতে ফিরিলেন। ডাঃ বাগ উঠিলেন, মাথু লণ্ঠন ধরিয়া উঠানে দাঁড়াইল। ডাক্তার সাহেব নিজ তাম্বুতে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সৌদামিনীও ডাক্তার সাহেবের তাম্বুতে গিয়া, একথা সেকথার পর অরুণার মুখে সুবিমলের আচরণের কথা যাহা শুনিয়াছিলেন,

ডাঃ বাগ্‌কে জানাইলেন। ডাক্তার সাহেবের চিরপ্রফুল্ল সদাহাস্যময় প্রসন্ন মুখমণ্ডল অকস্মাৎ অমারজনীর মত অন্ধকার হইয়া উঠিল—তাঁহার মুখের শিরা উপশিরাগুলি স্ফীত হইতে লাগিল। উত্তেজনার আতিশয্যে তিনি কিয়ৎকাল কথাই বলিতে পারিলেন না। সৌদামিনী লক্ষ্য করিলেন, ডাঃ সাহেবের এই ভাব-পরিবর্ত্তন। কহিলেন—"এখন আপনি যতিপুর গিয়ে শ্রীগোপাল বাবুকে এই সব জানিয়ে, আমার বিনীত নিবেদন জানা-বেন্, যে এরূপ পাত্রে আমি কন্যাদান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি যেন এ প্রস্তাব আমার কাছে আর না পাঠান।"

ডাক্তার সাহেব থামিয়া থামিয়া কহিলেন—"কী বল্‌ব, দিদি, একথা জান্‌লে আমি সে ছোক্‌রাকে গুলি করে' মেরে ফেল্‌তাম! বিয়ে! এই নরপশুর সঙ্গে বিয়ে? কখ্‌খনো না! তুমি কি বল্‌চ? আমি এ বিয়ে হ'তে দেব' না! আমি বল্‌ব গিয়ে শ্রীগোপাল বাবুকে—তাঁর ছেলের কীর্ত্তি! কিছু মন খারাপ করো না, বোন্, এর জন্যে—মা লক্ষ্মীর জন্যে আমি পাত্র ঠিক করে দেব'—"

সমবেদনার কোমল স্পর্শে সৌদামিনীর ক্রোধ ও অপমানে বিক্ষুব্ধ শুষ্ক নেত্র-পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন—"দাদা, এ আপনার দয়া। কিন্তু, এ অপমান যে—"

—"অপমান কিসের বোন্? কুকুর যারা পোষে, তাদিকে মাঝে মাঝে কুকুরের আঁচড় কামড় সহ্য করতে হয়ই! এ কিছু মনে করো না! এ অপমান একলা তোমার হয়নি—এ সমগ্র অখণ্ড মানবত্তার অপমান, এ শিক্ষা সভ্যতা ভদ্রতার অপমান, এ স্নেহের অপমান! আর এ পুরুষ জাতির অপমান।"

সৌদামিনীর মনের অবস্থা তখন এমন ছিলনা যে, ঘননাথের নাট্য-কাব্যের অমন সরস বক্তৃতাটি উপভোগ করেন। তবে তাঁহার কথায় ও ভাবে যে আন্তরিকতা আছে, তাহাই সৌদামিনীর [illegible] স্পর্শ করি[illegible] তিনি চক্ষের জলধারার গতি প্রা[illegible], চেষ্টা করিয়াও রোধ করি[illegible] পারিতেছিলেন না।

ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"তুমি [illegible] আমি এর বিহিত করব। কালই আমি শ্রীগোপাল বাবুকে এ সব জানিয়ে দিয়ে। [illegible] পাষণ্ড পুত্র থাকার চেয়ে, না থাকাই [illegible] ভালো! শিশিরকেও আর আমি এ কুলাঙ্গারের সঙ্গে মিশতে দেব না।"

কথায় কথায় রাত্রি দশটা বাজিল। নৈশাহার সমাধা করিয়া সকলে শয়ন করিল। সৌদামিনীও কন্যাকে বক্ষের একান্ত নিকটে লইয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রাদেবী সে রাত্রি আর সৌদামিনীকে কৃপা করিলেন না। কি করিয়া অরুণাকে এই সব ক্ষুধিত নরপশুদের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, তাহারই আকাশপাতাল চিন্তায় রাত্রি কাটাইয়া [illegible]

প্রভাতে ডাঃ বাগ প্রাতরা[illegible]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দারোগা বাবু আসিতেছেন। জমিদার বাড়ীতে মহাধূমধাম। বিপিন ও প্রসন্ন খুব [illegible] ও চঞ্চল হইয়া কেবলি ঘর ও বাহির করিতেছে। প্রসন্ন মাঝে মাঝে [illegible]-বারবরদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে, হুকুম করিতেছে এবং আমলারা [illegible] অকারণ ব্যস্ততায় চেঁচামেচি করিতেছে। ক্ষীরগ্রাম ও [illegible] গ্রামের যত চৌকিদার ও দফাদার সকলেই নিজ নিজ উর্দ্দি পরিয়া, বিপিনবাবুর বৈঠকখানার নীচে জমায়েৎ হইয়া, রীতিমত কিষ্কিন্ধ্যার রাজ-দরবার করিয়া তুলিয়াছে।

বৈঠকখানার বারান্দার এক কোণে ১৫।১৬টা মুরগী পায়ে পায়ে বাঁধা হইয়া, একটা তালের মত জমা হইয়া রহিয়াছে; একটা ঝুড়িতে শতাবধি ছোট ছোট ডিম। এতদ্ব্যতীত, সরু চাউল, সোণামুগের ডাল, আলু, পেঁয়াজ, [illegible] — [illegible] মুখর্য্যের গৃহজাত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরাণী এ তল্লাটে বন্ধনে [illegible]

দারোগা [illegible] মাতব্বরগণও সভয় কৌতূহলে [illegible]ন।

বিপিন [illegible] আর খাদ্য আসিবে প্রসন্নদের [illegible]নেই বাবুদের আম-বাগানে রান্না হইবে। কুক্‌না-পাচক দারোগাবাবুর সঙ্গেই আসিবে। দারোগা মুসলমান — বিপিনের বন্ধু, অন্তত বিপিন তাই মনে করে।

সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতেই তিনজন সিপাহীসহ দারোগা বাবু সশরীরে সত্যসত্যই আসিলেন এবং বিপিনের বৈঠকখানায় সত্যই ডেরা করিলেন! পাড়া-গাঁ, ডাকবাংলা নাই—ভদ্রলোক আসিয়া এখান ছাড়া আর কোথায় থাকে ?

চৌকিদারেরা সেলাম করিয়া ঘোড়ার জিম্মা লইল—দফাদারেরা ছুটাছুটি জুড়িয়া দিল। গ্রামবাসীগণ সেলাম মুলাকাৎ করিয়া দারোগা বন্ধু জমিদার বিপিনবিহারীর সৌভাগ্যের হিংসা করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। গ্রামবাসীরা উপরে যতই অভ্যর্থনা ও উৎসব দেখাক্, অন্তরে তাহাদের যে সেরূপ আনন্দ বা প্রীতি বিশেষ ছিল, তাহা মনে হয় না। এ যেন, মা মনসা, শীতলা কিম্বা ওলাইচণ্ডীর পূজার উৎসব। দেবতার নৈকট্য হইতে দূরে থাকিবার প্রাণপণ প্রয়াস-মাত্র!

প্রসন্ন ঘন ঘন নিজের বাড়ী ও জমিদারবাড়ী যাওয়া-আসা করিতে লাগিল, পথশ্রমে ক্লান্ত হুজুরের নৈশাহারে যাহাতে দেরী না হয়।

দারোগা বাবু কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, কিছু জলযোগ করিয়া, বসিলেন। বিপিন তখন আসল জলযোগের ব্যবস্থা করিল। বিপিন অতিথিসেবায় ব্যস্ত, প্রসন্ন মাঝে মাঝে ঘরে ঢোকে আর এক আধটুকু অমৃতপান করিয়া চলিয়া যায়।

বিপিন ইহার মধ্যে দারোগাবাবুকে বিশেষ করিয়া সমঝাইয়া দিল যে "রাখালকে ওরাই মারিয়ে, সাফাই গাইবার জন্যে ডাক্তার দেখিয়েচে! হুজুর তো জানেন—ওদের ছত্রিশ কলা—"

প্রসন্ন কহিল—"হুজুর এই গাঁয়ের সব লোক ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না যে, ওরা কি প্রকৃতির লোক—আর এই গাঁয়ে এসে কি

কাণ্ডটাই না করচে। আমাদের হুজুর আর ভিন্‌-গাঁয়ে মুখ দেখাবার জো নেই—হুজুরের শাসনে থেকে এমন সব হচ্ছে যে, তার আর কী বলি?—আর এক পাত্র দিই? বড্ড ছেরাস্তো হয়েচেন্—"

দারোগা কহিল—"না, এখন থাক্! অত তাড়াতাড়ি করোনা। আচ্ছা, বিপিনবাবু, ও মেয়েটার ওরা বিয়ে দিচ্ছেনা কেন?"

প্রসন্ন কহিল—"দিতে পেলে তো বাঁচে, কিন্তু ও-মেয়েকে বিয়ে করবে কে?"

"কেন? টাকা-কড়ি তো বহুৎ আছে, শুনিচি?"

বিপিন ইহা সহ্য করিতে পারিল না। কহিল "হেঁঃ, টাকাকড়ি! কার কথা শোনেন?"

দারোগা কহিল—"না হে আছে, আছে। যাক্ ঐ মেয়েটার জন্যেই যদি এত গোলোযোগ হয় তো, ওকে সরিয়ে ফেলুক্ না—"

বিপিন বলিল—"সরাবে কি করে? হিন্দু-সমাজ তো ওদিকে গ্রহণ করবে না!—যাবে কোথা?"

দারোগাবাবু রসিকতার ভাণে হাঁড়ির ভাত টিপিয়া দেখিল। কহিল—"হিন্দু না নেয় তো, দিক্‌না আমায়, আমি নিকে করচি—"

প্রসন্ন সানন্দে কহিল—"অমন জামাই পেলে তো ওরা বর্তে যায়—"

দারোগার বয়স কাঁচা! দেখিতেও মন্দ নয়।

কথাটা বিপিন বেশ সহজভাবে লইতে পারিল না। তাহার মনে কোথায় একটা কাঁটা ফুটিয়া আছে, তাহাতে আঘাত লাগিল।

প্রসন্ন রসিকতাটি আরো ঘোরালো করিবার নিমিত্ত, হুজুরের মুখে

একটি ভরা গ্লাস তুলিয়া দিয়া, কহিল—"তা' হুজুর মা ও মেয়ে দু'জনকেই পছন্দ কর্‌বেন্! মা-ও নিতান্ত মন্দ নয়—"

দারোগার গলায় লাল জল আট্‌কাইয়া তখন কাসি আসিয়াছিল। গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া সহাস্তে কহিল—"বল, কি মুখুয্যে? আচ্ছা, কাল তো যাব' তদন্তে, দেখা যাবে—"

বিপিন কহিল—"কাকামশায়, দেখুন্—খাবারের দেরী কত? শুধু গল্প কর্‌লে তো চল্‌বে না—"

"এই যে বাবা—দেখি—দেখি—খাবার কোন্ কালে হয়ে গিয়েচে—" বলিয়া দারোগাবাবুর অর্দ্ধপীত গ্লাসটি এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া —সস্বরে—"হে কৃষ্ণং করুণাসিন্ধুং দীনবন্ধুং জগৎ-পতেং—" গুন্ গুন্ করিতে করিতে প্রসন্ন অস্থির পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

দারোগা কহিল—"তোমার এ মুখুয্যে লোকটি বেশ! একে দিয়ে তো অনেক কাজই হয়, মনে হচ্ছে—"

বিপিন গদ্‌গদ ভাবে কহিল—"আজ্ঞে হাঁ হুজুর, ও লোকটা বড় তাঁবেদার। ওরও একটা বিধবা মেয়ে আছে—বেশ—"

দারোগা কহিল—"আছে কী? কী রকম জমিদার তুমি? ঐ একটা অমন সুন্দর শীকার এতদিন ধরে' হাতের কাছে রয়েচে, আর তুমি চুপ ক'রে ব'সে রয়েচ! এ সব কি আর কেউ তোমার হাতের গোঁড়ায় এনে দেবে? জোগাড় করে' নিতে হয়—তুমি একটা গাধা!"

বিপিন কহিল—"সুবিধে হচ্ছে না যে তেমন, কাঠ-খড়ি তো বহু পোড়াচ্ছি, হচ্ছে কৈ? আবার হুজুরদের ভয়ও আছে ত?"

দারোগা কহিল—"হেঁঃ, পুলিশের ভয়! এ সব কাজে পুলিশের ভয় করলে কি চলে? হ'ত এ আমাদের পূর্ব্ব-বঙ্গে? দেখ্‌তে কোন্‌দিন্ পাচাড় হয়ে যেতো—তোমরা কোনো কর্ম্মের নও—"

বিপিন কহিল—"সে কথা একৃশোবার। এ বিষয়ে হুজুরদের সমাজে যতটা উদারতা ও মহত্ব দেখা যায়, আমাদের হিন্দু-সমাজে তার এক কড়া এক ক্রান্তিও নেই।"

দারোগা কিঞ্চিৎ গর্ব্বের সহিত কহিল—"তোমরাই তো সমাজ। করালেই তো হয়!"

বিপিন হতাশ্বাসে কহিল—"তা হয় না, হুজুর, তা হয় না! আমাদের সমাজ অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত কাপুরুষ! এই দেখুন, আপনাদের কোনো লোক যদি কোনো মেয়েকে নিয়ে আসে, তাহ'লে তাকে সাহায্য কর্‌বে তার বাপ, মা, খুড়ো, জেঠা, আত্মীয় স্বজন এমন কি তার নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত—গাঁকে গাঁ তাকে সাহায্য কর্‌বে—পুলিশ কর্‌বে কী? পাত্তা পায়? এ-গাঁ সে-গাঁ—এ-বাড়ী সে-বাড়ী সেই মেয়েকে দু'মাস ছমাস দু'বছর পর্য্যন্ত লুকিয়ে রাখে। পুলিশ কোনো ছুতো পেলেও আপনাদের ঐক্যের সাম্‌নে দাঁড়াতে সাহস করে না। আর আমাদের সাহায্য তো কেউ কর্‌বেই না, উল্টো নিজের বাড়ীতেও স্থান হবে না! কেউ কোনো সংবাদ পেলে সেই আমায় ধরিয়া দেবে। নিজের স্ত্রী, মা-বাপও আমাদের এ কাজে শত্রু! আমাদের কথা বলেন কেন? আমাদের এ কি সমাজ? না, আমরা মানুষ?"

দারোগা বাবু পুলকিত হইয়া বিপিনের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া কহিলেন—"যাক্, হিঁদুদের মধ্যে যে একজন হিন্দুও এই পরম সত্যটি বোঝে, এ

জেনে বাস্তবিকই বড় সুখী হলাম, বিপিন্। এবার তোমার "রায়বাহাদুরের" জন্যে আমি ওপরে লিখ্‌ব।"

কুকুর প্রভুর আদরে লেজটি পেটের উপর সমান ভাবে বাড়াইয়া দিয়া, বাঁকিয়া, কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেমন আনন্দাতিশয্য জ্ঞাপন করে, বিপিনও তেমনি দুই হাত সজোরে কচ্‌লাইয়া, কুঁজা হইয়া, মুখ নামাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, সবিনয়ে কহিল—"হুজুরের মেহেরবাণী।"

দারোগাবাবু সানন্দে কিয়ৎকাল শীকারীর শীকার-নিরীক্ষণ করার মত, চাহিয়া দেখিয়া কহিল—"হাঁ; দেখ'না যদি ও-মেয়েটার কিছু গতি কর্‌তে পার! শুনিচি সে খুব সুন্দরী আর শিক্ষিতা, না?"

বিপিন কহিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

দারোগা বাবু চিন্তা করিতে লাগিল।

বিপিন সাহ্লাদে কহিল—"অভয় দিন্ না হুজুর, দেখুন্ কি কর্‌তে পারি না পারি—"

পাশের ঘর হইতে শিকলের-শব্দে বিপিনের ডাক পড়িল। বিপিন টলিতে টলিতে গিয়া দেখিল—জগদম্বা ও বিপিনের স্ত্রী কিরণ পাতায় পাতায় খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে।

কিরণ একটা ঝঙ্কার দিয়া অশ্রুপূর্ণ চাপা গলায় কহিল—"বসে' বসে' মদ মার্‌চ'—মদই মারো, পরামর্শ কিসের হচ্ছিল? আমি সব শুনিচি—টধ্‌চ কেন? খাবার পাঠিয়ে দাও ও-ঘরে—"

বিপিনের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল—অতিকষ্টে জড়িত কণ্ঠে ডাকিল—"ও আতাহোশেন্—এস, হুজুরের খাবার নিয়ে যাও—"

জগদম্বা লজ্জাশীলা—তিন হাত ঘোম্‌টার ভিতর কাংস্যনিন্দি কণ্ঠে কহিল—"এইটে আগে, তারপর এইটে, এইটে—"

বিপিন দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া দারোগার কাছে ফিরিয়া আসিয়া বসিল; উদ্দেশ্য দেওয়াল ধরিয়া আসিলে আর পা' টলিবে না, স্ত্রীও নেশার খবর টের পাইবে না।

জগদম্বা কহিল—"সে আবার বমি টমি করে' মুর্দ্দো হয়ে উঠোনে পড়ে আছে! এখান থেকে গিয়ে, তবে তার ছেরাদ্দ কর্‌ব—বলে কিনা, দারোগাবাবু জোর করে' খাইয়ে দিয়েচেন্—উনি যেন কচি খোকা।"

কিরণ কহিল—"ঐ যে দেখুন্ না, কে কাকে জোর করচে! কাকা-মশাই তো ঐ মোচড়মানের আধ-খেকো গেলাসটা ঢক্ ঢক করে' খেয়ে গেলেন্! আমি সন্ধ্যে থেকে এই ঘুল-ঘুলি দিয়ে সব দেখে'চি।"

জগদম্বা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—"এ সব কী কথা বলচ বৌমা? সে অলপ্পেয়ে মদই না হয় খেয়েছে—তাই বলে' কি মোচড়মানের এঁটো কখন' খেতে পারে? হাজার হোক বামুন তো, গলায় পৈতে রয়েচে—"

কিরণের আর তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না।

তাহার চক্ষু ফাটিয়া কেবল অশ্রুই ঝরিতেছিল। তাহার স্বামী যে অধঃপতনের এত নীচে নামিয়া গিয়াছে, তাহা সে এতদিন কিছুই জানিতে পারে নাই। গ্রামের লোকের মুখে কেবল প্রশংসাই শোনে, মুখে গন্ধ কখনও কখনও হয়ত পাইয়াছে; কিন্তু সেটা কিসের গন্ধ ঠাহর করিতে না পারায় কখনো কোনো সন্দেহও করে নাই। মাঝে মাঝে ইদানীং বিপিন ভিতরে শয়ন করিতেও যায় না—বলে, বাহিরে দাবা খেলিতে রাত্রি হয়,

বাহিরেই শুইয়া পড়ি। কিরণ সরলভাবে এতদিন তাহাই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। কারণ অবিশ্বাসের কিছুই সে কখনও পায় নাই! আজ গাঁয়ের লোকের উপর কিরণের রাগ হইল—কেন না, তাহারা শুধু তোষামোদই করে, সত্য কথা কেহই বলে না।

কিরণ কহিল—"খুড়িমা, আমারও কপাল পুড়েচে—ঐ দেখুন্ আপনার ছেলে ঐখানেই শুয়ে পড়ল।"

বিপিন দারোগাবাবুর দস্তরখানের উপর পা চালাইয়া দিয়া তক্তা-পোসেই গড়াইয়া পড়িল।

জগদম্বা কহিল—"আরে ছি ছি—মদ কুক্‌রো—আর মোচড়মানের এঁটো ভাত—এঃ—জাত-জড়ন আর রইল না! দিদিকে বল্‌বো, বিপিনের যেন একবার প্রাচিত্তির করায়।"

দারোগাবাবু আহার শেষ করিয়া পার্শ্বে প্রস্তুত শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন; ফরশীর নল হাতেই রহিয়া গেল, ক্ষণকাল পরে সর্ সর্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। দারোগাবাবুর নাসিকা ঘনঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

তিন দিন ও চারি রাত্রি ধরিয়া বিপিনের বৈঠকখানায় বাস করিয়া মত্ত মুর্গী ও অন্যান্য বহু আনুষঙ্গিক পদার্থ উপভোগ করিয়া, দারোগাবাবু সদলবলে রতিপুর ফিরিয়া গেলেন। তদন্ত যে তিনি কী করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তবে মুহুরীবাড়ীর বাগানে বসিয়া দুইদিন বহুক্ষণ ধরিয়া নাপু, রাখাল ও সৌদামিনীকে বহু অবান্তর অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরা করিয়া, দারোগাবাবু হাকমীর চূড়ান্ত করিলেন। কিন্তু একটা কথায় তিনি এমন এক হোচট খাইলেন যে সেটি তাঁহার মনের একটি অঙ্গকে চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। অরুণাকে হাজির করাইতে দারোগাসাহেব সৌদামিনীকে হুকুম করিলেন, তিনি তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন; সৌদামিনী ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় তাঁহার পানে এমন চাহিলেন যে, দারোগাসাহেব তাঁহার পিতৃ-পিতামহের নাম পর্য্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। সৌদামিনী এমন কথাও শুনাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যদি দারোগার পুনরায় কোনো গোস্তাকী দেখেন, তাহা হইলে তাহাকে ঘাড় ধরিয়া জুতা মারিতে মারিতে তাড়াইয়া তো দিবেনই, উপরন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করিয়া তাহাকে ভদ্রতা ও তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম পর্য্যন্ত শিখাইয়া দেওয়াইতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হইবেন না। দারোগাবাবু মনে যাহাই করুন, ব্যবহারে একবারে নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি তদন্তও শেষ হইল। তদন্তের প্রারম্ভে দারোগা

বাবু যে সুখস্বপ্নের অমৃতে বিভোর ছিলেন, শেষে তাহা নিতান্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বিপিনের সঙ্গ, প্রসন্নর তোষামোদ, ও জমিদারবাড়ীর বিলাস, অতীত, বর্ত্তমান যুগপৎ সব বিষময় বোধ হইতে লাগিল।

বিদায়কালে বন্ধু বিপিনকে দারোগাবাবু বলিয়া গেলেন—"এই স্ত্রীলোকটার তেজ ভাঙতেই হবে, বিপিন। যেমন করে' পারো, চেষ্টা কর'। কোনো ভয় নাই—আমি তোমায় সাহায্য করব—ঐ মা বেটিকে—"

বিপিন সানন্দে স্বীকৃত হইল—"আর বল্‌তে হবে না, হুজুর।"

চোর চায় ভাঙা বেড়া। বিপিনের অন্তরের উদ্ধত উদগ্র পিশাচটি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন মুখুয্যেকে ডাক পড়িল। বয়সে উভয়ের মধ্যে ২০।২৫ বৎসরে তফাৎ হইলেও, দুই জনের মধ্যে এক বিষয়ে একটা অতি নিগূঢ় নিবিড় সখ্য ছিল, যেখানে বিপিন ছিল হোতা আর প্রসন্ন ছিল তাহার পুরোহিত, বিপিন ছিল কারণ প্রসন্ন ছিল কার্য্য, বিপিন ছিল প্রভু আর প্রসন্ন ছিল ভৃত্য।

প্রসন্ন বিপিনের উজ্জ্বল মুখ ও কৌতূহলী চাহনি দেখিয়াই ঠাওরাইল খবর নিশ্চয়ই খুব ভাল। প্রসন্নর মুখপ্রদীপ বিপিনের হাসির ছোঁয়া লাগিয়া প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিপিনের মুখে খানিকটা শুনিয়াই প্রসন্ন অমনি লাফাইয়া উঠিল। বিপিনের অপেক্ষা প্রসন্নরই স্ফূর্ত্তি যেন বেশী।

প্রসন্ন প্রতিজ্ঞা করিল—"বাবাজী, এইবার একবার প্রসন্ন মুখুজ্যের হাতযশ খানা দেখ'। ঐ বাঙ্গাল ব্যাটাকে যদি কেটে কুচিকুচি করে মা গঙ্গার জলে না ভাসিয়ে দিই, তা হ'লে আমি বৈকুণ্ঠ মুখুয্যের ছেলেই নই, জেনো—"

বিপিন একটু মুরুব্বীয়ানামিশ্রিত পুলকে আশ্বাস দিয়া কহিল—"আঃ কী বল্‌চেন কাকা মশায়—কী বল্‌চেন!—তবে এটা ঠিক যে, যদি অমন কাজ করেই ফেলেন, তা' হলে আমি থাকৃতে আপনার কেউ কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না—"

প্রসন্ন গদগদ ভাবে কহিল—"তা কি জানি না, বাবা? তোমার জোরেই তো আমার জোর—"

বিপিন প্রসন্নর কাছে একটু সরিয়া বসিয়া তর্জ্জনী চক্ষু ও ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে এইবার আসল কাজটা কাকা মশাই—"

প্রসন্ন হাসিয়াই আকুল, যেন উল্লিখিত কার্য্য একেবারেই হাস্যকর রূপে অকিঞ্চিৎকর। কহিল—"তার জন্যে আর ভাবনা কি বাপধন? কবে চাও? কখন চাও? কোথায় চাও?"

বিপিন কহিল—"চাইতো এখুনি—তবে জানেন তো খুড়োমশায় বৌটা যে অতি বড় বজ্জাত! প্রাণ খাঁচা-ছাড়া করে' তুলেচে—"

প্রসন্ন অট্টহাস্য করিয়া কহিল—"ও সব গায়ে মেখো না, বাবা, ও অমন হয়েই থাকে। মেয়ে মানুষের কথা শুন্‌তে গেলে কি আর কখনো ফূর্ত্তি করা যায়? না, পুরুষ মানুষে তাই শোনে?"

বিপিন অন্যমনস্ক ভাবে কহিল—"শুন্‌বো না বল্‌লে শোনে কে? কাণ ধরে যে শুনিয়ে দেয়—"

প্রসন্ন সদর্পে কহিল—"পরিবারের কথা শোনে ভেড়ের ভেড়ে মেনী মুখো গাড়োলে, মানুষে নয়।"

বিপিন সলজ্জভাবে জানাইল, সেদিন রাত্রে দারোগা সমভিব্যাহারে

সে যে একটু সুধাপান করিয়াছিল এবং পরস্ত্রী সম্বন্ধে দুই একটা বেফাস কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল—তাহার জন্য তাহার স্ত্রী নাকি পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ঝোঁক ধরিয়াছেন অন্যথায় অহিফেনভক্ষণ করিয়া আত্মজীবননাশ করিবেন, এমন ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞাও নাকি তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রসন্ন অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল—"আরে রেখে দাও তোমার বাপের বাড়ী আর আফিং -ঢের ঢের দেখেছি। এখন ২।৪ দিন একটু ফোঁসফাঁস করবে, তারপর সব গা-সওয়া হয়ে যাবে, বাবাজী—এ সব ধর্তব্যের মধ্যেই এনো না। ও মেয়ে মানুষের স্বভাব।"

বিপিন সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"যদি কিছু করেই বসে, কাকা মশাই? এবার আমরা যা করব—সে তো বড় সোজা কাজ নয়—"

প্রসন্ন সস্নেহে বিপিনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"কিচ্ছু করবেনা, কোনো ভয় নেই, বাবা। যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না। প্রথম প্রথম তোমার খুড়ীমাও অনেক কিছুই করতে চেয়েছিল। কী করেচে? এখন দেখচ তো ঐ ভেড়া—ব্যস, একেবারে the ram."

বিপিন জড়িত কণ্ঠে কহিল—"তা হ'লে—" আর বলিতে পারিল না—তাহার মুখ চোখ কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

প্রসন্ন সোৎসাহে কহিল—"সব ঠিক করে' ফেলেচি, বাবাজী। তুমি যখন মুখের কথাটি খসিয়েছ—তখন দেখো তোমার এই গরীব খুড়ো কি করে। তুমি শুধু তোমার কাজ করে' যাও।

ও বকে' মরুক্ চারদিকে
তুমি বসে থাক' ছিরাধিকে।

আমি যাই মালোপাড়ায় তা' হলে একবার! দু দশ জন ভাল বিশ্বাসী লোক চাই ত!"

প্রসন্ন উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপিনের বুকটা হঠাৎ ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। একটা অজানিত আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল—অথচ মুখে এ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেও লজ্জা হইল। খপ্‌ করিয়া প্রসন্নর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া শুষ্ক শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—"এখুনি যাবেন? একটু ভেবে চিন্তে—ও-বেলা পানে গেলে—"

প্রসন্ন বাধা দিয়া কহিল—"না বাবাজী এ সব কাজ ভেবে চিন্তে হয় না। এ কাজ হচ্ছে, তড়িঘড়ি। ভাবতে গেলে, হিসেব করতে গেলে, পৃথিবীতে এক জজীয়তী ছাড়া আর কোনো কাজই করা হয় না।"

প্রসন্ন হাত ছাড়াইয়া, মহানন্দে "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া চলিয়া গেল। বিপিন বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিল।

কিয়দ্দূর গিয়া প্রসন্ন আবার ফিরিয়া আসিল। বিপিন তখনো সেই বারান্দায় চিন্তাবনত মস্তকে বসিয়া। প্রসন্ন সোৎসাহহাস্যে কহিল—"বজ্র আটন, ফস্কা গেরো! তাড়াতাড়িতে আসল কাজই ভুলে গেছি। বাবাজী, কিছু টাকা দাও তো—ও বেটাদের হাতে টাকা আগে গুঁজে না দিলে তো কোনো ফলই হবে না।"

বিপিন বলিল—"আমি বলি, এখন থাক। সন্ধ্যে বেলায় বা অন্য এক সময়ে বেশ করে' ভেবে চিন্তে, ভাল করে' যুক্তি-যাক্তি করে, কাজে নামা ভাল নয় কি?"

প্রসন্নর সব উৎসাহ দমিয়া গেল। এত করিয়া বৃহৎ মৎস্যটিকে টোপ গিলাইয়া, শেষে তুলিতে পারিবে না?

এক রকম লোক আছে, যাহারা অকারণ পুলকে দুই জনের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া নিঃস্বার্থভাবে আমোদ উপভোগ করে। আর এক রকম আছে, যাহারা এই বিবাদের সূত্রে ঢুকিয়া একজনের বা উভয়ের সর্ব্বনাশের উপর মাশুল আদায় করে। প্রসন্ন এই শেষোক্ত দলের। এই সুউপলক্ষ্যে একটা দাঁও মারিবে ও জমিদারের নেকনজরে থাকিবার মৌরুশীপাট্টা অর্জ্জন করিবে, এই উদ্দেশেই প্রসন্নর এত উৎসাহ। বিপিনের এ প্রকার দ্বিধায় প্রসন্ন বড়ই মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

কহিল—"তবে, বাবাজী তুমিই সব করে ক'শ্মে নিও, আমায় রেহাই দাও! আমি একবার শিন্যবাড়ী ঘুরে আসি—ছোট জামাইকেও একবার দেখতে যেতে হবে। মধ্যে তার বড অসুখ করেছিল, সাহেব ডাক্তারকে দেখিয়ে, তবে ভাগ্যে-ভাগ্যে এ যাত্রা রক্ষে পেয়েচে! আমার তো বসে থাক্‌লে চল্‌বে না, বাবা—"

বিপিন কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা-মৌন বসিয়া রহিল।

প্রসন্ন বলিতে লাগিল—"তা হ'লে আমি চল্‌লাম, বাবা! ঠাকুর সেবা চান্ আহ্নিক সারিগে—বেলাও তাঁতাঁ করে বেড়ে উঠচে। আবার যাবারও জোগাড় যন্ত্র কর্‌তে হবে তো।"

বিপিন তবুও নীরব। উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রসন্ন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে কী বল্‌চ', বল বাবাজী? মিছে মিছি বেলা বাড়িয়ে পিত্তি পড়িয়ে আর লাভ কি? আমি হচ্ছি কাজ পাগলা লোক, বিনি কাজে চুপচাপ বসে থাকা আমার কুষ্ঠীতে লেখে না।"

বিপিন বলিল—"আচ্ছা,আমি একটু ভেবে ও-বেলায় বলব। আজ আপনি অপেক্ষা করুন্" বলিতে বলিতে বিপিন অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। প্রসন্ন একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বিপিন চক্ষের আড়াল হইলে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, অপ্রসন্ন মুখে ধীর পাদক্ষেপে বাড়ী পানে চলিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি আকাশে নব মেঘসঞ্চার হইয়াছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক বিন্দুও বারিপাত হয় নাই। হতাশ বুকে আশার ইঙ্গিতের মত মাঝে মাঝে মেঘ আসে, জমে, আবার স্বপ্নের মত উড়িয়া যায়—জল আর হয় না! বেলা এক প্রহরের মধ্যেই পথে আর লোক চলিতে পারে না, এত গরম। মাঠ এই নিদারুণ সূর্য্যতাপে ফুটি-ফাটা হইয়া উঠিয়াছে! চাষীরা ছেঁচ দিয়া সামান্য দুই এক বিঘা যাহা কিছু বাঁচাইতে চাহিয়াছিল, তাহাও কঠিন ব্যাধিভারে নিরুপায় দৈবমুখাপেক্ষী দরিদ্র-শিশুর মত শুকাইয়া মরিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে জলকষ্ট। পচা পানা পুকুরে কর্দ্দমাক্ত যৎসামান্য জল কোনো রকমে গ্রাম্য পশুদের জীবনরক্ষা করিতেছে। গঙ্গাবক্ষ মরুভূমি! বালি খুঁড়িয়া জল তুলিতে হয়। গবাদি পশু জলাভাবে মরিতেছে। মুসলমানপাড়ায় কলেরা দেখা দিয়াছে! পাঁচুশেখ ওলাবিবির পূজার যোগাড় করিতেছে। চাষীরা লাঙ্গলের ফাল্ খুলিয়া মরিচা ছাড়াইতেছে।

রাখাল একাকী তাকিয়া ঠেশ দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আন-মনা কি ভাবিতেছে। ঘরের দুয়ারে ১০।১২ বৎসর বয়স্ক নবনিযুক্ত ভৃত্য খেদন সুখে বৈঁচি ফলের সদ্ব্যবহার করিতেছে।

সৌদামিনী ঘরে আসিতেই রাখালের চিন্তাধারা ব্যাহত হইয়া গেল। রাখাল একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কহিল—"আজ বড় গরম নয়, মা? বোধ হয় জল হবে।"

সৌদামিনী কহিলেন—"উঃ গরমের কথা আর বলো না, বাবা! প্রাণ বেরিয়ে গেল গরমে। এমন বিশ্রী চিটপিটে গরম আমি জীবনে কখনও দেখি নি।"

রাখাল কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে যে শুনেছিলাম, বিলাসপুর অঞ্চলে এর চেয়েও গরম—১২০।১২৫ পর্য্যন্ত ওঠে?"

সৌদামিনী বলিলেন—"হাঁ, তা ওঠে—কিন্তু সে গরমে ঘাম হয় না, শরীরে অবসাদও আসে না। ও সব দেশে গরম কালে খিদে হয়, শরীরও ভাল থাকে।"

সৌদামিনী একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন।

রাখাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আমাদের দেশের সবই কিম্ভূতকিমাকার। যেমন কাঠফাঠা রোদ, তেমনি পচা বর্ষা, আবার তেমনি কন্‌কনে শীত! আর অসুখবিসুখ তো লেগেই আছে। গ্রীষ্মকালে কলেরা, শীত কালে বসন্ত, বর্ষাকালে জ্বর জ্বালা—"

সৌদামিনী বাধা দিয়া কহিলেন—"ব্যায়রাম স্যায়রাম সব দেশেই আছে। এ সব মানুষ সহ্য করতে পারে—কারণ এর উপর মানুষের হাত নেই। কিন্তু মানুষ এত পাজী,—আর কোনো দেশে বোধ হয় নেই।"

রাখাল উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি কথা, মা? বাঙ্গালীকে খুব নিরীহ জাত বলে আপনার মনে হয় না?"

সৌদামিনী। হাঁ, নিরীহ বটে, তবে সে শক্তের কাছে। বাঙ্গালী অত্যন্ত ভীরু, কাপুরুষ, যার জন্যে তারা দুর্ব্বলকে পীড়ন করে' একটা আনন্দ পায়, আর এই পীড়নকেই এরা বাহাদুরী বলে মনে করে।

রাখাল ভাবিল, সৌদামিনী ক্ষীরগ্রামের বর্ত্তমান ঘটনাবলীকে লক্ষ্য করিয়াই, ঈদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কাজেই এ বিষয়ে সে আর কোনো প্রতিবাদ জানাইতে সাহস করিল না।

সৌদামিনী কহিতে লাগিলেন—"বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে, কিন্তু নৈতিক চরিত্রবল না থাকায়, তারা মেরুদণ্ডহীন জাতি। বাঙ্গালী কল্পনাপ্রবণ, স্বার্থপর, এবং বিলাসী—সংসারে তারা যে কোনো বড় কাযের যোগ্য নয়, তার প্রমাণ বাংলার যে-কোনো বড় লোককে দেখলেই বুঝতে পারো; কাজেই, বাঙ্গালীকে বেঁচে থাকবার জন্যে চিরকালই পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েচে।"

রাখালের স্বজাতিপ্রীতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল বটে, কিন্তু এ যুক্তির প্রতিবাদও তাহার জোগাইল না—সে চুপ করিয়া রহিল।

বাহিরে মেঘ জমিতেছিল। ক্রমশঃ বাতাস খুব জোরে বহিতে লাগিল। অবশেষে সত্য সত্যই জল নামিল। মাটির সোঁদা গন্ধে গ্রামখানি ভরিয়া উঠিল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন।

খেদন ঘরে ঘরে লণ্ঠন রাখিয়া গেল। বাহিরে অশ্রান্তধারায় বারিপাত হইতে লাগিল।

বর্ষার মেদুর বাতাসে সৌদামিনীর উত্তপ্ত মনটাও যেন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। কহিলেন—"আমি একটা কথা আজ ক'দিন থেকে মনে করচি, বাবা!"

রাখাল কোমল ভাবে কহিল—"বলুন, মা—"

সৌদামিনী। তোমার মার জন্যে কি মন কেমন করচে না?

রাখাল। আপনাকে পেয়ে সে দুঃখিনী মাকে তো প্রায় ভুলেই গেছি।

সৌদামিনী। ভুলে গেছি বল্‌লেই কি হয়, বাবা। জলের তেষ্টা কি ঘোলে মেটে?

রাখাল। তা সত্যি, মা! তবে তাঁর জন্যে মন খারাপ করেও তো কোনো লাভ নেই।

সৌদামিনী। কেন?

রাখাল। সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে তো আর তাঁর শ্রীচরণ দেখতে পাচ্ছি না—

সৌদামিনী। যাতে পাও, তারি এক ব্যবস্থা আমি কর্‌চি! তাঁকে এইখানে আনাই।

রাখাল। সে কি? তা কি করে হয়?

সৌদামিনী। কেন হবে না? তাঁকে এখানে আনিয়ে আমরা দুই বোনে থাকব—আর তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে আবার ভর্ত্তি হওগে, এম্‌-এটা পাশ করে ফেলো।

রাখালের চক্ষু কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া আসিল। সহসা তাহার বাক্য-স্ফুর্ত্তি হইল না।

সৌদামিনী কহিলেন—"সেদিন তুমি বল্‌ছিলে না যে, ভাল হয়ে কল্‌কাতা গিয়ে যা হয় কিছু করবে আর এম্‌-এ পড়বে?"

রাখাল কহিল—"তা করব, কিন্তু এ রকম বন্দোবস্ত তো আমি ভাবি নি।"

সৌদামিনী কহিলেন—"একে তো তোমার এই শরীর, কিছু করে

সংসার চালিয়ে, এম্-এ পড়ার সুবিধা তোমার নাও হতে পারে! যে দিন-সময় পড়েচে—তেমন সুবিধে না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী! তাই আমার মন, তোমার মা আমার কাছে থাকবেন, আর তোমার যা খরচ হয়—এই মায়ের কাছ থেকে—"

রাখাল গাঢ়স্বরে কহিল—"মা, আপনার এ স্নেহের ঋণ জীবনে কোনো দিন যে শুধতে পারব, এ কল্পনা করাই পাপ! আপনার দয়াতে প্রাণ পেলাম—আমি যেন দ্বিতীয়বার আপনার গর্ভে জন্মালাম।—"

সৌদামিনী রাখালের ভাবের স্রোতে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

রাখাল কহিতে লাগিল—"স্নেহের ঋণের হিমালয় তো জমলই—তার সঙ্গে কত টাকা যে খরচ করলেন, তা আমি জানিও না, আন্দাজ করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমার নেই, কারণ আমি বড় গরীব—অতি কষ্টে সংসারে বেঁচে আছি মাত্র এবং মাকে একবেলা আধ-পেটা খাওয়াচ্ছি! অত টাকার হিসাব করেও কোনো ফল নেই—কারণ পরিশোধ করতে পারব না—বা আপনিও পরিশোধের আশা করেন না।"

সৌদামিনী অসহিষ্ণু হইয়া, কিঞ্চিৎ জোরেই কহিলেন—"কি আবোল্ তাবোল্ বকচ, রাখাল?"

রাখাল কহিল—"অত্যন্ত সোজা কথাই কইচি, মা। এত ঋণ আমার মাথায়, নতুন্ করে আর কোনো বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দেবেন না, এই আমার ভিক্ষা। এখান থেকে তো চলে যাবই—কল্‌কাতা গিয়ে, কোনো রকমে একটা কিছু সুবিধে করে নেবই—এম্-এও পড়ব।

আপনি কেবল এই গরীব ছেলেটিকে ভুলে যাবেন না—যখনই বিপন্ন হব—তখনি আপনার দ্বারস্থ হব।”

সৌদামিনী কহিল—“আমি যদি তোমার পড়ার খরচ বহন করি—”

রাখাল সতেজে কহিল—“এ পর্য্যন্ত কখনো কারো কোনো অর্থ সাহায্য গ্রহণ করি নি, মা। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন—”

সৌদামিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি যে তোমার মা—”

রাখাল কহিল—“তবুও না, শুধু আপনার আশীর্ব্বাদ আর পদধূলি চাই।” বলিয়া তাড়াতাড়ি সৌদামিনীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

সৌদামিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বাহিরে নববর্ষার মেঘমল্লার রাগিণী বাজিতেছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী আসিয়া সুবিমল সৌদামিনী ও অরুণা সম্বন্ধে এত সব কুৎসা গাহিয়াছে যে, সুবিমলের মাতার মন ইহাদের উপর অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু শ্রীগোপালবাবু পুত্রের কথায় ততটা প্রত্যয় করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, গৃহিনীর সহিত এই কয়দিন যাবৎ কেবলি কথা কাটা কাটি চলিতেছে।

শ্রীগোপালবাবু মৃদু মৃদু হাসেন আর বলেন—"তোমার ছেলেটি যে ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির, সেটা আগে প্রমাণ করা দরকার।"

গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন,—"কত ভাগ্যে ঐ শিবরাত্রির সল্‌তে মোটে একটা ছেলে, তাকে অবিশ্বাস করবার কী হেতু? আর, পেটের ছেলেকেই যদি অবিশ্বাস কর্‌লাম, তবে বেচে সুখ?"

শ্রীগোপালবাবু বুঝাইয়া দিলেন যে, অবিশ্বাসী পুত্র লইয়া বাস্তবিকই বাঁচিয়া সুখ নাই। কিন্তু গৃহিনী বুঝিলেন উল্টা।

তিনি নাকে কাঁদিয়া রায় দিলেন—"তুমি অর্থ-পিচাশ, কেবল টাকাই চিনেচ পৃথিবীতে, আর কিছুই চেন নাই।"

শ্রীগোপালবাবু তেমনি ঈষৎ হাসির সহিত স্বীকার করিলেন, সে কথা খুবই সত্য, কারণ টাকায় মিথ্যা কথা বলে না!

গৃহিনীর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উন্নত ও পরিস্কার হইতে লাগিল, কহিলেন—"তা' হলে টাকা নিয়েই তুমি থাক,—আমি ছেলে নিয়ে আলাদা থাকি।"

শ্রীগোপালবাবু এবার হাসির মাত্রাও একটু চড়াইলেন, কহিলেন—"প্রস্তাবটা খুবই ভাল যদি আমায় টাকা না জোগাইতে হয়। স্বাতন্ত্র রক্ষা করা মহত্তের লক্ষণ—যদি এই স্বাতন্ত্র্যবিধিটা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়! সেরূপ তোমাদের সামর্থ্য আছে কি?"

গৃহিনী স্বামীকে চেনেন। কাজেই আগুন লইয়া খেলা ছাড়িয়া দিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন পথে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' হলে কি বল্‌তে চাও, সুবি যা বলেচে, সব মিথ্যে? সদু দিদি বা তার মেয়ের কোনো দোষ নেই?"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"সুবি যে সব মিথ্যে বলেচে, তা' আমি বল্‌চি না। তবে তার বারো আনা যে মিথ্যে ও বাকী চার আনা যে কল্পনা বা বুঝবার ভুল, এতে আমার কোনো সন্দেহ নাই!"

"কেন?"

"মন্মথবাবুর স্ত্রীকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তাঁকে কখনো এত-টুকু কলঙ্ক স্পর্শ কর্‌তে পারে বলে' আমি মনে করি না! তাঁর দ্বারা কোনো নীচ কাজ? অসম্ভব—অসম্ভব।"

—"মেয়ে মানুষে না পারে কী? সব পারে!"

শ্রীগোপালবাবু মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন—"তা' বটে। তবে সব স্ত্রীলোকই তোমার মত নয়—"

গৃহিনী কপালের উপর চক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার মানে? আমার মত নয়—তবে কি আমি—"

শ্রীগোপালবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"তুমি কী সে কথাতো আসচে না! আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোকের পরম শত্রু

সাধারণত, স্ত্রীলোকের কোনো অপবাদ শুন্‌লে অন্য স্ত্রীলোকে সেটা এত সহজে বিশ্বাস করে, আর এত শীগ্‌গীর সেটা চাউড় করে' দেয় যে, পুরুষ তা' পারে না। এই জন্যেই পুরুষের হাতে কন্যা-দানের প্রথা, কন্যার হাতে পুরুষ-দান কোনো সমাজেই চল নেই।"

—"থাকলে কি হত?"

—"স্ত্রীলোকের অধীনে পুরুষ থাকলে পুরুষদের হাতে মাথা কাটা যেত; আর পুরুষরা হ'ত পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অসুখী। কারণ স্ত্রীজাতি হচ্ছে অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ, সঙ্কীর্ণচেতা, নির্ব্বোধ এবং স্বার্থপর—"

—"তা হ'লে মন্মথবাবুর স্ত্রী ভাল হলেন কিসে?"

—"শিক্ষায়,—যা তোমাদের নাই।"

গৃহিনী নাক সিঁটকাইয়া অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন—"আ মরুক্ তার শিক্ষা—দেশসুদ্ধ লোকে যার নিন্দে করে, পাড়াপড়শী যার হাতে জল খায় না—তার জীবনে ধিক। কথায় বলে—

যাকে দশে বল্‌ল ছি
তার জীবনে রইল কী?"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"এটা ভুলে যেও না, গিন্নি, ছি বল্‌চে কারা!"

গৃহিনী কহিলেন—"কেন, গাঁয়ের বামুন্ ভদ্দর সবাই তো বল্‌চে।"

—"বল্‌চে, সেটা পল্লীগ্রামসুলভ হিংসায় এবং পরশ্রীকাতরতায় আর তাদের বর্ব্বরতার দরুণ! পাড়াগাঁয়ের ঐ সব লোক তোমার ঐ পেল্লাদের চেয়েও মুখ্যু, ওর চেয়েও ছোট, ওর চেয়েও নীচ। আসল কথা, আমার যা মনে হচ্ছে—এঁদিকে গাঁয়ের লোক একে-

বারেই চিন্‌তে পারে নাই—এঁদের শিক্ষা শালীনতা সভ্যতা পল্লীবাসীদের কাছে একেবারে নূতন, কাজেই এরা যা মুখে আস্‌চে বলে বেড়াচ্ছে। প্রতিবাদ করার তো কেউ নেই—কাজেই সেটা চাউড়ও হচ্ছে। থাকৃত এঁদের কোনো পুরুষ অভিভাবক, দেখতে এরাই আবার উল্টো গাইত।"

গৃহিনী কহিলেন—"তুমি চাইচ' ঐ মেয়েটার সঙ্গে সুবির বিয়ে দিয়ে ওদের যা' আছে, সেইটে হাতিয়ে নিতে—তাই এত বাজে তর্ক কর্‌চ—তা' কি আর আমি বুঝচি না? বেশ তো, দাওনা ছেলের বিয়ে ওখানে—ছেলের মন নেই—এ কিন্তু আমি এখন থেকেই তোমায় জানিয়ে রাখচি।"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"একেই বলে মূর্খতা। টাকা অবিশ্যি ওঁদের যথেষ্টই আছে, তাতে কোনো ভুল নেই—আমার মত দশটা শ্রীগোপাল পণ্ডিতকে ওঁরা কিনতে পারেন;—সেদিকে যে আমার একে-বারেই লক্ষ্য নেই, তাও নয়—তবে মেয়েটি শুনেছি ভাল—কুটুমও হয় ভাল—জানা-শোনার মধ্যে, দু' পয়সা ঘরেও আসে। এটা কি নিতান্ত অন্যায়?"

"কিন্তু ছেলের পছন্দ নয় যে! তা' ছাড়া ঐ অপবাদ—"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"অপবাদ আমি বিশ্বাস করি না। তবে ছেলের যদি পছন্দ না হয়—সে কথা স্বতন্ত্র।"

গৃহিনী কহিলেন—"আমি তো সেই কথাই বল্‌চি—অনর্থক এতক্ষণ কথা কাটাকাটি করে, মাথাটা গরম করে' দিলে।"

শ্রী। মাথা তোমার গরমই। সেই জন্যে তোমার মাথা থেকে যা' বেরোয় তাই ছ্যাঁক করে' গায়ে লাগে। কথা কি জানো? তোমার

ছেলের অনেক কীর্ত্তিই আমার কাণে এসেচে, তোমায় জানাই নি, পাছে দুঃখ পাও—কিন্তু ছেলের উপর যেমন বিশ্বাস দেখছি, তাতে তোমায় সেগুলো জানান দরকার মনে হচ্ছে—

গৃহিনী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছেলের আবার কী কীর্ত্তি ?"

শ্রীগোপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"এই চাবি নাও লোহার আল্‌মারীটা খোল', দেখাচ্ছি—কিন্তু সাবধান, এ সব কথা সুবিকে যেন বলো না। তা: হলে কিন্তু ভাল হবে না।"

গৃহিনী চাবী লইয়া আল্‌মারী খুলিয়া, স্বামীর নির্দ্দেশমত দেরাজ হইতে কয়েকখানি পুরাতন পত্র আনিয়া শ্রীগোপালবাবুর হাতে দিলেন। শ্রীগোপালবাবু এক একখানি করিয়া পড়িয়া তাহার মর্ম্মানুবাদ করিতে লাগিলেন।

প্রথম পত্রখানি বোম্বায়ের একজন ভাটিয়ার। সুবিমল তাহার কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার লইয়াছিল, সুদ সমেত সাত হাজার হওয়ায় সে ব্যক্তি শ্রীগোপালবাবুকে লিখিয়াছে।

দ্বিতীয় পত্রখানির লেখিকা একজন ভারতীয় খৃষ্টান ছাত্রী। নাগপুরে অবস্থান কালে সুবিমল তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া তাহার সহিত যে অবাধ মেলা-মেশা করিয়াছে, তাহার ফলে সে বালিকাটি এখন সন্তান-সম্ভবা। সে চায় চুক্তি-পূরণ, নচেৎ আদালতের আশ্রয়!

তৃতীয় পত্রখানি বোম্বায়ের জনৈকা পার্শি মহিলার শ্লীলতা হানির দরুণ এক উকীলের চিঠি।

শ্রীগোপালবাবু পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরো শুনতে চাও? আরও আছে।"

গৃহিনী স্তম্ভিত ভাবে শুনিতেছিলেন, হঠাৎ চমক ভাঙিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন—"য়্যাঁ, এ সব কি সত্যি? সুবি আমার—"

"বড্ড ভাল ছেলে, নয়?"

গৃহিনী নির্ব্বাক।

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"তা' হলেই বুঝতে পার্‌চ যে, মন্মথবাবুর স্ত্রী-কন্যার সম্বন্ধে সুবি যা' বলেচে, একবারেই তা বিশ্বাস্য নয়।"

গৃহিনী স্বামীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, নীরবে তাঁহার মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীগোপালবাবু চিঠি কয়খানি পুনরায় সিন্দুকে যথাস্থানে রাখিতেছেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন।

শ্রীগোপালবাবু শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া ডাক্তারবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া, চা আদেশ করিলেন।

ডাক্তার সাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্যের সহিত কহিলেন—"আবার চা? বৈকাল থেকে ৫।৬ কাপ হয়ে গেছে যে—আবার? আচ্ছা!"

শ্রীগোপালবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"আপনার তো চায়ে অরুচি নেই?"

ডাক্তার সাহেব হোহো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"অর্থাৎ গঙ্গা মরা আলে না। তা' বটে, তা' বটে! মোট কথা চায়ের রেওয়াজ হওয়ায় আমাদের দেশে জল চলাচলটা একটু বেড়েচে—কি বলেন?"

শ্রীগোপালবাবু কথাটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন মাত্র।

ঘননাথ কহিলেন—"এই ধরুন্, কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত, এর হাতে খাব না, ওর ছোঁয়া খাব না—এর জল চলবে না প্রভৃতি অনেক রকম গোঁড়ামি ছিল আমাদের—কিন্তু এখন—? এখন যে-না-সেই একটা চায়ের দোকান করচে—বামুন বদ্যি কায়েত বিনা ওজরে চা খেয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানদার যে কে, কি জাত, কেউ জিজ্ঞাসাও করে না।"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"ঠিক বলেছেন! চা তো চা—আবার চপ কাটলেট পর্য্যন্ত অবাধে চল্‌চে!"

বাগ মহাশয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"এ সব খুবই ভাল চিহ্ন অবিশ্যি, তাতে ভুল নেই। ভারতের পরাধীনতা এই অস্পৃশ্যতা এবং নিদারুণ জাতি-বৈষম্যই অক্ষয় করে রেখেচে। তবে এই যে বিদ্রোহ এটা সদ্ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না! আর তার জন্যে দায়ী হচ্ছে আমাদের বংশধরদের নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং তজ্জনিত অসংযম, কি বলেন?"

শ্রীগোপালবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। ডাক্তার সাহেবের শেষ মতটিতে শ্রীগোপালবাবুরও সায় যেন আপনা আপনিই পড়িয়া গেল। কহিলেন—"খুব সত্যি।"

বাগ্ সাহেব কহিতে লাগিলেন—"এই দেখুন না, আজ কালকার ছেলেরা কত উদ্ধত, কত অবিনয়ী, কত অবাধ্য! আমরা ছেলে বয়েসে কি এ রকম ছিলাম? মনে করুন্ দেখি? আমার মনে আছে, কোনো মাষ্টারকে, কি গ্রামের কোনো বয়োজ্যেষ্ঠকে পর্য্যন্ত যদি কখনো পথে দেখতাম, তা হ'লে আমরা কত সঙ্কুচিত হতাম। আর আজ কালকার

ছেলেরা তাঁদিকে ডোণ্টোকেয়ার করে', মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে, শীষ দিতে দিতে, ধাক্কা মেরে চলে যায়। এর কারণও ঐ একই,—সুনীতি আর সংযমের অভাব।"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"আপনার এ মত খুবই মূল্যবান। আমিও দেখছি ছেলেরা কেমন মেয়েলী-মেয়েলী, পৌরুষের লক্ষণ পর্য্যন্ত নাই। সব কাজেই বাধ-বাধ জড়সড়—কোনো লোকের সঙ্গে ঠিক কথা কইতে পর্য্যন্ত পারে না; হয়, এত বিনয় দেখাবে যা' অত্যন্ত হাস্যকর, আর নয়, এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে যা' অমার্জ্জনীয়। ঠিক যেমন ভাবে কথা কইতে হয়, সেই ভাবটা জানে না। সত্যি কথা—সেতো একেবারে বাঘ! পদে পদে ধরা পড়বে, তবু মিথ্যে কথা বল্‌তে ছাড়বে না। এত বড় নির্লজ্জ। আমরা কিন্তু ছিলাম, ঠিক এর বিপরীত! কেমন, নয় কি ডাক্তার সাহেব?"

ডাক্তার সাহেব হোহো করিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন—"হলে হবে কি, আমরা গো-টু-হেল ওল্ড ফুল্! মোট কথা, আমরা তবু এক রকম কাটিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাদের ছেলেপিলেরা নিজেদের বুদ্ধিদোষে জীবনে বহু কষ্ট পাবে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীগোপালবাবু।

শ্রীগোপালবাবু সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার সাহেবের হঠাৎ কি মনে পড়িয়া গেল, তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে কহিলেন—"শ্রীগোপালবাবু, যে কথা বল্‌তে আমার আসা, তাই আপনাকে বলা হয় নি—অন্য কথায় এতক্ষণ সে আসল কথাটিই ভুলে গিয়েছিলাম।"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"আজ্ঞা করুন।"

ডাঃ বাগ্ তাঁহার ক্ষীরগ্রাম গমন, অবস্থান, রাখালের মাথার আঘাত, সৌদামিনী ও অরুণার আতিথ্য, সুবিমলের ক্ষীরগ্রাম গমন, সুবিমলের সঙ্গে একসঙ্গে ভোজন করিবার জন্য বৃথা প্রতীক্ষা, সৌদামিনীর মুখের উপর সুবিমলের দুর্ব্যবহার, সৌদামিনীর মনঃকষ্ট, তাঁহার আশ্বাসদান, সুবিমলের সহিত অরুণার বিবাহ দিতে সৌদামিনীর অনিচ্ছা, তাঁহার যতিপুর প্রত্যাগমন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে এখানকার বাটীর অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশদ ভাবে বর্ণনা করিলেন। শ্রীগোপালবাবু স্থিরভাবে শেষাবধি সব শুনিয়া কহিলেন—"আমি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম, ডাক্তার সাহেব!"

ডাঃ বাগ্ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম?"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"আপনি আসার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক এই নিয়েই তর্কবিতর্ক করছিলাম—আমার বিশ্বাস, এমনি কিছু একটা কাণ্ড সে সেখানে করে এসেচে, তা নৈলে তাঁদের নামে অত মিথ্যা কুৎসা সে কখনই রটাত না!"

ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করিলেন—"সেও এসে বুঝি উল্টো গেয়েচে?"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"তা না গাইলে কি চলে? নিজের দোষ ঢাকতে এক রকম প্রকৃতির লোক আছে, অপরের নিন্দা করে। আর আমার স্ত্রীও তাঁর ছেলেটিকে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির মনে করে নিয়ে, এই সব অসন্দিগ্ধ ভাবে গলাধঃকরণ করেছেন!—আর—"

কথাটা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। একজন লালপাগড়ীধারী কনেষ্টবল আসিয়া সেলাম করিয়া দুয়ারের তলগড়ে দাঁড়াইল। ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়া পা ঠুকিয়া পুনর্ব্বার সেলাম করিল। উভয়েই জিজ্ঞাসু হইয়া সিপাহীর মুখপানে চাহিলেন।

সিপাহী তাহার বাংলা ও হিন্দীর সংমিশ্রনে যাহা নিবেদন করিল তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—সুবিমল লক্ষ্মী বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে ভাড়াটিয়া আদুরী নাম্নী এক গণিকার গৃহে মদ্যপান করিয়া মারপিট করিয়াছে, তাহার ফলে একজন লোক খুব জখম হইয়াছে। দুইজন বিটের সিপাহীও অল্পবিস্তর মার খাইয়া বহু কষ্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনিয়াছে। থানাতেও সে কর্ম্মচারীদিগকে গালাগালি মন্দ করিতেছে। তাহাকে আপাততঃ গারদে রাখা হইয়াছে। থানাদার মহাশয় আসামীর পিতাকে সংবাদ দিতে বলিলেন।

শ্রীগোপালবাবু সব শুনিয়া বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"তা' হলে আমি উঠলাম, শ্রীগোপালবাবু।" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বাগ্‌ মহাশয় টুপী ও ছড়ি লইয়া তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মুখে ঘৃণা ও লজ্জার এমন একটা ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার পরিচিত কেহ তাঁহাকে তখন দেখিলে নিশ্চয়ই তিনি বিস্মিত হইতেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রি। অবিরত বৃষ্টিপাতের অবিশ্রান্ত শব্দে, ভেকের হর্ষ কোলাহলে, এবং তরুশাখে পাখার সিক্ত পক্ষ-বিধূননে সুষুপ্ত পল্লী মুখরিত। মাঝে মাঝে বেতালা হাওয়া মাতালের মত অধীর আনন্দে আর্দ্র শাখার পিঠ চাপড়াইয়া করতালি দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। নিবিড় অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ঝলকে দেখা যাইতেছিল, ঘাটবাটমাঠ সব জলে চিক্‌চিক্ করিতেছে—কোথায় খাল কোথায় ডোবা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কুকুর শৃগালও পথ ছাড়িয়া কোথায় আশ্রয় লইয়াছে!

মুহুরীবাড়ীর আমবাগানের সম্মুখে পথের বাঁকে, মাল-কোচা-মারা, হাঁটুর উপরে কাপড়-তোলা, ছাতা মাথায় দিয়া খালি পায়ে, গায়ে ছিটের এক কোট জড়াইয়া শাখা-বহুল এক ঘোড়া-নিমের তলায় গ্রামের জমিদার বিপিনচন্দ্র অধীর ভাবে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। পাশে একখানা খালী পাল্কী। অদূরে এক পিটুলী গাছের তলায় গামছা মাথায় দুইজন বেহারা জলে ভিজিয়া কাঁপিতেছিল।

কিঞ্চিৎ চাপা গলায় বিপিন বিরক্ত ভাবে কহিল—"ওরে খুদু, একবার দেখতে পারিস, শালারা সেই থেকে কী কর্‌চে? আর কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়?"

খুদু নড়িল না—যেখানে ছিল সেই স্থান হইতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল —"এ সব কাজ কি সন্দেশ খাওয়া, বাবু, যে টপ করে মুখে দিলাম আর

কোঁৎ করে' গিল্‌লাম ? এতে অনেক কাঠ খড়ি পোড়াতে হয়। এ কি এতই সোজা নাকি ? ব্যস্ত হবেন না।"

ভয়ে বিপিনের তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল—ছাতা ফুঁড়িয়া তাহার মুখে যে জল পড়িতেছিল, সেই জলবিন্দুগুলি চাঁটিয়া চাঁটিয়া খাইয়া বিপিন তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, এ কাজ না করিলেই ভাল হইত। একবার ভাবিল, ফিরিয়া যায়। কিন্তু ব্যাপার এত দূর গড়াইয়াছে যে, আর ফেরাও মুস্কিল। মনে পড়িল দারোগা-বন্ধুর কথা! বিদ্যুৎচমকের মত একটু সাহসও হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিভীষিকা আসিয়া সে স্থান অধিকার করিল। দারোগার উপর রাগ হইতে লাগিল—কেন সে ভরসা দিল! সন্দেহও জাগিল, যদি শেষ পর্য্যন্ত সে কোনো সাহায্য না করে ? গভর্ণমেণ্টের চাকর, দারোগা, তাহার উপর মুসলমান—বিশ্বাস কি ? বিপিন আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ডাকিল—"খুড়—" তাহার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক।

খুড় ঝাঁজের সহিত জবাব দিল—"কি বাবু, বারে বারে খুড় খুড় করে' চেঁচাচ্ছেন ? এত যদি ভয়, তবে এ কাজে নামা উচিত হয় নাই। এখন নাচতে নেমে ঘোম্‌টা! 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' চুপ করে' যেমন দাঁড়িয়ে আছেন, দাঁড়িয়ে থাকুন।"

বিপিন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল। তিন জনেই চুপ্ চাপ্— নির্ব্বাক্! থমথমে অন্ধকার রাত্রিতে কেবল ঝম্‌ঝম্ জলের শব্দ—উপরে জলের ধারা, পায়ের তলে জলের স্রোত। বিপিন ভাবিল, চুপ্ চাপ্ কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়! এ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা তাহার

অসহ্য! ফিরি-ফিরি করিতেছে—এমন সময় কতকগুলি লোকের এক সঙ্গে পদধ্বনি ও জলের উপর ছপাৎ ছপাৎ শব্দে—বিপিনের হুঁস হইল, ফেরা আর হইল না! তখনও বিপিন কায়মনোবাক্যে কামনা করিতে-ছিল—যেন ইহারা বিফল হইয়াই ফিরিয়া আসে। কাজ-হাঁসিলে কাজ নাই। কিন্তু তাহা হইল না।

প্রসন্ন চাপা গলায় জড়িত স্বরে কহিল—"কৈ—কৈ—বাবাজী কোথায় ওরে খুদো—এই যে, বাবাজী এই দেখ কেল্লা ফতে—ভাণ্ডার লুট!" বলিয়া হাত পা ও মুখ বাঁধা জ্ঞানশূন্যা অরুণাকে দেখাইল। ৭।৮ জন বলিষ্ঠ লোকে তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া পাল্কীর মধ্যে ধপাস করিয়া ফেলিল।

বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া প্রসন্ন কহিল—"দেখ' বাপধন, তোমার খুড়ো তোমার জন্যে না পারে কী।"

সঙ্গীরা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"বা ঠাকুর, তুমি তো ভারী মজার লোক! সাপের গর্ত্তে হাত দিলাম আমরা, আর বাহাদুরী মারচ তুমি? এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায় হে স্যাঙাৎ?"

প্রসন্ন কহিল—"বেশ—বেশ, খুব বাহাদুর, নে এখন পাল্কী ওঠা! বড্ড দুর্য্যোগ, তবু রাতারাতি আমাদিকে অনেক দূর পৌঁছুতে হবে। উঠে পড়'—উঠে পড়' বাবাজী! তুমি পাল্কীতে ওঠ"—

বিপিনের মুখে কথা সরিতেছিল না। তাহার সর্ব্বশরীর ভয়ে হিম হইয়া গিয়াছে! তাহার কাণে কোন কথাই পৌঁছিল না। বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত!

প্রসন্ন হুকুম দিল—"যেমন করে হোক ইন্দ্রনগর ডাকবাংলায় আজ

রাতারাতি পৌঁছুতেই হবে, বাবা সব!" ক্ষীরগ্রাম হইতে ইন্দ্রনগর সাতক্রোশ।

"ওঠো, বাবাজী, আর দেরী করা ঠিক নয়—ভাবচ' কী?" বলিয়া একরূপ ঠেলিয়াই প্রসন্ন বিপিনকে পাল্কীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। বিপিন অভিভূতের মত বসিল। বিপিনের কেবলি মনে হইতেছিল—ইহারা ব্যর্থ হইলেই সে সব চেয়ে খুশী হইত। কিন্তু আর সময় নাই। হাতের ঢিল হাত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে!

পাল্কীর দুই দুয়ারই খোলা রহিল, ভিতরে শায়িত অরুণা ও উপবিষ্ট বিপিন উভয়েই ভিজিতে লাগিল। বেহারারা প্রচুর মদ্যপানে অস্থির পদক্ষেপে পাল্কী কাঁধে হন হন করিয়া ছুটিল। প্রসন্ন পাল্কীর অনুগমন করিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল,—কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল, সূচীভেদ্য জমাট অন্ধকার যেন ঠেলিয়া যাইতে হইতেছিল; উপরে নীচে পাশে সর্ব্বত্র ভারী জমাট পাথরের মত অন্ধকার মানুষকে পিষিয়া মারিতে চাহিতেছিল।

নিথর নিস্পন্দ জলে ঢিল ছুঁড়িলে একবার একটা হিল্লোল বহিয়া যেমন তখনি আবার স্থির গম্ভীর হয়, ক্ষণিকের বিদ্যুৎ চমকেও এই অন্ধকারে তেমনি মাঝে মাঝে এক একবার ঢেউ উঠিতেছিল মাত্র।

চারিজন বেহারা পাল্কী বহিতেছে, আর চারিজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে—প্রসন্নও ইহাদের সহিত চলিতেছে। প্রচুর মদ্যপানে সকলেই বুঁদ। যাহারা সঙ্গে যাইতেছে, তাহারা মাঝে আছাড় খাইতেছে, উঠিতেছে আবার ছুটিতেছে—কাহারো মুখে কোনো কথা নাই।

সমস্ত রাত্রি এই ভাবে চলিয়া রাত্রিশেষে ইহারা যখন ইন্দ্রনগরের

কাছাকাছি, তখন পূর্ব্বদিকে একটু আলোর সন্ধান মিলিল। বৃষ্টির বেগ কমিতে কমিতে একবারে থামিয়াই গেল। পূর্ব্বাসারে অরুণোদয় হইল।

পথঘাটমাঠ জলে থৈ থৈ। ইন্দ্রনগর ডাকবাংলার ফটকের কাছে আসিয়াই বেহারারা পাল্কী নামাইল। প্রসন্ন অবসন্ন ভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাদা ও জলের উপরেই ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পাল্কীর মধ্যে অরুণা হাত পা ও মুখ বাঁধা হইয়া মরার মত তখনও অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া, পাশে বিপিনবিহারী কাঠের পুতুলের মত এক ভাবে উপবিষ্ট; জলে দুই জনেই ভিজিয়াছে—টস্‌টস্‌ করিয়া উভয়ের কাপড়চোপড় হইতে জল ঝরিতেছে। বিপিনের কোনোই হুঁস নাই

কিয়ৎক্ষণ জিরাইয়া লইয়াই প্রসন্ন টলিতে টলিতে প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সুপ্রভাত জানাইতে আসিয়া দেখিল, বাবাজীবনের ঐ অবস্থা। একটা ধাক্কা মারিল। বিপিন হঠাৎ নিদ্রোত্থিতের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। বিপিনকে প্রসন্ন টানিয়া বাহিরে আনিয়া—কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, বিপিন প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল—"কাকামশায়, এ কী করলেন? ঠিক এমনটা যে হবে, তাতো আগে বলেন নি? একটু জল—একটু জল—"

বিপিনের কণ্ঠস্বর ভয়কম্পিত, চক্ষু জবাফুলের মত লাল, পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু মরুভূমির মত শুষ্ক। সে একসঙ্গে কাঁপিতেছে, এবং ঘামিতেছে।

—"কেন বাবা, এ বিয়ের যে এই মন্ত্র, তাকি জানতে না? আর

গ্যাকামী কেন? ছেড়ে দাও না! বরং ঐ সুন্দরীর সঙ্গে একটু আলাপ সালাপ জমাতে চেষ্টা কর—যাতে কাজ হবে।"

প্রসন্নর সর্ব্বাঙ্গে কাদা—কণ্ঠস্বর জড়িত, চক্ষুর্দ্বয় নেশায় ঢুলুঢুলু, পদদ্বয় অস্থির, দেহ টলটলায়মান।

বিপিন খপ করিয়া পাল্কীর ছাদে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইল—বড় পিপাসা, জল।

প্রসন্ন কহিল—"এটা তো বাবা তোমার বৈঠকখানা নয় যে, কল্‌সী থেকে ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে তোমার হাতে দেবো? এখানে তেষ্টা লাগলে ঐ পুকুরে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে। এস না, পুকুরেই যাই—হাত পা ধুয়ে, একেবারে চান আহ্নিক সেরেই ডাকবাংলায় ঢোকা যাবে—এমন কাদা মেখে সং সেজে না গিয়ে, বরং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই একদম ঢুকব—ততক্ষণ বাংলার চৌকিদার বেটাও উঠুক! ওরে তোরাও আয় বাবা, পাল্কী এইখানেই থাক্—হাত পা ধুয়ে আয়, যা।"

বেহারারা এ সৎপরামর্শে সায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রসন্ন বিপিনের গলা ধরিয়া পুকুরঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রসন্ন বলিতে লাগিল—"এই ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে চান করায় পুণ্যি আছে। মুনিঋষিরা কর্‌তেন। আমাদের এতে আজ, সুবিধেও আছে। এখুনি বরং সবাই চান্‌টান্ যা' করবার করে নাও, বেলা হলে এখানে গাঁয়ের লোকেরা আসবে—দেখা শোনা হবে—তাতে বিপদও আছে। এতো আর ভিন্ দেশ নয় যে আমাদিকে কেউ চিন্‌বে না? এ আমাদের ক্ষীর গাঁ থেকে মোটে ৭ কোশ, এখানকার ইতর ভদ্দর সবাই আমাদিকে চেনে—তারপর একবার বাংলায় ঢুকে ফটক বন্ধ কর্‌তে পার্‌লে, আর কার কী?

ভুটো আকা জ্বেলে রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি—চট করে ছু'টো খেয়ে নিয়েই, ব্যস উশীরপুর ইষ্টাশিন। ১০টায় গাড়ী—সন্ধ্যে নাগাৎ একেবারে কোল্‌-কাতা! কি বল, বাবাজী?”

বিপিন কোনো উত্তরও দিল না, বা তাহার কোনো ভাবান্তরও দেখা গেল না। প্রসন্ন সদলবলে পুকুরঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল তিন চারি জন খোট্টা সিঁড়িতে বসিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কি গল্প করিতেছে ও দাঁতন করিতেছে। বিপিন চমকিয়া উঠিল—প্রসন্নও যে একটু না দমিল, তাহাও নয়—কারণ এ সময়ে এখানে যে কোনো লোকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে—ইহা কাহারও কল্পনাতেও তখন আসে নাই।

প্রসন্ন শঙ্কিত বুকে মুখে সাহস দেখাইয়া ছুই চারি ধাপ নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এই—তোমরা কে হ্যায়? কোত্থেকে এসেছ হ্যায়?”

গল্পকারীরা একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল মাত্র, কোনো উত্তর দিল না।

প্রসন্ন আরও নামিয়া, তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—“এঃ, বল্‌চ না কেন হ্যায়? তোমরা কে হ্যায়? এখানে কেন আসা হ্যায়?”

মুখুয্যে মহাশয়ের সাহসে এবং খোট্টা ভাষার ব্যুৎপত্তিতে, তীরে দাঁড়াইয়া বেহারারা প্রশংসমান্‌ দৃষ্টিতে প্রসন্নকে নিরীক্ষণ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—“মুখুয্যে মশায়ের মত চৌকষ লোক, এ তল্লাটে মেলা ভার।”

খোট্টাদের একজন পরিষ্কার বাংলা ভাষায় জানাইল, তাহারা ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেবের চাপরাশী গত রাত্রে এখানে আসিয়াছে! সাহেব ডাক বাংলায়—

প্রসন্ন পিছু হঠিতে লাগিল. শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ধৈর্য্যও তাহার আর রহিল না। সে তাড়াতাড়ি একরূপ দৌড়িয়াই উপরে উঠিয়া আসিল। প্রসন্নকে দৌড়াইতে দেখিয়া তীরস্থ সকলেও দৌড়িতে লাগিল, বিপিনও।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাপরাশীরা একসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল—"বংগালী কেয়া ডরপোক—"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সকলেই ছুটিয়া আসিয়া ডাকবাংলার ফটকের নিকট যেখানে পাল্কী ছিল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই, প্রসন্ন কহিল—"বিপিন, মহাবিপদ!—"

সকলে এক সঙ্গে ভীতভাবে প্রশ্ন করিল—"কী ঠাকুরমশায়, কী?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রসন্ন কহিল—"ডাকবাংলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন! এখন উপায়?"

বিপিনের জ্ঞান হইল, কহিল—"উপায়? এখুনি তো ধরা পড়্‌ব! উপায়?—" বিপিন জলপিপাসা ভুলিয়া গিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। প্রসন্নর নেশার আমেজ কাটিয়া, চম্ করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিল—ঢুলুঢুলু চক্ষু শিবনেত্রে পরিণত হইল।

প্রসন্ন কহিল—"এখন পিঠ্‌টান্ ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। এখুনি—এই মুহূর্ত্তে—পালাতে হবে, তা নৈলেই হাতে দড়ি! আর ভাব্‌বার চিন্তোবারও সময় নেই—"

বিপিন বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা পালাব?"

প্রসন্ন কহিল—"যে দিকে দুই চোখ যায়—"

খুদু বেহারা জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের কি হবে ঠাকুরমশায়—"

প্রসন্ন কহিল—"এক কাজ করা যাক্, পাল্কী এখান থেকে সরিয়ে ঐ বাগানটার মধ্যে রেখে তোরা বাড়ী ফিরে যা"—কিছু চিন্তা করিয়া

—"না, না, আর এক কাজ কর্! আজ বাড়ী না গিয়ে, তোদের এদিকে ওদিকে যদি কোথাও কোনো কুটুমবাড়ী থাকে তো—সেখানে চলে' যা তারপর কাল বাড়ী যাস্। আমরা দু'চার দিন এখন কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থেকে, তারপর বাড়ী যাব'। আমাদের কথা যদি তোদিকে কেউ শুধোয়, তোরা যেন কিছু জানিস্ না—এম্‌নিভাব দেখাবি, বুঝ্‌লি? খবর্‌দার, আমাদের সঙ্গে যে তোরা ছিলি, এ-কথা যেন ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। তা' হলে তোরা তো মর্‌বিই, আমাদিকেও বিপদে

খুদু কহিল—"এজ্ঞে, তা আর শিখুতে হবে না, ঠাকুরমশায়—তবে আমরা যে এই মেহনৎ কর্‌লাম—"

প্রসন্ন কহিল—"আমরা বাড়ী ফিরেই তোদিকে মোটা করে' বখ্‌শীশ্ দেব'—কিচ্ছু ভাবনা নেই। মনে কর, এ টাকা তোদের বাক্সেই আছে। ভয় কি?"

কাঙ্‌লা কহিল—"বাক্সে থাক্‌লে তো পেট ভর্‌বে না, বাবু, এখন তো কিছু দিন্—তারপর বখ্‌শীশ্ যা' দেন্, দেবেন।"

প্রসন্ন চঞ্চল ভাবে কেবলি এদিক ওদিক চাহিতেছে। কহিল—"আচ্ছা, দিচ্ছি দিচ্ছি—দাও তো বাবাজী, দশটা টাকা এদিকে—বেচারীরা খুব মেহনৎ করেচে কাল। কিন্তু সব বৃথা হল, বাবা, মুখের গ্রাস ফেলে পালাতে হচ্ছে—এই যা' দুঃখু।"

বিপিন মন্ত্রমুগ্ধের মত ভিজা কোটের পকেট হইতে ভিজা একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিতে, প্রসন্ন বিপিনের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া খুদুকে দিয়া কহিল—"এই নে—বাবুর মত এমন দানাদার নজর কার?

এক কথাতেই দশ টাকা—যাঃ—আমার বাড়ীতে কাল দু'সের মাছ দিয়ে আসিস্ যেন, নেঃ পাল্কী তোল্—আর—"

"ঐঃ ঐঃ চাপ্‌রাশীরা আস্‌চে ধর্‌তে—"বলিয়াই পাল্কী ফেলিয়া বেহারারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। প্রসন্নও বিপিনকে টানিতে টানিতে এক রকম হেঁচড়াইয়া লইয়াই উশীরপুরের পথে ছুটিল। পাল্কী ও তারমধ্যে বদ্ধাবস্থায় অরুণা সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাপ্‌রাশী চতুষ্টয় দূর হইতে এইগুলিকে পলাইতে দেখিয়া আবার একচোট খুব হাসিয়া লইল। সদ্যস্নাত, নাভির নীচে ভুঁড়ি বাহির করিয়া মালকোচা-মারা কাপড়, প্রত্যেকের হাতেই জলভরা এক এক লোটা, ভিজে কাপড়খানি কোচান' মাথার চারি পাশে পাগড়ীর মত জড়ানো, দীর্ঘ উপবীতে এক গোছা চাবির এক রিং বাঁধা—তুলসী দাসের রামায়ণ আওড়াইতে আওড়াইতে, মন্থরগতিতে পাল্কীর কাছে আসিয়া কাহাকেও না দেখিয়া এবং পাল্কীর মধ্যে বদ্ধাবস্থায় জ্ঞানশূন্যা অরুণাকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহারা একেবারে হতভম্ব মারিয়া গেল।

চাপ্‌রাশী চারিজন উপবীতধারী হইলেও তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কেহই ছিল না। বেহারে ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ভূমিহার, কোথাও কোথাও কুর্ম্মি, বণিক, নাপিত, ময়রাও উপবীত গ্রহণ করে ও নামের শেষে "রামে"র পরিবর্ত্তে "সিং" বা "প্রসাদ" সংযোগ করিয়া জাতি গোপন করিয়া উচ্চতর জাতিতে চলিবার প্রয়াস পায়; ইহারাও শেষোক্ত শ্রেণীর সিং ও প্রসাদ। স্বদেশে অর্থাৎ বেহারে, সরকারী চাকুরী কিম্বা কোনো সাহেবের আর্দ্দালি বেয়ারারও অসীম সম্মান—সে পিউন্-সাহেব, চাপ্‌রাশী-জী, আর্দ্দালি-জী বা বেয়ারা-মহারাজ! বঙ্গে সে খাতির ইহার

না পাইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাশ্-চাপ্রাশীর গৌরব ইহারা ভুলে নাই! তাহাদের অকস্মাৎ মস্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত হইয়া উঠিল—সেইখানেই লোটা ফেলিয়া ভিজা কাপড় দুইখানি অন্য দুইজনের হাতে দিয়া, পলায়িত দুইদলের উদ্দেশ্যে দুইদিকে দুইজন ধাবমান হইল। অন্য দুইজন ফটক খুলিয়া বাংলায় ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কিছু ছোলা চিবাইয়া আধলোটা জল উদরস্থ করিয়া উর্দ্দি পরিয়া, সাহেবের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই, দেখিল সাহেব সদ্যনিদ্রোত্থিত হইয়া নৈশ পোষাকেই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুসলমান্ বেয়ারা বারান্দাতেই একখানি চেয়ার ও একটি টীপয় রাখিয়া চা চিনি ও দুধ সমেত একটি ট্রে আনিয়া ধরিল। সাহেব চা পানে মন দিলেন, চাপ্রাশী দুইজন আভূমি-সন্নতপৃষ্ঠে সেলাম করিয়া বারান্দার নীচে খাড়া রহিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যুবক—বয়স প্রায় ৩০।৩২, এখনও অবিবাহিত। এই নূতন জেলার কর্ত্তৃত্ব পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লোকটি খুব মিষ্ট—সর্ব্বদাই হাসিমুখ—সহানুভূতি, সুবিচার, দয়া, নিরপেক্ষতা, কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি বহু সদ্গুণের জন্য তিনি সুবিখ্যাত! সকলেই তাঁহার ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ। সাহেব বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত। বাংলাও বেশ ভাল জানিতেন। তিনি অক্সফোর্ডে এণ্ডারসনের ছাত্র ছিলেন।

রামশরিফন্ সিং নিবেদন করিল, ফটকের বাহিরে পাল্কীতে মৃতপ্রায় এক নারীকে ফেলিয়া কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন লোক পলাইয়াছে। ঝড়িপ্রসাদ ও নাথুনী সিং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে।

সাহেব চা ফেলিয়া ড্রেসিং গাউন্টি চাপাইয়াই ছুটিলেন। নিজহস্তে

বন্ধনমুক্ত করিয়া অরুণার নাড়ী ও নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া, ভৃত্যগণকে পাল্কী উঠাইয়া বাংলার বারান্দায় লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। নাকের বন্ধন খুলিতেই একটুকরা তুলা বাহির হইয়া পড়িল।

সাহেব তুলাটি বহুক্ষণ ধরিয়া শুঁকিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—ইহাতে ক্লোরোফর্ম্ম মাখানো ছিল।

অত্যাচারে বন্ধনে-ভয়ে শীতে অরুণার সংজ্ঞালুপ্ত হইয়াছে—এখন ইহাকে বাঁচাইতে হইলে এখনি এই ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া শুশ্রূষা করিতে হয়। কিন্তু—কি করিয়া তাঁহার বা তাঁহার ভৃত্যদের দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব? কি করিয়া যে এ ব্যাপার ঘটিয়াছে ও কেন ঘটিয়াছে সাহেবের তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। অসহায়া অপ্রাপ্তবয়স্কা এক নারীর উপর এই অমানুষিক অত্যাচারে ইংরাজের প্রাণ সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। অপরাধীকে দণ্ড দিবার জন্য তাঁহার রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। কিন্তু আপাতত ইহাকে বাঁচান যায় কি উপায়ে, ইহাই হইয়া দাঁড়াইল তাঁহার প্রধান চিন্তা। এ কাপড় ছাড়াইয়া ইহাকে পরাইবেন কি? অথচ ভিজা কাপড় এই মুহূর্ত্তেই ছাড়ান' কর্ত্তব্য! গোলাপফুলের মত রং এই যুবতীর—কিন্তু সারারাত্রি জলে ভেজার দরুণ হইয়াছে নীলাভ এবং স্থানে স্থানে ফ্যাকাশে'। দুই এক মিনিট ভাবিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বাংলা কো চৌকীদারকো জরু হ্যায়?"

শিউপূজন চাপ্‌রাসী উত্তর দিল—"নেহি গরীব-পরোবর্।"

সাহেব হুকুম দিলেন, শীঘ্র তাহার কাছে গিয়া যে-কোন এক স্ত্রীলোককে একবার এখানে আনিতে।

সাহেব নিজের ড্রেসিং গাউন্‌টি খুলিয়া চামড়ার ব্যাগ হইতে ২।৩ খানি

ধোয়া বিছানার চাদর ও একখানি তোয়ালে আনিয়া বাহিরে রাখিতেই একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া শিউপূজন ও চৌকীদার আসিয়া হাজির। এ বৃদ্ধা বিপত্নীক চৌকীদারের শ্বাশুড়ী, গত রাত্রে তাহার মাতৃহীন দৌহিত্রকে দেখিতে আসিয়া জলের জন্য আর যাইতে পারে নাই।

সাহেব বুঝাইয়া দিলেন, পাশের ঘরে লইয়া গিয়া এই নারীকে গরম জলে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া, মুছাইয়া, এই বিছানার চাদর পরাইয়া ও এই গাউনটি গায়ে জড়াইয়া, বাহিরে ইজি চেয়ারে আনিয়া বসাইতে। শিউপূজনকে কহিলেন, কিছু গরম দুগ্ধ আনিবার জন্য। বেয়ারাকে কহিলেন, তাঁহার স্নানের জন্য যে জল গরম হইয়াছে সেই জল দিয়া, তাঁহার জন্য অন্য জল গরম করিতে ও কিছু আগুন এই বারান্দায় আনিয়া রাখিতে—স্নানান্তে এই বালিকার পায়ে হাতে ও দেহে সেক্ দিতে হইবে।

একখানি চিঠি লিখিয়া নিজের সোফেয়ারকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, ষতিপুর গিয়া ডাক্তার সাহেবকে উক্ত চিঠি দিয়া এই মুহূর্ত্তে এখানে লইয়া আসিতে—অত্যন্ত জরুরী।

বৃদ্ধা অরুণাকে স্নান করাইয়া পূর্ব্বোক্তমত কাপড়চোপড় পরাইয়া আনিয়া ঈজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতবস্থায় রাখিয়া দিল। অরুণার জ্ঞান হইয়াছে, চক্ষু মেলিয়াছে—কিন্তু ভয়ে চোখ্ মেলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। ভৃত্যগণ অরুণার পায়ে ও হাতে এবং বৃদ্ধা গায়ে আগুনের তাপ দিতে লাগিল।

সাহেব শিউপূজনকে বলিলেন, গরম দুধটুকু খাওয়াইয়া দিতে—দুধে তিনি কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিলেন। অরুণা ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কাল এইরূপ শুশ্রূষার পর সাহেব ডাকিলেন—"মহাশয়া—শুনুন্ আমার কথা—আমি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাব্—আমি আপনার বন্ধু—কোনো ভয় করিবেন না—"

অরুণা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার মাথা তখনো ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে, সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনি কিছু ভীত হবেন না—আপনি নিরাপদে আছেন। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট—"

অরুণা ক্ষীণকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কোথা? মা?—"

পাশে বৃদ্ধা বসিয়াছিল—"এ ডাক্‌বাংলা, মা—ভয় কি? মেষ্টেট্ সায়েব—"

অরুণা সাহেবের পানে ভ্রূকুটিকুটিল নেত্রে চাহিয়া পরিস্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কোথায়? আমার মা কোথায়? তুমি কে—এখানেই বা কেন?"

সাহেব চাকুরীর প্রথমাবস্থায় কলিকাতায় দুই একজন বাঙালী সহ-কর্ম্মীর স্ত্রীর মুখে ইংরাজী শুনিয়াছিলেন; কিন্তু সুদূরপল্লী গ্রামে যেখানে পুরুষের মধ্যেই শতকরা ৯৮ জন ইংরাজী জানে না—সেখানে এই অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরীর মুখে শুদ্ধ ও পরিস্কার ইংরাজী শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অরুণার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। তিনি যথাযথ উত্তর দিলেন।

অরুণা চিন্তা করিতে লাগিল। বিস্মৃত স্বপ্নের মত ক্রমশঃ তাহার গত রাত্রির সব ঘটনা একে একে অল্প অল্প মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে পড়িবেই বা কতটুকু?

অরুণা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে পরিম্লান গোলাপ-পাপড়ির মত হাতখানি বাহির করিয়া দিল—সাহেব সশ্রদ্ধভাবে করমর্দ্দন করিলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, এখন ক্রমশঃ ভাল বোধ হচ্ছে কী?"

অরুণার চোখ ফাটিয়া কেবলি জল আসিতেছিল, কহিল—"ভাল বোধ হচ্ছে বটে, তবে এ জ্ঞান আর না হ'লেই ভালো হ'ত।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

অরুণা উত্তর দিল না। সাহেব উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসু ভাবে ঝুঁকিয়া অরুণার কুঞ্চিত ললাটের উপর চাহিয়া আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

মোটরের হর্ণ শোনা গেল। সাহেব বারান্দায় দাঁড়াইতেই দুখানি মোটর ডাকবাংলায় ঢুকিল। সাহেবের মোটর ফিরিয়া আসিল, অন্য-খানিতে ঔষধপত্র সমেত ডাঃ বাগ্ সিভিল সার্জ্জন।

ডাক্তার সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত করমর্দ্দন করিয়া চক্ষু ফিরাইয়া অরুণাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল। মুখে গভীর বেদনার একটা সুস্পষ্ট ছাপ মুদ্রিত হইয়া গেল। এ যে অরুণা ডাক্তার সাহেব তাহা যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছেন না।

অরুণা ক্ষীণ করুণ স্বরে ডাকিল—"মামাবাবু—"

ঘননাথ উচ্ছ্বসিত আবেগে ছুটিয়া আসিয়া অরুণার মাথাটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ছলছল চক্ষে গাঢ়স্বরে কহিল—"তুই কি করে' এলি মা? আমি যে এ দেখেও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌চি না!"

ডাক্তার সাহেবের বুকে মুখ লুকাইয়া অরুণা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেব সবিস্তারে অরুণাদের পরিচয় ও ইহাদের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

সাহেব তাঁহার নোট বই হইতে মিসেস্ সৌদামিনী মুহুরীর নাম বাহির করিলেন। এ জেলায় এই নবাগতা মহিলাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, কারণ বৎসরে সাড়ে তের' হাজার টাকা ইন্‌কাম্ ট্যাক্স আর কেহই দেয় না।

সাহেবের ইঙ্গিতে ডাঃ বাগ্ অরুণাকে কক্ষান্তরে পরীক্ষার্থ লইয়া গেলেন। অরুণার ছাড়া শাড়ী সেমিজও তদবস্থায় ডাক্তার সাহেবের কাছে হাজির করা হইল।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা—সাহেব এতক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে স্নান করিতে গেলেন—কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইল, কারণ ঝড়ি ও নাথুনী চাপ্‌রাশী খুদ্র বেহারাকে ধরিয়া আনিয়াছে—সে তীব্রস্বরে রোদন করিতেছিল।

অরুণাকে পূর্ব্বস্থানে বসাইয়া ডাক্তার সাহেব একখানি চেয়ার লইয়া তাহার পাশে বসিয়া অরুণার মাথায় ও চুলে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অরুণা আর একটু গরম দুধ খাইল—সাহেব ও ডাক্তার চা পান করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ইশারায় তাঁহার অনুসন্ধানের ও পরীক্ষার ফল জানাইলেন।

সাহেব একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহারও মন যেন অনেকটা হাল্কা হইল।

খুদ্র আনুপূর্ব্বিক সব ঘটনা বলিয়া যাইতে লাগিল। সাহেব লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনী যথারীতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যে যখন ব্যাপৃত হইলেন, অরুণার ঘরের দুয়ার তখন বন্ধ। অত সকালে অরুণা কোনো দিনই শয্যা ত্যাগ করে না, সে দিনও করে নাই—সুতরাং তাঁহার কোনো সন্দেহই নাই—বিশেষতঃ গত রাত্রে অবিরাম বৃষ্টিপাতে সকালে একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, তিনি হয়ত ভাবিলেন অরুণা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পশ্চিম দুয়ারী ঘরও বন্ধ, সে ঘরে রাখাল থাকে।

গত রাত্রের জলে ও ঝড়ে তাঁহার তুলসী গাছটি হেলিয়া পড়িয়াছে, সৌদামিনী সেটিকে সোজা করিয়া বসাইতেছেন, এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া নাথু আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইতেই তিনি মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে তোর আবার হল কি? গাইটা বুঝি কা'ল দড়া ছিঁড়েচে?"

নাথুর মুখ দিয়া ভয়ে কথা সরিতেছে না, অতিকষ্টে অস্বাভাবিক স্বরে সে জানাইল যে, সেরূপ কিছু হয় নাই, তবে দিদিমণির ঘরে মস্ত এক সিঁদ!

—"সিঁদ?" সৌদামিনী বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদিমনির ঘরে সিঁদ কিরে?"

—"আইয়ে না, মোলাহিজা কীজিয়ে।"

—"চল্ তো—"বলিয়া কাদামাখা হাতেই সৌদামিনী বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন সত্যই সিঁদ! তাঁহার মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে আসিয়া উভয়েই দুয়ারে ধাক্কা দিয়া, শিকল বাজাইয়া অরুণাকে জাগাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনো

নাথুর সজোর পদাঘাতের শব্দে রাখালের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সেও চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া—ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সৌদামিনীর মুখ পানে ঘন ঘন, উৎসুক নেত্রে চাহিতে লাগিল। সৌদামিনীর মুখ ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত—মুখে কোনো কথা নাই।

দুই তিন পদাঘাতেই ভিতরের খিল ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ঘরের অবস্থা দেখিয়া আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না, কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কাহারা ঘটাইয়াছে এবং কেন ঘটিয়াছে। ঘরের টেবিল চেয়ার আলনা টীপয় বিছানা বালিশ সব বিপর্য্যস্ত। বিছানায় ও মেঝেয় বহু-লোকের কাদামাখা পদচিহ্ন। একটা অর্দ্ধদগ্ধ মশাল, একটা ভাঙা পুরাণো হ্যারিকেন্ লণ্ঠন কাৎ হইয়া একধারে পড়িয়া, একখানা ভিজা লাল ডুরে গামছা, একটা গোল অর্দ্ধেকটা খালি ছোট শিশি, তাহাতে লেবেল্ মারা ক্লোরোফর্ম্ম। বাক্স আল্‌মারি ও দেরাজ যেমন তেমনিই, কেহ হাতও দেয় নাই। কেবল অরুণা নাই।

সৌদামিনী এই সব দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সেইখানে পড়িয়া গেলেন। রাখাল সৌদামিনীর মাথাটি ধরিয়া বসিল, নাথু মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল।

ঝি বাড়ী আসিয়া এই সব ব্যাপার দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। স্বল্পকাল মধ্যেই বাড়ীর উঠানে গ্রামের ইতর ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের সমাগমে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই—সকলেই একদৃষ্টে অভিনিবেশসহকারে ঘরের মধ্যে চাহিয়া আছে।

সৌদামিনীর এক একবার জ্ঞান হয়, দুই একবার "অরু" "অরু"

বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন, আবার জ্ঞান হারাইয়া নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকেন। রাখাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকাতরে ছল ছল চক্ষে বৃথা সান্ত্বনা দেয়। নাথু সজোরে মাথায় হাওয়া করে।

গৌরাঙ্গ ভদ্র ভীড় ঠেলিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"ওঁকে এ ঘর থেকে ওঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিন গে, মাষ্টার মশায়। বরং আমরা সবাই ধরচি।"

গৌরাঙ্গ, রাখাল ও নাথু তিন জনে ধরাধরি করিয়া সৌদামিনীকে তাঁহার খাটে শোয়াইয়া দিয়া, গৌরাঙ্গ কহিল—"মাষ্টার মশায়, এইবার এক কাজ করুন্—"

রাখাল বলিল—"বলুন—"

গৌরাঙ্গ কহিল—"এ ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে, এক্ষুনি চিঠি লিখে একটা লোক পাঠিয়ে দিন। চিঠিতে সব ব্যাপার জানিয়ে দেবেন্—দেখুন, এক্ষুনি সায়েব এসে পড়বেন্। তিনি অত্যন্ত মহাশয় লোক। পুলিশে খবর দেবেন না—তাতে কোনো ফল হবে না।"

রাখাল গৌরাঙ্গর মুখপানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দিতেই গৌরাঙ্গ কহিল—"কার দ্বারা এ কাজ হয়েছে, বুঝেছেন তো? তবে আর কেন? আমাদের যে দারোগা, সে হল তারি লোক—"

রাখাল এতক্ষণে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিল। কহিল—"ঠিক বলেচেন গৌর বাবু!"

গৌরাঙ্গ কহিল—"লোক পাঠাতে আর দেরী করবেন না। হাঁ, ও ঘরটায় আগে তালা দেওয়ান। কিছু যেন উল্ টুল্ না হয়—যা' যেখানে

আছে সেটা ঠিক সেইখানেই যেন থাকে। ওই ঘরই আপনাদের সব চেয়ে বড় সাক্ষী, এটা যেন মনে রাখবেন।”

রাখাল গৌরাঙ্গর পরামর্শ মত অরুণার ঘরে তালা দিয়া, পত্র লিখিতে বসিল। লোক ভাঙিতে আরম্ভ হইল—কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, বাটীর বাহিরে বাঁধানো বকুলতলে হেরম্ব ভট্ট, গিরিশ ভট্টাচার্য্য, নিত্যানন্দ কোলে, মহাবীর আদক, বেচারাম হাটি প্রমুখ গ্রামের মাতব্বরগণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন :

হেরম্ব এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কৈ জমিদার বাড়ীর কাউকে যে দেখা যাচ্ছে না? গাঁয়ে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ গাঁয়ের মাথা—”

গিরিশ ভট্টাচার্য্য বিচক্ষণ ব্যক্তি। চোখ মটকাইয়া ঈষৎ হাসির রঙে রঙাইয়া কহিল—বক্তব্যটি বুঝচ না ভায়া? এ কার কীর্ত্তি? মনে নাই, দু'তিন মাস আগে কি পরামর্শ হয়েছিল? হুঁ হুঁ একেই বলে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!”

নিত্যানন্দ চিরদিনই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পো—কহিল—“বাবুর সাহসকে ধন্যি। বুকের পাটা বা' হোক্। তবে, গাই বাছুরে ভাব না থাকলে—”

মহাবীর কহিল—“আমারও কিন্তু তাই-ই মনে হচ্ছে। নৈলে দেখুন পাশের ঘরে এত কাণ্ড হয়ে গেছে—আর বাড়ীতে অত লোক কেউ বিন্দু বিসর্গ জানলো না? এই কি কখনো হয়?—না, এই কি কখনো—”

বেচারাম মহাবীরের মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া কহিল—“মহাবীর আমাদের ঠিক বলেচে! এতে ওই গিন্নীরও সাজোস আছে। এখন

লোক দেখাতে এই ঠাট হচ্ছে—একি আর আমরা বুঝি না? এরা মনে করে, গাঁয়ে বুঝি মানুষ কেউ নেই—আমরা সব গরু, ঘাস খাই।"

হেরম্ব বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল—"আমারও কিন্তু কথাটা মনে লাগচে, ভাই—নেহাৎ বাজে কথা নয়।"

গিরিশ কহিল—"তা নৈলে, বিপিনের সাধ্যি কি? তাই ঠিক। গৌর বাবাজী ওখানে সরফরাজী কচ্চেন্ কী? উনি যে হঠাৎ ভারী হিতৈষী হয়ে উঠলেন? ব্যাপার কী?"

নিত্যানন্দ কহিল—"মৎলব আছে—মৎলব আছে। মিনি মৎলবে গৌর ভদ্দর একটা কথাও কোথা খরচ করে না।"

বেচারাম রসিকতা করিল—"ফসল যে নেবার সে তো নিয়েই গিয়েছে—ও বেড়াচ্ছে ভুঁসিটা তবে হাতছাড়া হয় কেন—এই আর কি?"

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। হেরম্ব হাসিতে হাসিতে কাসিতে কাসিতে কহিল—"বেচাটা যেন যাত্রার দলের সং—হাসিয়ে হাসিয়ে লোকের পেটে খিল্ ধরিয়ে দেয়—"

বাউড়ী ও বাগ্দীরা রুখিয়া উঠিয়াছে বিপিনকে তাহারা কুকুর-মারা করিয়া তাহার ঘর বাড়ী সমভূমি করিয়া দিবে! তাহাদের দিদি ঠাকুরাণীর যে এমন সর্ব্বনাশ করে, তাহাকে হত্যা করিয়া ইহারা ফাঁসি যাইবে, তাহাতেও স্বীকার।

গৌরাঙ্গ এই ক্ষিপ্ত জনতাকে বুঝাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে খবর গিয়াছে—অপরাধীর দণ্ড তিনিই দিবেন। তাহারা যেন কিছু না করে। ইহাদের উত্তেজনা তবু শান্ত হইতে চায় না। এই মহাপাতকীকে শিক্ষা দিবেই, ইহারাও কৃতসংকল্প।

বাউরীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মাতব্বরগণ প্রথম হাসিয়াই আকুল কিন্তু ইহাদের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহাদের একটু চাঞ্চল্যও যে হয় নাই—তাহাও বোধ হইল না। ইহাদের বৈঠক অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, ইহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—

বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে ঝড়ের মত দুইখানি মোটর পরপর মুহুরীদের আমবাগানে আসিয়া দাড়াইল।

প্রথমখানি হইতে ডাঃ বাগ ও অরুণা ও দুইজন চাপরাশী বেয়ারা ও দ্বিতীয়খানি হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তিন জন ভৃত্য আর পিঠ যোড়া বাধা খুড় অবতরণ করিল!

গ্রামবাসীদের সব জল্পনা কল্পনা উত্তেজনা এক নিমেষে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ডাক্তার সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট অরুণাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন—উঠানে আবার ভীড় জমিতে লাগিল।

রাখাল সসম্ভ্রমে ডাক্তার সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া, আনন্দে পুলকে ও বিস্ময়ে আনন্দাশ্রুধারাবিগলিত নেত্রে একদৃষ্টে অরুণার পানে চাহিয়া রহিল। অরুণার ছল ছল চক্ষেও জলের শেষ ছিল না—সে তাড়াতাড়ি মাতার ঘরে ঢুকিয়া—“মা—মা—”বলিয়া মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাগ সাহেব রাখালের মুখে সৌদামিনীর অবস্থা শুনিয়া তাহার হাতে সাহেবকে সমর্পণ করিয়া সৌদামিনীর ঘরে ঢুকিলেন।

রাখাল বাগানে নাথুকে সাহেবের জন্য তাম্বু খাটাইতে আদেশ দিয়া নিজেই ষ্টোভ জ্বালাইয়া অতিথিদের জন্য চা’ করিতে গেল। সাহেব তালা খুলিয়া ঘরের অবস্থা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বেলা দুপুরের মধ্যেই থানা পুলিশ কনেষ্টবল সিপাহী প্রভৃতিতে ক্ষীর গ্রাম ভরিয়া উঠিল। স্থানীয় মাইনর স্কুলে সাহেবের আদালত, ও তাহার কম্পাউণ্ডে আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দারোগা ইনেসপেক্টার গ্রামে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি ছুটাছুটি করিয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিল। বিপিনের দারোগা-বন্ধু ম্লান মুখে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কোনও প্রকারে চলাফেরা করিতেছেন। চৌকিদার দফাদারগণ ফাইফরমাশ খাটিতেছে। গ্রামের পথ জনশূন্য—গ্রামখানি নীরব, লোকের মন শঙ্কাযুক্ত, ত্রস্ত। সকলেই যেন একটা অনাগত বিপদ আশঙ্কা করিয়া সশঙ্কিত ভাবে এক চরম মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছে!

বেলা দুইটা নাগাইদ যতিপুর হইতে এক মোটরবাস আসিল—তাহাতে আদালতের আমলা ও খাতা পত্র আসিল। বেলা তিনটায় মোটরে পুলিশ সাহেব আসিলেন। আরও জোর তদন্ত আরম্ভ হইল।

খুদুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিপিনের ও প্রসন্নর বাড়ী ঘেরাও হইল। পঞ্চক্রোশী লোক জমা হইল, ব্যাপার দেখিবার জন্য—চৌকীদার দফাদার কনেষ্টবলের সম্মিলিত শক্তিও সে ভীড় হঠাইতে পারিতেছিল না।

বিপিনের মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া, বুক চাপড়াইয়া, মাথা কুটিয়া এবং সৌদামিনীও অরুণাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া বহু ক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বিপিনের স্ত্রী কিরণবালা ঘনঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, দাসী বিরক্ত ভাবে বিড় বিড় করিয়া স্বগতোক্তি করিতে

করিতে মাঝে মাঝে কিরণের মুখে এক আধ বার জলের ছিটা দিতেছে ও মাথায় পাখা করিতেছে। কিন্তু তাহার কৌতুহলী মন পড়িয়া আছে বাহিরে—যেখানে এত কাণ্ড হইতেছে অথচ সে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। দূর দূরান্তরের লোক আসিয়া দেখিতেছে, আর সে গ্রামের লোক হইয়াও দেখিতে পাইতেছে না—এ কি কম আক্ষেপের কথা?

সন্ধ্যা নাগাৎ খানাতল্লাসী শেষ করিয়া সাহেব তাঁহার তাম্বুতে ফিরিয়া আসিয়াই সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করিতে বসিলেন।

যোগেশ্বরী ঠাকুরাণী বলিলেন, তাঁহার পুত্র গত সন্ধ্যায় মহাল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছে, সঙ্গে পাচক রূপে গিয়াছে প্রসন্ন মুখুয্যে।

প্রসন্ন মুখুয্যের স্ত্রী জগদম্বাও, বিপিন-জননী যোগেশ্বরী দেবীর উক্তিই সমর্থন করিলেন।

গৌরাঙ্গ ভদ্র, রাখাল, সৌদামিনী সকলেই বিপিনকে অপরাধী সন্দেহ করিয়া উক্তি করিলেন।

গ্রামবৃদ্ধগণের ডাক পড়িল। কাঁপিতে কাঁপিতে গিরিশ ভট্টাচার্য্য, হেরম্ব ভট্ট, নিত্যানন্দ কোলে, জনার্দ্দন পাঠক, মহাবীর আদক প্রভৃতিরও সাক্ষ্য গৃহীত হইল। তাহারা বিপিনের সমস্ত গুপ্ত পরামর্শের কথা ফাঁশ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবুর সহিত বিপিনের সম্প্রতি যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও ব্যক্ত হইয়া পড়ায়—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগাকেও নজরবন্দী রাখিয়া এ তদন্তে কোনো কিছু না করিতে আদেশ দিলেন এবং পুলিশ সাহেবকে এ বিষয়ের তদন্তের ভার দিলেন।

এখানকার তদন্ত শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সদরে ফিরিয়াই

বিপিন ও প্রসন্নকে গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া জারি করিয়া দিলেন। খুদু সরকারী সাক্ষী হইয়া ছাড়া পাইল।

গ্রামের সকলেই অকস্মাৎ সৌদামিনীর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হিতৈষী হইয়া উঠিল।

* * * * *

এদিকে ইন্দ্রনগর ডাকবাংলার ফটক হইতে বিপিন প্রসন্নর সহিত সেই যে ছুটিয়া পলাইয়াছে—তাহার পর তাহাদের আর কোনো সন্ধানই কেহ পায় নাই।

বিপিন তো একেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তাহার উপর আবার এই নূতন বিপৎপাতে ও তজ্জনিত বিভীষিকায় তাহার মস্তিষ্কই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। প্রসন্ন এক রকম টানিয়া হেঁচড়াইয়া তাহাকে উশীর-পুর ষ্টেশনে যখন লইয়া আসে, তখনও ১০টার গাড়ী আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরী।

প্রসন্ন বিপিনকে রেল লাইনের নীচে এক পচা পুকুরে স্নান করাইয়া ও নিজেও স্নাত হইয়া, ভিজা কাপড় গায়ে জড়াইয়া, একটা খাবারের দোকানের সম্মুখস্থ বেঞ্চিতে আসিয়া বসিল। গরম লুচি ভাজাইয়া প্রথমে নিজে উদরপূর্ণ করিয়া, বিপিনকেও জোর করিয়া কিছু খাওয়াইল। তবু বিপিন কোনো কথা বলে না।

প্রসন্ন বহু কথা বলে, তাহার স্বভাবসিদ্ধ তোষামোদের অমৃতসিঞ্চন করে, কত অভয় দেয়—বিপিন কিছুতেই সায় দেয় না! সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এমন করিয়া প্রসন্নর মুখে চাহিয়া থাকে, যে তাহা দেখিলেই বোঝা যায় যে বিপিনের কানে কোনো কথাই ঢুকিতেছে না।

কলিকাতার বহু কাল্পনিক মনোহর গল্প বলিয়াও প্রসন্ন যখন বিপিনকে কথা কহাইতে পারিল না, তখন সে রীতিমত ধমকধামক করিতে লাগিল—তথাপি বিপিনের কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না।

প্রসন্ন চিন্তিত হইয়া পড়িল—সে বিপদ গণিল। ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া তাহার ভয়ও করিতে লাগিল।

গাড়ীর বাঁশী শোনা গেল—প্রসন্নর চমক ভাঙিল—তাড়াতাড়ি বিপিনকে উঠাইয়া লইয়া টিকিট করিয়া কলিকাতাগামী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীতে আর কেহ না থাকায় ইহাদের সুবিধা হইল।

প্রসন্ন নিজের চাদর খানি বেঞ্চির উপর বিছাইয়া দিয়া বিপিনকে শোয়াইয়া দিল। ভাবিল, গত রাত্রের ব্যাপারে বেচারী বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছে—খানিকটা ঘুমাইলেই হয়ত সুস্থ হইবে।

সত্য সত্যই বিপিন অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রসন্ন একাকী বসিয়া ব্যাপারটির আলোচনায় মন দিল।

গত রাত্রে সে তো নেশায় চুড় হইয়াছিল, কোনো কিছুই ভাবে নাই। সকালে, মস্তিষ্ক যদিও কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল, আবার এক নূতন বিপদ আসিয়া জুটিল—একেবারে বাঘের মুখে! মায় বমাল সুদ্ধ! পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে আসিয়া আবার এই এক বিপদ! প্রসন্নর মনটা খুবই খারাপ হইয়া গেল।

তাহার মনে হইল, অরুণাকে যদি চাপরাশীরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির করে এবং অরুণা সব ব্যাপার বলিয়া দেয়? প্রসন্ন কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল—সে বা বিপিন কেহই তো তাহার ঘরে ঢুকে নাই—

তাহাদের ভাবনা কী? মরে তো মরিবে—সেই বেহারা বেটারাই। প্রসন্নর মন কতকটা লঘু হইল।

সে তো বিপিনের সঙ্গে মহাল পরিদর্শনে গিয়াছে। তাহাদিগকে কেহই তো দেখে নাই—বরং তাহারা যে বেলা ৪ টার সময় গ্রাম হইতে গো-যানে যাত্রা করিয়াছে, তাহাই সকলে দেখিয়াছে। তাহাদের নাম করিলেই তো হয় না—প্রমাণ করিতে হইবে তো? ইংরাজের আদালত—এখানে সব কথারই প্রমাণ চাই, সাক্ষী চাই। ইংরাজের দরবারে বাপ-ব্যাটা, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেরও প্রমাণ দিতে হয়। মুখের কথায় এখানে কাজ হয় না—প্রসন্ন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিন্তিত হইয়া পড়িল—বেহারা বেটারা যদি বলে' ফেলে? প্রসন্ন মনে মনেই সিদ্ধান্ত করিল,—বলিবে কেন? এক কথায় ৫০, পাইয়াছে, সকালেও নগদ ১০, বখশীষ—আরও পাবে বলে দেওয়া হয়েচে। এত টাকার লোভ ছেড়ে কি তারা কিছু বলতে পারে? আর বলবে কা'র নামে? গাঁয়ের জমিদার—তার রাজ্যে বাস করতে হবে না? ভিটে মাটি উচ্ছন্ন হয়ে যাবে যে, তা তারা জানে।

প্রসন্ন স্থির করিল, বেহারারাও কোনো কথা বলিবে না, এ নিশ্চিত। মনটা ঠিক হাল্কা হইল না, সে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যটুকু তবু যেন আসিতেছে না। প্রসন্ন আরও বহু দ্বন্দ্বের ও বিতর্কের পর ঠিক করিল, যদি নিতান্ত তাহাদের কোনো বিপদ আসেই, তাহা হইলে তাহার কী? সে তো ভৃত্য মাত্র, প্রজা—জমিদারের হুকুম তামিল না করিয়া কী করিবে সে? দোষ তো জমিদারের! বিপিনই এ কাজ করিয়াছে—সে মাত্র সঙ্গে ছিল। বিপিনেরই টাকা, বিপিনেরই লোক জন, বিপিনের জন্যেই সব—তাহার

কী? হাকিমের বুঝিতে কিছুই বাকী থাকিবে না। যদি কিছু হয় তো বিপিনেরই হইবে—সে ঠিক কাটিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ না করে কী?

প্রসন্ন মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া, অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিয়া, যেমন একটু নিদ্রার উদ্যোগ করিতে অগ্রসর হইল, অমনি বিপিন হঠাৎ এক গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া একবারে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম করিল।

বহু কষ্টে প্রসন্ন বিপিনকে শান্ত করিল। বিপিন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে পা ঝুলাইয়া বসিল—তখনও তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

প্রসন্ন কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"খুব খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি?"

বিপিন দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ছোট্ট করিয়া কহিল—"হাঁ—"

প্রসন্ন কহিতে লাগিল—"তা' স্বপ্নের আর দোষ কী? কাল থেকে একটি বারও দু'পাতায় এক হতে পায় নি তো? তারপরে এই কাঁটা খোঁচা মাঠ ক্ষেত দিয়ে ছুটে ছুটে আসা, কম কথা? আমারই গা-গতরে ব্যথা—তা তোমার! রাজা মানুষ—এত কষ্ট তো কখনও সও নি? জলে কাদায় দুশ্চিন্তায়—"

বিপিন কহিল—"আমরা রেলে চ'ড়ে এ কোথা যাচ্ছি?"

প্রসন্ন একগাল হাসিয়া উত্তর দিল—"কল্‌কাতা যাচ্ছি যে বাবা! ভুলে গেছ? তা' তোমার দোষ কী? কাল থেকে কম ঝড় ঝাপট তোমার উপর দিয়ে গিয়েছে!"

বিপিনের দুইটি চক্ষু জবা ফুলের মত লাল। তাহার দৃষ্টি অর্থহীন, নিষ্প্রভ এবং অগভীর। মুখভাবও পাণ্ডুর।

বিপিন কিয়ৎকাল শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া থাকিয়া, খপ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা ক্ষীরগাঁ যাব না?"

প্রসন্ন। যাব বৈ কি?

বিপিন। (কিছুক্ষণ পরে) কবে?

প্রসন্ন। এই কলকাতায় দু'দিন ফুর্তি টুর্তি করেই—

বিপিন। কল্‌কাতাতেও পুলিশ আছে তো?

প্রসন্ন হো হো করিয়া উচ্চহাস্যের সহিত কহিল—"তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ, বাবাজী। পুলিশ আবার নেই কোথা?"

বিপিন কিঞ্চিৎ ভীত ভাবে কহিল—"তা হলে এমন জায়গায় চল' যেখানে পুলিশ নেই—"

প্রসন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে কহিল—"পুলিশকে ভয় কী? দারোগা তোমার বন্ধু! কিসের ভয়? সাহস কর—সাহস কর—ভয়কে ভয় করলেই, ভয় আরও জড়িয়ে ধরে।"

বিপিন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী পৌছিল শিয়ালদহে। বিপিনকে শক্ত করিয়া ধরিয়া প্রসন্ন ফটকের দিকে ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্লাটফর্ম্মে আলো ও লোকের ভীড়ে প্রথমটা প্রসন্ন কিছু থতমত খাইলেও সে দমিল না। বিপিনের হাতখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া, ভাবিল—কোথায় যাওয়া যায়। কুলি ও গাড়ীর চালকদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে অতিষ্ঠ হইয়া প্রসন্ন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত লোকবিরল একটা কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপিন বিহ্বলের মত চতুর্দ্দিকে আলো, গাড়ী লোকচলাচল ও বিচিত্র বিরাট হর্ম্ম্যমালা ও দোকানপশারী নিরীক্ষণ করিতেছিল। বিপিনের মুখভাবে বোধ হইতেছিল, এতক্ষণে তাহার আতঙ্ক যেন কতকটা কাটিয়াছে।

প্রসন্ন ভাবিতেছে—কোথায় যাওয়া যায় এখন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। চেনাশোনা লোকও তেমন কেহ নাই, রাস্তাঘাটও ভাল চেনে না। ইতিপূর্ব্বে ২।৩ বার সে কলিকাতা আসিয়াছিল—প্রত্যেক বারই ৩।৪ দিন করিয়া অবস্থানও করিয়াছিল, কিন্তু রাস্তা চিনিয়া বাসায় পৌঁছিবার কষ্টে তাহাকে কখনও পড়িতে হয় নাই—কারণ সঙ্গে লোক ছিল। একবার দর্ম্মাহাটায়, একবার টালায় এবং আর একবার কালীঘাটে সে ছিল। কিন্তু এ তিনটি স্থান যে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কোন্ দিকে বা কতদূরে, তাহার কোনো ধারণাই তাহার আর এখন নাই। প্রসন্ন রাত্রিবাসের চিন্তায় আকুল, বিপিন নির্ব্বিকার ভাবে নৈশ কলিকাতার অপূর্ব্ব আলোকলীলা সন্দর্শনে তন্ময়।

মাঝে মাঝে ২।১ জন কুলি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোথায় যাইব, প্রসন্ন বিরক্ত ভাবে উত্তর দিল—যমের বাড়ী। তাহারা বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে অদূরে গিয়া বসিয়া আড় চোখে ইহাদের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

আর একজন আসিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ঢাকা, মুখটি শুধু খোলা—আস্তে আস্তে কাছ পানে আসিয়া, মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কর্ত্তা—ভাল জায়গা আছে—আসুন্ না—"

প্রসন্ন অকূলে কূল পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়?"

লোকটা বলিল—"এই কাছেই—খুব ভাল জায়গা—একেবারে নতুন, রেটও কম—"

প্রসন্ন বলিল—"বল' কি হে? কত লাগবে? আমরা এই দুইজন মাত্র—"

লোকটা বলিল—"তাতে কিছুই আটকাবে না—আগে দেখুন, পসন্দ করুন্—টাকা পয়সার কথা তারপর—"

প্রসন্ন স্থির করিল, দেখাই যাউক—এ ভাবে অকূল সাগরে ভাসিয়া বেড়ানো অপেক্ষা, একটা আশ্রয়ে রাত্রিটা কাটুক। তারপর সকালে ভাল একটা জায়গা ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। প্রকাশ্যে কহিল—"আচ্ছা তাই চলো।"

লোকটা আনন্দে গদগদ হইয়া হাত বাড়াইয়া কহিল—"আসুন—এই দিকে এই দিকে—এঃই গাড়ী—"

"এই যে বাবু"—বলিয়া কোচবাক্স হইতে একটা ছোকরা তড়াক্ করিয়া নামিয়া দুয়ার খুলিয়া, ইহাদিগকে উঠিতে মিনতি জানাইল।

প্রসন্ন একটু ইতস্তত করিতেছিল, দেখিয়া সেই লোকটা কহিল—"উঠুন্ কর্ত্তা গাড়ীতে উঠুন্—আমি ওপরে কোচবাক্সে বস্‌চি।"

প্রসন্ন কহিল—"গাড়ী আবার কেন ? এই তো নিকটেই বল্‌লে না ?"

লোকটা কহিল—"নিকটেই বটে, তবে আপনাদের মত লোকের হেঁটে যাওয়া ভাল দেখায় না। আপনারা ইজ্জৎদার লোক—ইজ্জৎ রক্ষে করতে হবে তো ?"

প্রসন্ন খুশী হইল ; বিপিনকে আগে উঠাইয়া, নিজেও বিপিনের পাশে বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। বিপিনকেও একটি বিড়ি দিল, বিপিনও চলন্ত গাড়ীতে পথশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিড়ি টানিতে লাগিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

প্রসন্ন বিপিনকে বুঝাইয়া দিল—"এই লোকটা আমাদিগকে চিন্‌তে পেরেচে, দেখেচ ? তা' চিন্‌বে না ? ক্ষীরগাঁয়ের জমিদার বিপিন পাঠকের নাম জানে না, ভূভারতে এমন কেউ আছে নাকি ? হেঁঃ—"

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কোথা যাচ্ছি ?"

প্রসন্ন কহিল—"যাচ্ছি একটা খুব ভালো জায়গাতেই, রাত্রিটা কাটাতে হবে তো ? কালকে সারারাত্রি জলে কাদায় ভিজে, পথ হেঁটে, আজ সারাদিন খাওয়া নেই ঘুম নেই—শরীলটা যা' হয়েছে, তা আর কী বল্‌ব, বাপধন ! শরীল হয়েচে যেন গাধাবোট ! কিছু খাই না খাই একটু শুতে পেলে বাঁচি !"

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"ওখানে কি হলো, তার খবরাখবর পাওয়া যাবে কি করে ?"

প্রসন্ন বিপিনকে আশ্বাস দিয়া কহিল—"সে সব ব্যবস্থা করে' দেবো

বাবা, কিছু ভেবো না! তোমার কাকা যখন তোমার কাছে আছে, তখন তোমার পায়ে কোনো কাঁটাই ফুটবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, একটু হেসে খেলে ফূর্ত্তি করে' বেড়াও দেখি?"

বিপিন কোনো উত্তর দিল না। জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল! হাতের বিড়ি হাতেই আছে, তাহার আগুন নিভিয়া গিয়াছিল।

প্রসন্ন কহিল—"তোমায় মুখ নামাতে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, বাবা।"

বিপিনের তবুও কোনো ভাবান্তর হইল না, বা মুখে কিছু বলিলও না। প্রসন্ন উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া, কহিল—"যা, হবার তাতো হয়েই গেছে—এখন তা' ভাবলে তো আর চল্‌বে না—এখন ভাবতে হবে, কিসে এই গোলমালটা সুশৃঙ্খলায় মিটে যায়—"

বিপিন বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কি করে' সুশৃঙ্খলায় মিটে যাবে, খুড়ো মশায়?"

প্রসন্ন ভরসা দিল—"দেখ' কিসে মেটে! দু'দিন, চারদিন বড় জোড় এক হপ্তা, ব্যস্—দেখ না মেটে কি না?"

বিপিন আকুলভাবে প্রশ্ন করিল—"এ গোলমাল কি মিটবে?"

প্রসন্ন গম্ভীরভাবে আশ্বাস দিল—"মিটবে না কেন? কি হয়েচে কী, যে তুমি এমন আহার নিদ্রে তেগ কর্‌তে যাচ্ছ? হেঁঃ—এ গোলমাল কিসে মিটবে!—আপনি মিটবে। ওরা কি এই নিয়ে কিছু কর্‌তে পারে?"

বিপিন একটু চাঙ্গা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পার্‌বে না?"

প্রসন্ন কহিল—"কি করে' পার্‌বে? তোমায় কেউ দেখেচে?"

বিপিন চিন্তা করিয়া কহিল—"না।"

"তোমার বিরুদ্ধে কী প্রমাণ আছে ?"

বিপিন ভাবিতে লাগিল। প্রসন্ন কহিল—"প্রমাণ ছাড়া তো ইংরেজের আদালতে কিছু হবার জো নেই !"

বিপিন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে লাগিল। বিপিনের মনের জমাট মেঘ অল্প অল্প করিয়া সরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অন্ধকার কাটিল না।

বিপিন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"যদি মামলা মোকদ্দমাই—"

প্রসন্ন বাধা দিয়া কহিল—"তুমি ক্ষেপেচ' বাবাজী ? ঘরের কেচ্ছা কি কেউ ঝপ করে বের করে ? আর যদি করেই, তাতে তো ওদেরই সমূহ অনিষ্ট ! অত বড় আইবুড়ো মেয়ের এ কলঙ্ক রটলে কি আর—"

গাড়ী থামিল। চারিদিকে নাচ গান হাসি ও ঘুমুরের বিচিত্র শব্দ তরঙ্গে সেখানকার আকাশ বাতাস মুখরিত। স্থানটা একটু আলোআঁধারী। পূর্ব্বোক্ত সহকারী কোচমান ছোকরা আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। পথপ্রদর্শক লোকটা—"একটু দাঁড়ান আমি দেখে আসি ঘরটা খালি আছে কিনা"—বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দ্রুত পদে একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

গাড়োয়ান আড়াই টাকা ভাড়া চাহিল—প্রসন্ন প্রমাদ গণিল, আড়াই টাকা ? আড়াই টাকা কখনও যে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া হয়, ইতিপুর্ব্বে সে তাহা শোনেও নাই। গাড়োয়ানের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিল—দুই টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় তাহারা উশীরপুর হইতে কলিকাতা আসে,

আর আড়াই টাকা দিবে, এই দুই পা পথের জন্ত ? অনেক ধস্তাধস্তির পর দুই টাকা দুই আনায় রফা হইল—বিপিন ভাড়া মিটাইয়া দিল। গাড়ী চলিয়া গেল। বিপিন ও প্রসন্ন সেইখানে দাঁড়াইয়া যে দিকে মুখ ফিরায় সেই দিকেই দেখে বিচিত্র বসনভূষণে সুসজ্জিত সঙ্গীতনৃত্যমুখরিত পল্লীতে দলে দলে নারী মূর্ত্তি।

প্রসন্ন এতক্ষণে কতকটা আঁচ করিল। বিপিনের এই প্রথম কলিকাতা দর্শন, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে কেবলি বিহ্বলের মত চাহিতেছিল।

প্রসন্ন কিঞ্চিৎ চাপা গলায় বিপিনের কাণে কাণে কি বলিল। বিপিন একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রসন্ন তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রসন্ন মনে কি-বলি কি-বলি করিতেছে—এমন সময় সেই লোকটা আসিয়া ইঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

"দ্বারপথে এক তন্বী নারী সুরাজড়িত কণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল—আসুন!"

প্রসন্ন ও বিপিন অগ্রগামিনী রমণীর অনুগমন করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

দুই তিন দিন কাল পূর্ব্বোক্ত রমণীর গৃহে নৃত্যগীত ও সুরাসম্ভোগ করিয়া নগদ টাকাকড়ি যখন নিঃশেষপ্রায়, বিপিন তখন প্রস্তাব করিল—এইবার কোনো একটা ধর্ম্মশালা কিম্বা ঐরূপ কোনো একটা স্থানে গিয়া আপাততঃ কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে। প্রসন্নর এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও, বিপিনের কথারও অবাধ্য হইতে সাহস করিল না, যদিও ওজরআপত্তি সে বিলক্ষণই তুলিয়াছিল। বিপিন কলিকাতার বিলাস এতদিন লোকমুখে শুধু শুনিয়াই আসিতেছিল, নিজে উপভোগ করার সুযোগ এবং সৌভাগ্য এ যাবৎ তাহার ঘটে নাই, এই সূত্রে সে যে তাহা করিল, ইহাতেই সে কৃতার্থ। তবু এ সব তাহার ভাল লাগিতেছিল না—মাঝে মাঝে কৃতকর্ম্মের বিভীষিকা তাহার অন্তরের সব মাধুর্য্য পরিম্লান করিয়া দিতেছিল। অতীতকে ভুলিবার জন্য সে সুরা ও গণিকার আশ্রয় লইল—সুরা তাহাকে ক্ষণিক বিস্মৃতি দিল মাত্র কিন্তু একেবারে ভুলাইতে পারিল না।

প্রসন্ন অনেকটা প্রকৃতিস্থ বলিয়াই বোধ হইল, কেননা যদি কখনো সে দুর্দ্দিন আসেও, সব দোষ বিপিনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সে নিস্কৃতি পাইবেই—লাভের মধ্যে বিপিনের পয়সায় যে কয়দিন এই ভাবে আমোদ করা যায়। এটা ওটার নামে প্রসন্ন প্রত্যহ ২।৪টি টাকাও অর্জ্জন

করিতে আরম্ভ করিল। প্রসন্ন ভৃত্যের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়াছিল। ভৃত্যের মুখে সব শুনিয়া রমণীও প্রসন্নর হস্তামলক হইয়া উঠিল। প্রসন্নর পোয়া বারো। এ ব্যবস্থা সে কি সহজে ছাড়িতে চায়?

কিন্তু ছাড়িতে হইল। বিপিন কহিল—"খুড়োমশায়, নগদ টাকা তো সব প্রায় শেষ—এই ৪ দিনে প্রায় ২০০ টাকা খরচ হয়ে গেছে—"

প্রসন্ন সহাস্যে সস্নেহে বিপিনের মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"হেঁ হে বাবাজী, তু-মি টাকার হিসেব কর্‌চ? ছিছি! —তোমার মনটা খারাপ বলেই তো এই সব—মনটা আগে ভালো হোক্, তারপর অন্যত্র যাওয়া যাবে—"

বিপিন কহিল—"আর মন-ভালো! ভালো যা' হবার তা' হয়েচে—এর বেশী আর কিছু হবে না—অনর্থক টাকার শ্রাদ্ধ—"

প্রসন্ন বিস্ময়ের ভাণ করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"অনর্থক বাপধন? এমন স্ফূর্ত্তি জীবনে কখনো করেচ'? কল্‌কাতায় এসে এই স্ফূর্ত্তি, কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন, চিড়িয়াখানায় যাওয়া, মরা ছুচাইটে যাওয়া, আর কোম্পানির বাগান দেখা—এই ক'টাতো কাজ! এ সবের কিছু বাদ গেলেই তো কলকাতা দেখা পূর্ণ হ'ল না।"

বিপিন টাকার হিসাব করিতেছিল, কহিল—"তাতো বুঝ্‌লাম, কিন্তু এখানে টাকার যে রকম ছরাদ্দ হচ্ছে, তাতে আর বাকীগুলো হবে কি করে?"

প্রসন্ন দমিল না, কহিল—"বেশ, নিকটে একটা ধর্ম্মশালায় থাকা যাক্—এখানে এসে রাত কাটানো যাবে—"

বিপিন কহিল—"এখানে আর নয়, মা কালীকে দর্শন করে' অন্য কোথাও ডেরা করা যাবে—"

প্রসন্ন আরও একবার চেষ্টা করিল, সুবিধা হইল না। অগত্যা বিপিন কালীঘাটেই যাত্রা করিল। প্রসন্ন বিপিনের শোভা, বিপিন প্রসন্নর আশ্রয়—এক ছাড়া অন্যের সার্থকতা নাই, যেন পতাকা ও দণ্ড। কাজেই দণ্ডের পশ্চাৎ পতাকাও চলিল।

কালীঘাটের এক ধর্ম্মশালায় একটি ঘর লইয়া দুইজনে আবার নূতন করিয়া আড্ডা করিল।

নিকটেই হিন্দু হোটেল ছিল—সেইখানে দুইবেলা খাবারও ব্যবস্থা হইল। সকালের বা রাত্রের উদ্বৃত্ত ভাত রাত্রে এবং পরদিন প্রভাতে গরম জলে ফুটাইয়া গরম ভাত, ডালে ভাতের ফেণ মিশাইয়া গাঢ় সোণা মুগের ডাল, খোসাশুদ্ধ আলু গাজর-তেলে ভাজিয়া আলু ভাজা, বহু তরকারীর সমাবেশে এক ঘণ্ট, আলুভাজার মত পাতলা এবং তদপেক্ষা নাতিদীর্ঘাকার শেষ! বাজার-তোলা সস্তা মাছের ভাজা ও ঝোল, কুমড়ার অম্বল (কলিকাতায় কহে চাট্‌নী) প্রভৃতি দুষ্পাচ্য কুখাদ্যে উদরপূর্ত্তি করিয়া, বিপিন কহিল—"হোটেলে খাওয়ায় ভালই, তবে চার্জ্জ বড় বেশী।" জন পিছু প্রতিবেলা চৌদ্দ পয়সা।

প্রসন্ন কহিল—"তা' তো হবেই, কলিকাতায় সবই যে আক্রা বাবা! এখানে মাটী পর্য্যন্ত কিনতে হয়, তা জানো?"

বিপিন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রথম কথাটা উড়াইয়া দিল—পরে প্রসন্ন একদিন দেখাইয়া দিলে, বিপিনের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

বিপিন তখন বুঝিল যে, হোটেলওয়ালা ত্রৈলোক্য ভট্চাজ যে জনপিছু চৌদ্দ পয়সা লয়, তাহা বেশী নয়।

প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা। প্রত্যহ কত লোক আসে, কত লোক যায়—কত কথা বলে, কত জিনিষ কেনে, কত চেঁচামিচি হয়, দিনরাত্র সরগরম। বিপিন ও প্রসন্ন দুইজনে ঘরের মধ্যে দুয়ার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। কোনো লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে সাহস করে না, কোথাও যাইতেও ভরসা হয় না, সর্ব্বদাই শঙ্কিত, আতঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ।

সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসে, একবার খাইতে যায়—আর ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া থাকে। ধর্ম্মশালার রক্ষক ইহাদের এই ছম্‌ছমে ভাব পোষাক ও তৈজস-পত্রাদি দেখিয়া কেমন একটু সন্দেহ করিতে লাগিল। সে ইহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে লাগিল।

পোষাক উভয়েরই প্রায় এক রকম। মাত্র একখানি ধুতি আর একখানি চাদর সম্বল, কেবল বিপিনের গায়ে বেশীর ভাগ একটা কোট। তৈজসের মধ্যে নূতন কেনা একখানা শতরঞ্চি। তাহাতেই দুইজনে শোয়—বালিশ পর্য্যন্ত নাই।

প্রসন্ন দারোয়ানের কাছে, গঞ্জিকার লোভে প্রায়ই বসিত এবং কথাচ্ছলে একদিন তাহাদের আসল পরিচয়ও দিয়া ফেলিল। দারোয়ানের সন্দেহ আরও বাড়িল, কারণ জমিদারের এরূপ পোষাক, সাজ সজ্জা ও ব্যবহার গত ত্রিশ বৎসর কালের বঙ্গ-প্রবাসে দেখা দূরে থাকুক, সে কখনো কল্পনাও করে নাই। বেহার হইলেও বা কথা ছিল। সে প্রদেশে এমন লোক বিরল নহে যে, লক্ষপতির সাজপোষাক দেখিলে সামান্য একজন চাষা বা দারোয়ান বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু বাংলা দেশে তো

পোষাকের পরিপাট্য একজন অসামান্য ধনীকেও হার মানাইয়া দেয়। বাঙ্গালীর পোষাক দেখিয়া তাহার অবস্থার পরিমাণ করা অসম্ভব এবং বাতুলতা—এ সত্যটি প্রবাসী এই বেহারী দারোয়ানের নিকটেও অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই প্রসন্ন-বর্ণিত এই ক্ষীরগ্রামাধিপতি যে একজন জুয়াচোর, কোনো ফন্দী আঁটিয়া আত্মগোপন করিয়া এখানে বাস করিতেছে, এ সন্দেহ তাহার দৃঢ়তর হইল। দারোয়ান সন্ধ্যায় সিদ্ধি-ঘোটনকালে মৎলব করিতে লাগিল, কী উপায়ে ইহাদের নিকট হইতে কিছু হস্তগত করা যায়। এ ভাবে ইতিপূর্ব্বে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, চোবেজী এখন প্রতারণাবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছে।

বিপিন জানিত, প্রসন্ন বাহিরে একমাত্র চোবেজীর কাছেই আসিত এবং বসিত। বিপিন প্রসন্নর খোঁজে চোবেজীর নিকট আসিয়া বিশেষ শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"চোবেজী মহারাজ, আমাদের প্রসন্নবাবুকে দেখেছ ?"

চোবেজী মহারাজের চমক ভাঙিল, মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিপিনকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল—"কৈ না তো! সে তো সেই দুপুর বেলা একবার তামাক খেতে এসেছিল—তার পর তো আর তাকে দেখি নাই।—"

বিপিন আরও চিন্তিত হইল। চোবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি তো ভেবেছিলাম সে ঘরে ঘুমুচ্ছে!—"

বিপিন তাড়াতাড়ি কহিল—"না ঘরে নেই—সে একটা কাজে বেরিয়েছে!"

চোবে জিজ্ঞাসা করিল—"অন্য কোনো ঘরে নেই তো? দেখেছেন ভালো করে?"

বিপিনের মুখ ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, কহিল—"সব দেখেচি!"

চোবে।—কোথা গেছে?

বিপিন।—গেছে একটা জরুরী কাজে।

চোবে। কী কাজে গেছে সে?

বিপিন কয়েকটি ঢোক গিলিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে কহিল—"কাজে—কাজে—মানে—খুব একটা দরকারী কাজে—"

চোবে বুঝিল, কার্য্যটি গোপন করিতেছে। চোবে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়া বিপিনকে নিকটস্থ একখানি টুলে বসিতে বলিয়া, এক গ্লাস সিদ্ধি আগাইয়া দিয়া সবিনয়ে কহিল—"বাবু, ইচ্ছে করুন—ব্যোম হর হর হর—"

বিপিন মুগ্ধের মত হাত বাড়াইয়া গ্লাসটি লইয়া ভাবিতে সুরু করিতেই, চোবেজীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিপিন চোঁ চোঁ করিয়া এক চুমুকে গ্লাসটি নিঃশেষ করিয়া নীচে নামাইয়া রাখিল। চোবেজীও তাঁহার লোটাটি খালি করিয়া, লোমবহুল বিপুল উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বিরাট সশব্দ উদ্গারে দিঙমণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

বিপিন কেবলি এদিক ওদিক চায়; ক্রমে তাহার অসহিষ্ণুতার ভাব অত্যন্ত প্রকট লইয়া পড়িল। চোবেও ছিদ্রের সন্ধান পাইল।

চোবেজী বিপিনকে শুনাইয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল—"তাই তো, এখনো প্রসন্নবাবু ফির্‌ল না? ভয়ের কথা বটে!"—

বিপিন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, কেন, ভয়ের কথা কেন?"

চোবেজী নির্লিপ্ততার ভাণেই ধীরে ধীরে কহিল—"ভয়ের কথা নয়? কলকাতা শহর—কখন কার কী বিপদ ঘটে, কিছু কি বলা যায়?"

বিপিন অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম? কি রকম?"

চোবেজী পূর্ব্ববৎ কহিতে লাগিল—"এই ধরুন্। যে আজ কাল মটর গাড়ীর ধূম—মটর চাপা পড়ে মারাও যেতে পারে—"

বিপিনের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। চোবেজী বাধা দিয়া কহিল—"ব্যস্ত হবেন না, বাবু। পথ ভুলে এখানে ওখানে হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ—ও হতে পারে। কী যে হ'য়েচে তাতো এখন বলা যাচ্ছে না। ধরুন্—কোনো জোচ্চোরের পাল্লাতেও পড়তে পারে—কত চোর ডাকাত জোচ্চোর পকেটমার গুণ্ডা যে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তা কে বল্‌তে পারে? গুণ্ডার হাতে পড়লে, কাছে যা থাকবে, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে—ছেড়েও দিতে পারে, মেরেও ফেল্‌তে পারে। তারপর, পুলুশ আছে—পথে পথে সব লাল পাগড়ী সেপাই—পুলুশেও ধর্‌তে পারে—"

বিপিনের ধৈর্য্যের বাঁধ এবার প্রায় ভাঙিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া চোবেজীর হাতটি ধরিয়া সকাতরে বিপিন নিবেদন জানাইল—"তা হলে কি হবে চোবেজী মহারাজ? আমার সর্ব্বস্ব যে তার কাছে!—তা' ছাড়া পুলিশে যদি—"

চোবেজী অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিল। কহিল—"তাই তো বল্‌ছিলাম এতক্ষণ বাবুসাহেব, সে কোথা গিয়েচে, কেন গিয়েচে, এ সব জান্‌লে বেলাবেলি একটা সন্ধান কর্‌তে পারি। সন্ধ্যে তো হয়ে এল'—এর পর শুনে তো আর কিছু কর্‌তে পার্‌ব না। আপনি ভদ্দর লোক,

বড় লোক, জমিদার আপনার যাতে কোনো কষ্ট না হয় তা তো আমাদিগকে দেখতে হয়? আপনি না হয় আমাকে বিশ্বাস করচেন না—”

বিপিন কলিকাতার পথ চেনে না—কলিকাতার সে কিছু জানেও না: সহায় সম্পত্তি সম্বল সবই বিপিনের এখন প্রসন্ন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যেটি বড় কথা, সেটি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে প্রসন্ন বিপিনকে বারংবার নিষেধ করিয়া গিয়াছে! বিপিন কি করিয়া বলে? অথচ, না বলিলেও তো আর চলে না! কী করে! বিপিন বড় মুস্কিলে পড়িল। সিদ্ধির ক্রিয়া ক্রমশ মস্তিষ্কে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বিপিন পাগলের মত কেবল এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জলিয়া উঠিল—দিনের আলো নিবিয়া গেল।

চোবেজী কিয়ৎকাল অভিনিবেশ সহকারে বিপিনকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—“তা’ হলে আমি উঠলাম, বাবুজী, সন্ধ্যে হল—একবার মন্দিরে যাব।” চোবেজী উঠিয়া দাড়াইল, একখানি চাদরও কাঁধে ফেলিল পিতল-বাঁধানো লাঠিগাছটাও মুঠা করিয়া ধরিল—ধীরে ধীরে ২।১ পদ অগ্রসরও হইল।

বিপিন খপ্ করিয়া চোবেজীর হাতটি ধরিয়া কহিল—“চোবেজী মহারাজ—” আবার তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

চোবেজী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিল—“কী বাবুজী? কোনো কথা বল্‌বেনও না, অথচ ছাড়্‌বেন্‌ও না! এ কী? হাত ছাড়ুন—”

বিপিন অপ্রতিভভাবে সজল নয়নে কহিল—“বল্‌চি—বল্‌চি—বসুন—”

চোবেজী পুনরায় নিজ খাটিয়ায় বসিল, বিপিন তাহার টুলে উপবেশন করিয়া বলি-বলি করিতেছে, এমন সময় তৃতীয় শ্রেণীর একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া ধর্ম্মশালার ফটকে দাঁড়াইল। চোবেজী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া নবাগত যাত্রীকে আপ্যায়িত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বিপিন চিন্তাবিষণ্ণ মুখে গাড়ীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ী হইতে একজন বৃদ্ধ দুইজন রমণী ও একটি ছোট ছেলে অবতরণ করিল। বিপিন এমনি তন্ময় যে নবাগতদিগকে চিনিতেই পারিল না।

চোবেজী কুলির মাথায় মাল চাপাইয়া রমণীদিগকে লইয়া আগাইয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধ গাড়ী ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ফটক পানে ফিরিতেই উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে বিপিনকে দেখিয়া ক্ষিপ্রপদে তাহার কাছে আসিয়া সবিস্ময়ে কহিল—"য়্যা—বিপিন। তুমি এখানে?"

হঠাৎ সাপ দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, বিপিন হেরম্ব ভট্টকে দেখিয়া তেমনি বিস্মিত ও চমকিত হইয়া গেল। বিপিনের নাম শুনিয়া রমণী দুইজনও অবগুণ্ঠনফাঁকে বিপিনকে দেখিয়া পরস্পর ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল।

হেরম্ব কহিল—"পেসন্ন কই?"

বিপিন কাঁপিতে কাঁপিতে তোৎলার মত উত্তর দিল—"আজ দুপুর বেলা থেকে তাকে আর খুঁজে পাচ্ছিনা। তার কাছে আমার যে যথা-সর্ব্বস্ব আছে, জ্যাঠামশায়—"

হেরম্ব কহিল—"আর যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে করবে কী? এস, ভেতরে এস, সব বলচি—আর বলবই বা কী?"

বিপিনের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। বাড়ীর ও গ্রামের সংবাদের জন্য যে বিপিন, আজ ১০।১১ দিন জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইতেছিল, সেই খবর পাইবার লোক যখন মিলিল তখন তাহার অন্তরে আবার কী তুফান উঠিল—কী শুনিবে! কী বার্ত্তা এ আনিয়াছে!

বিপিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহার সমস্ত মনপ্রাণ সংবাদের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিপিন টলিতে টলিতে নীরবে হেরম্বর অনুগমন করিল।

চোবেজী জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজী, এঁরা বুঝি আপনার দেশের লোক ?"

বিপিন কোনো উত্তর দিল না, হয়ত সে শুনিতেই পায় নাই। তাহার চক্ষে সমস্ত পৃথিবী তখন ক্রমশ অন্ধকারে ভরিয়া উঠিতেছিল।

উপরে উঠিতে উঠিতে হেরম্ব আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার পেসন্ন কাকা, কোথায় গিয়েচে বললে ?"

বিপিনের কণ্ঠতালু সব শুকাইয়া গিয়াছে, অতি কষ্টে কহিল—"তাকে দু' হাজার টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ ভাঙাতে দিইচি সেই দুপুরে—এখনো তার দেখা নেই।"

চোবেজী বক্রহাস্যে আড়নয়নে চাহিয়া বিপিনকে কহিল—"বাঃ, বাবু সাহেব! তাই বুঝি আমায়—"

হেরম্ব কহিল—"আর তার দেখা পাবেও না—সে এতক্ষণ গোকুলে বাড়চে।"

বিপিনের মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। কোনমতে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন জ্যাঠামশায় ?"

হেরম্ব কহিল—"এ আর বুঝচো না? তাকে কি আজও চেন নাই? তাকে আমি দেখলাম, শ্যালদা ইষ্টাশিনে। আমায় দেখে সে ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল—ভাবলাম, সে হারামজাদাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিই—কিন্তু এই মেয়ে ছেলে নিয়ে হাত বন্ধ বলে', আর সে হাঙ্গামে গেলাম না। একা থাকলে তাকে দেখিয়ে দিতাম মজাটা!—তোমারও বড় সুবিধে নয়, বাবাজী! তোমাদের দু'জনের নামেই হুলিয়া ওয়ারেণ্ট বেরিয়েচে—শ্রীঘরের আর বড় বেশী দেরীও নাই—"

বিপিন মূর্চ্ছিত হইয়া দোতলার বারান্দায় পড়িয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিপিন পড়িয়া যাইতেই হেরম্ব এমন এক ভয়বিহ্বল বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল যে, আশপাশের ঘর হইতে যাত্রীগণ 'কি হল'—কি হল' করিতে করিতে শশব্যস্তে হুড়মুড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। হেরম্বর স্ত্রী ও কন্যা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—দেখাদেখি হেরম্বর দৌহিত্রও সেই সুরে যোগ দিল। নীচে হইতেও বহু লোক উপরে ছুটিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত বিপিনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। চোবেজী প্রথমটা বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, ক্রমে এক মৎলব আঁটিল।

সমবেত নরনারীগণের অবিরাম প্রশ্নে ও অকস্মাৎ এই বিরক্তিকর দুর্ঘটনায় হেরম্বর মন অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, উশারপুরে তিনি ট্রেণ ধরিয়াছেন। গত রাত্রে অনিদ্রা এবং সারা দিন স্বল্পাহারে একেই তো তাঁহার জরাকবলিত দেহ এবং মন খুব খারাপই ছিল, তাহার উপর এখানে পদার্পন করিতে না করিতে এই ব্যাপারে এবং যাত্রীদের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া, তাঁহার ধৈর্য্য রক্ষা করা এক রকম অসম্ভব হইয়া উঠিল, অথচ এ তাঁহার ক্ষীরগ্রাম নয়, কলিকাতা—কাহাকে কিছু বলিতেও সাহস হইল না। কি জানি, বিদেশ বিভূঁই—সঙ্গে আবার মেয়ে ছেলেও আছে—শেষে কি করিতে কি হইবে? সাবধান হওয়াই ভাল!

হেরম্ব চোবেজীকে বলিল—"ধর'না ধর'না—লাঠি হাতে করে হাঁ করে দেখচ কী? মুখে একটু জল টল দিয়ে লোকটাকে সুস্থ করে তোল' না? এতো তোমাদেরই কাজ—"

বলিতে বলিতে হেরম্ব নিজের ক্রন্দমান স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে লইয়া দ্রুতপদে তাহার কক্ষ পানে অগ্রসর হইল। বিপিন মূর্চ্ছিতাবস্থায় সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

চোবেজী হাতের লাঠিগাছটি দেওয়ালের গায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়া, সমবেত জনতাকে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইতে হুকুম দিল। তাহারা খোট্টা দারোয়ানজীর আদেশ পালন করিতেই, চোবেজী বিপিনকে উঠাইয়া বিপিনের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, দুয়ারটি আস্তে আস্তে বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথমে বিপিনের কোটের পকেট তিনটিতে হাত ঢুকাইয়া যাহা ছিল বাহির করিল। দুই দিকের নীচের পকেটে ৪টি টাকা ও ৮/১০ পয়সা, একটি দিয়াশলায়ের বাক্স, সাতটি বিড়ি ও ৩।৪ খানা ফর্দ্দ ছিল। ফর্দ্দে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বেকার মদ্য মাংস খাবার পান সিগারেট সোডা প্রভৃতির হিসাব ছিল। বুক পকেটে চারি খানি দশ টাকার নোট। চোবেজী এই নোট চারিখানি নিজের কাছার খুঁটে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, অন্যান্য জিনিষগুলি পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, বিপিনের মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপিনের জ্ঞানসঞ্চার হইল।

বিপিনের চক্ষু দুইটি জবা ফুলের মত লাল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ? কোথায় গেল?"

চোবেজী কোমল স্বরে কহিল—"কে কোথায় গেল, বাবু?"

বিপিন ত্রস্তভাবে চতুঃপার্শ্বে চাহিতে চাহিতে কহিল—"প্রসন্ন মুখুয্যে—"

চোবেজী সবিনয়ে উত্তর দিল—"তিনি তো এখনো ফেরেন নাই ?"

বিপিন মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"সর্ব্বনাশ করে গেছে, সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ"—প্রসন্নর উদ্দেশ্যে বিপিন অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিল।

চোবেজী বিপিনকে শান্ত ও সংযত করিতে বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু বিপিন চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া, কাঁদিয়া, গালি দিয়া, এমন এক কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, আবার বিপিনের দুয়ারে লোক জমিতে আরম্ভ করিল।

চোবেজী বিপিনকে কহিল—"আসুন্ বাবু প্রসন্ন বাবুকে একটু খুঁজে দেখি—"

বিপিন ঐরূপ করিতে করিতেই কহিল—"চল'—"

দারোয়ান্ বিপিনকে একাই চায়।

বিপিন নীচে আসিল কিন্তু রাস্তায় নামিবে না।

চোবে কহিল—"আসুন বাবু—একটু আগিয়ে গিয়ে দেখি—"

বিপিন ভয়ে জড়সড় হইয়া চোবের ঘরের কাছে গিয়া গুটিশুটি মারিয়া বসিয়া, কহিল—"দোহাই চোবেজী—দোহাই তোমার—আমায় রক্ষে কর' —তোমার পায়ে পড়ি—"

চোবেজী বিপিনের এবম্বিধ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া, তাহাকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে, বিপিন ততই কাঁদে ও বাহিরে যাইতে অমত করে।

চোবে প্রস্তাব করিল—"আসুন্ তবে মায়ের মন্দিরে, একবার মাকে দর্শন করে' আসি—"

বিপিন কহিল—"না—না—মহারাজজী, ওখানে পুলিশ আছে—এখুনি আমায় ধরে ফেল্‌বে। আমাকে লুকিয়ে রাখ—আমাকে লুকিয়ে রাখ—"

চোবেজীর মনে পড়িল, ওয়ারেণ্টের কথা। এতক্ষণ সে ভাবিতেছিল, মানসিক এই দুরবস্থার সুযোগে, ইহার নিকট আরও কি আছে, তাহার সন্ধান লইয়া, কোনো সুযোগে তাহাও হস্তগত করা; কিন্তু এখন দেখিল, অন্য সুযোগও উপস্থিত। চোবেজী ভক্তিমার্গের লোক। সারা দেহে গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ, সারাদিন মুখে কালীনাম, ধর্ম্মশালার রক্ষক—এ সুযোগ সে কেমন করিয়া ছাড়ে?

কহিল—"আপনার কোনো ভয় নাই, বাবুজী—আপনি আমার কাছে থাকুন্।"

বিপিন সভয়ে অথচ শিশুর মত সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবে না?"

চোবে নিজের ঘর খুলিতে খুলিতে কহিল—"না—না—বাবুজী, ধরিয়ে দেব কেন? আপনাকে কি আমি ধরিয়ে দিতে পারি?"

বিপিন কতকটা আশ্বস্ত হইল। তাহার মুখে প্রফুল্লতার ছাপ ফুটিয়া উঠিল। পুলকিত ভাবে কহিল—"আচ্ছা বেশ—তা' হলে তোমার কাছে একটু বসি।"

বলিয়া বিপিন চোবের কুঠারীর মধ্যে ঢুকিয়া একটি কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

চোবেজী বিপিনের গতিবিধি দেখিয়া কেবলি ভাবিতেছিল—লোকটা এমন করিতেছে কেন? সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে তাহার সহিত কথা কহিয়াছে কৈ এমন তো ছিল না? একি তবে ভাঙের নেশায় এমন হইল?

চোবে সুইচ টিপিয়া দিল—ঘরে আলোর বন্যা আসিল। বিপিন কোণ ঘেঁসিয়া উপুড় হইয়া আরও সরিয়া বসিয়া, মিনতির স্বরে কহিল —"মহারাজ আলোটা নিবিয়ে দাও—আমায় তারা দেখতে পাবে!"

চোবে আশ্বাস দিয়া কহিল—"বাবুজী, কোথাকার মফঃস্বলে কি করেচ, সেখানকার ওয়ারেণ্ট, এখানে কী? তুমি অমন করোনা— এখানে হাজার হাজার লোক আসচে যাচ্ছে—অমন করলে, এক্ষুনি লোক জানাজানি হবে—হাল্লা হবে, অম্‌নি পুলূশ এসে পড়বে—"

পুলিশের নামে বিপিন বিদ্যুৎপৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠিল—তাহার মুখ চোখ একটা নিদারুণ বিভীষিকার কালো ছায়ায় অন্ধকার হইয়া উঠিল। রুদ্ধ কণ্ঠে কথা আটকাইয়া গেল। বিপিনের সঘন পলকস্তিমিত দৃষ্টিতে ও ভীতিব্যাকুল মুখভাবে, চোবেজীর বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বিপিনকে দেখিয়া তাহারও ভয় করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে উঠিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইয়া জড়িত কণ্ঠে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"পুলিশ এসে পড়ল? য়্যাঁ?—টের পেয়েচে বুঝি? ওয়া-রেণ্টের আসামী আমি—কে বলে দিলে? তুই? তবে—"

বলিতে বলিতে চোবেজীর পিতলবাঁধা লাঠিগাছটি উঠাইয়া লইয়া নিমেষ মধ্যে তাহার মাথায় সজোরে এক লাঠি কষিয়া দিয়াই, এক লম্ফে রাস্তায় নামিয়া বিপিন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

"বাপরে—মার্ ডালা—"বলিয়াই বিকট চীৎকারে চোবেজী ধরাশায়ী হইলেন—জলভরা কলসী কাৎ হইয়া পড়িয়া গেলে যেমন জল পড়ে, চোবেজীর কেশ বিরল মস্তক ফাটিয়া তেমনি রক্তস্রাব হইতে লাগিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—"কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

—"কোলকাতায়—"

মাঘ মাস। কন্‌কনে শীত। মাঝে মাঝে উত্তর বায়ু পত্রবিরল তরুকাণ্ডগুলিকে ধাক্কা মারিয়া, মানুষের অস্থি-মজ্জায় পর্য্যন্ত তুষারশীতল স্পর্শ দিয়া যাইতেছে। ধুম্রমলিন পীতাভ রৌদ্র অতসী ফুলের রেণুর উপর লুটাইয়া বিদায় ভিক্ষা করিতেছে।

অপরাহ্ন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া সৌদামিনী শয্যাশয়িতা। তাঁহার এক পার্শ্বে রাখাল ও অন্য পার্শ্বে অরুণা শঙ্কিত মুখে কম্পিত বক্ষে রোগিনীর মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট।

সৌদামিনী আজ প্রায় দুই মাস যাবৎ শয্যা লইয়া ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে চলিতেছেন। ডাঃ বাগের বিধান, তিনি যেন ঘরের বাহিরে এক পা-ও না যান, এবং যতদূর সম্ভব নিরুদ্বিগ্নভাবে বিছানাতেই থাকেন। ডাক্তার সাহেব প্রতি রবিবারেই আসেন, কখন কখনো সপ্তাহে দুইবারও আসিয়া ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বতিপুর ফিরিয়া যান্।

রাখালের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৌদামিনী রাখালের মাকে এখানে আনাইয়াছেন, কারণ সৌদামিনীকে যদি এখন কিছুকাল বিছানায় থাকিতে এবং কোনো কার্য্য করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সংসারের কাজ, কে দেখিবে? অরুণা নিজেই সংসারের ভার লইতে স্বীকৃত ছিল, রাখাল

প্রস্তাব করিয়াছিল উপরন্তু কোনো পাচক বা পাচিকা নিযুক্ত করিতে—কিন্তু সৌদামিনীর তাহাতে মত ছিল না, যেহেতু তদ্বারা সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু পাচক বা পাচিকার অন্ন তিনি তো গ্রহণ করিবেন না। অরুণা তাঁহার জন্য রাঁধিবে, তাহাও সৌদামিনীর মনঃপূত হইল না। তিনি কহিলেন, অরুণা এ কার্য্য ২।৪ দিন পারে, বহু দিন হয়ত না-ও পারিতে পারে। অগত্যা রাখাল মত দিয়া, টেলিগ্রাম করিয়া মাতাকে আনাইয়াছে। রাখালের মাতাই এখন এ সংসারের কর্ত্রী।

রাখালের একমাত্র আপত্তি, সে নিজে এই পরিবারে এমন অচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে এ স্বর্ণ-শৃঙ্খল হইতে তাহারই মুক্তি অসম্ভব। কাজেই, জননীকে পর্য্যন্ত এই বাঁধনে শৃঙ্খলিত করিতে সে ছিল খুবই নারাজ! রাখাল গরীব ধনহীন বলিয়া কেবলি তাহার মনে হইত, সে গরীব নিরুপায় বলিয়াই, ইহারা হয়ত তাহাদিগকে এত দয়া করেন। এই দয়ার কাঁটাই রাখালের বুকে দিবারাত্রি খুচ-খুচ করিয়া বিঁধিত। অবশ্য ইহাও রাখাল পরীক্ষা করিয়াছে এবং সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভবও করে যে, সৌদামিনী কখনও কোনো কার্য্যে রাখালের প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক্, পুত্রাধিক স্নেহে তিনি তাহাকে ভালোবাসেন।

অরুণাও রাখালকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। অরুণা এ-কালের মেয়ে হইলেও জননীর কঠোর নিয়মাধীনে বাস করিয়া প্রগল্‌ভতা শিক্ষার সুযোগ মোটেই পায় নাই; কাজেই তাহার সব কাজে এমন একটা সলজ্জ রুচির শ্রী-সম্পদ থাকিত, যাহা রাখালের যৌবনমুকুলিত অন্তরে মুহুর্মুহু একটা অজ্ঞাত অপ্রকাশ্য আনন্দলোক সৃষ্টি করিত। সময়

সময় রাখালের সংযমশীতল প্রাণও ফুল-ফাল্গুনের পর্য্যাপ্তপুষ্পসম্ভারের সুরভিবন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাসে সে সেই স্বপ্নলোকের শিশ-মহলটি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিত।

রাখালের অন্তরের পুরুষটি এমনি নিত্য ব্যাহত আহত হইয়া রক্তাক্ত দেহে কেবলি গুমরিয়া মরিত। রাখাল এ বেদনা আর সহ্য করিবে না বলিয়াই, মাকে আনিয়া এ শাস্তিকে দীর্ঘতর করিতে মোটেই রাজী ছিল না এবং নিজেও পলাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু বিধাতা পুরুষ অন্য বিধান করিলেন। সৌদামিনীই তর্কে জিতিলেন এবং রাখাল শুধু তাহার মাকেই আনাইল না, তাহার কলিকাতা গমন ও নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া এম্-এ পড়ার কল্পনা পর্য্যন্ত আপাতত তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখিতে বাধ্য হইতে হইল। কাজেই, রাখাল হাল ছাড়িয়া দিয়া অদৃষ্ট-দেবতাকেই আত্মসমর্পন করিল, যদিও ঠিক নিশ্চিন্ত মনে নয়।

সৌদামিনী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"কোথায় যাবে ঠিক করেচ?"

রাখাল সবিনয়ে কহিল—"কোলকাতায়—"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? কোলকাতায় আবার কী জন্যে?"

রাখাল অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিল—"একটা চাক্‌রী বাক্‌রী—"

সৌদামিনী ম্লান হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এম-এ পড়ার কল্পনা তা'হলে ছেড়ে দিয়েচ?"

রাখাল কহিল—"না, মা ছাড়িনি। তবে আপাতত—"

সৌদামিনী আবার তেমনি ম্লান হাসির সহিত কহিলেন—"হঠাৎ চাক্‌রীরই বা তোমার এমন কী প্রয়োজন হয়ে পড়ল, বাবা ?"

রাখাল কিঞ্চিৎ নড়িয়া বসিয়া নতমুখে কহিল—"হঠাৎ নয় মা, এ প্রয়োজন যে আমার বরাবরকারই—তাকি জানেন না আপনি ? আমার এ ক্ষীরগাঁ আসাই তো চাক্‌রী কর্‌তে—"

সৌদামিনী কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে কহিলেন—"আচ্ছা, সে হবে। আমি আগে সেরে উঠি—তারপর সে ব্যবস্থা হবে।"

রাখাল কহিল—"কিন্তু মা এ ভাবে আর কতদিন বসে' বসে' খাব ?"

সৌদামিনী রাখালের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—"আচ্ছা বাবা, আমার কটি কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে ?"

রাখাল মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে কোমলভাবে কহিল—"আপনার কোন্ কথার কবে বেঠিক উত্তর দিইচি, মা ?"

রাখালের মাতা ঘরে সন্ধ্যাদীপ হস্তে প্রবেশ করিতেই সৌদামিনী হাত দুইটি জোড় করিয়া সন্ধ্যা-দেবতাকে শুইয়া শুইয়াই প্রণাম করিয়া কহিলেন—"দিদি, একটু দাঁড়ান্—আপনার ছেলের কথার ভঙ্গী শুনে যান্—"

রাখালের মা কহিলেন—"ওর কথা তুমিই শোনো বোন্, আমার শুনে শুনে কাণে পোকা পড়ে গিয়েচে। ছেরকাল ও অম্‌নি একঠোকা। কী বল্‌চিস রাখাল ? শোন্, সত্ত যা' বলচে, শোন্—তোর ভালোর জন্যেই বল্‌চে ! এমন রাজা লোক এঁরা—এঁদের কথা শুনতে হয়—"

বলিয়া রাখালের মা সেইখানে দাঁড়াইলেন।

সৌদামিনী ঘাড়টা উঠাইয়া ঘাড়ের নীচে একটা বালিশ দিয়া

মাথাটা একটু উঁচু করিয়া লইয়া বলিলেন—"এখানে থাকতে তোমার একবারেই মন হয় না, কেমন বাবা ?"

রাখাল বিপন্ন হইল। কী উত্তর দেয় ? ঠিক করিল, সোজাসুজি উত্তর দেওয়াই ভাল। কহিল—"ইচ্ছা খুবই হয় মা, তবে মন নিরুদ্বেগ হয় না।"

"কেন ?"

"একমাত্র কারণ, আমরা সম-অবস্থার লোক নই। আপনি বড়মানুষ, আমি গরীব।"

সৌদামিনী রাখালের মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া, কহিলেন—"মানুষকে কি তুমি টাকা পয়সা দিয়েই কেবল চিনতে শিখেচ, বাবা ?"

রাখাল কহিল—"ব্যবহারিক সংসারে সমান অবস্থার সম্মিলনটাই যে শোভন মা, তাকি আপনি অস্বীকার করেন ? অসম-অবস্থায়, মনে হয়, কোনো পক্ষই সুখী হয় না।"

সৌদামিনী কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাখাল কহিল—"অর্থাৎ বড় মনে করে দয়া করচি, আর ছোট ভাবে—আমি ছোট বলে দয়ার প্রার্থী—এতে বড়রও অধোগতি, ছোটরও আত্মহত্যা। কারু তো মঙ্গল নেই, মা।"

সৌদামিনীর চক্ষু মুদিয়া আসিল।

রাখাল তাড়াতাড়ি কহিল—"তাই বলে' এ আমি বলচিনা মা, যে আপনি আমাদিকে ছোট বলেই' দয়া করেন। আপনি আমায় পুত্রাধিক ভালবাসেন, তা' আপনিও যেমন জানেন, আমিও তেমনি বুঝি। কিন্তু যখনি ভাবি আপনি কী আর আমি কী—তখনি আমার অন্তর

বিদ্রোহী হয়ে এ স্নেহের নীড় ফেলেও ছুটে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায়! আমার মনে হয়, অপরের ঐশ্বর্য্যে আমার কোনো অধিকার নেই—অন্যের দয়া ও দানে বাঁচা যে কী লজ্জা, কী বেদনা, মা—তা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

সৌদামিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই কহিলেন—"এটা দয়া তোমার মনে করবার কী হেতু?"

রাখাল কহিল—"হেতু এই যে, আপনার এই সম্পদ বিনায়াসে ভোগ করতে আমি অধিকারী নই—"

—"কেন—?"

—"এতো আমার স্বোপার্জ্জিত নয়—।"

সৌদামিনী কহিলেন—"এ আমারও তো স্বোপার্জ্জিত নয়—তবে কি—"

রাখাল বাধা দিয়া কহিল—"আপনার অর্জ্জিত নয়, কিন্তু আপনি অধিকারসূত্রে ভোগ করতে এ পেয়েছেন। আমি তো তা' পাই নি, মা—"

সৌদামিনী রাখালের পানে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাখাল কহিল—"যদিও আমার মতে, এ অধিকারও অন্যায়।"

সৌদামিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

রাখাল কহিল—"অন্যের উপার্জ্জিত সম্পদ বিনায়াসে ভোগ করতে পুত্রও অধিকারী নয়! কেননা, লক্ষ্মী বীরভোগ্যা—অলস নিষ্ক্রিয় ক্লীবের নয়।"

সৌদামিনী কহিলেন—"ধর' তোমার পিতার যদি সম্পত্তি থাকতো?"

রাখাল কহিল—"থাকলে কি হত বলতে পারি না, বোধ হয় নেই বলেই এ কথা বলতে পারছি।"

কিয়ৎক্ষণ থামিয়া, রাখাল পুনরায় কহিল—"যদি ঐশ্বর্য্যবান্ হতাম, তা'হলে আজ আমার মনোভাবটা ঠিক যে এমন হত' না, সেটাও নিশ্চিত। কারণ, জীবনে দুঃখ যে পায় নাই, সে কখনও বড় হ'তে পারে না। দুঃখ মানুষের বুদ্ধি মন ও হৃদয়ের যেমন প্রসার বাড়ায়, সুখ অনায়াসে তাকে তেমনি চেপে মারে, বাড়তে দেয় না। এই জন্যে, পৃথিবীতে আজ যাঁরা বড় বলে' প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন, তাঁদের জীবনের মূল উৎসই হচ্ছে দুঃখ।"

সৌদামিনী বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুঃখকেই তুমি তা হলে চাও—"

রাখাল কহিল—"দুঃখকে চাই—জয় করতে, যেমন শিকারী চায় ভীষণকায় নরখাদক বাঘ, তাকে শিকার করতে। এতে অসীম আনন্দ মা—"

রাখালের মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ও কিরে? বাঘ শিকার কী? তুই ক্ষেপলি নাকি? সদু—"

সৌদামিনী কহিলেন—"আপনি ভয় করবেন না, দিদি, রাখালকে বাঘের মুখে কি আমি ছেড়ে দিই?"

"—হেঁ হেঁ, তাই তো বলি! তোমার মত রাজালোকের আশ্রয়ে আমার রাখালের কি কোনো অকল্যাণ হতে পারে? তাকি আমি জানি না?" বলিতে বলিতে রাখালের মা স্থান ত্যাগ করিলেন।

সৌদামিনী কহিলেন—"আচ্ছা, তোমায় যদি আমি কিছু দিই—"

রাখাল তড়িৎপৃষ্টের মত চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"যা' দিয়েচেন, তা' রাজাধিরাজের ভাণ্ডারেও নেই—আমি তাতেই ধন্য, মা— তার বেশী আর কিছু নিতে পারবো না ; আমায় ক্ষমা করবেন—"

বলিয়া সোজা চাহিতেই অরুণার সঙ্গে চারি চক্ষের মিলন হইল; রাখাল দেখিল, অরুণা একদৃষ্টে ভাবাবিষ্ট ভাবে রাখালের পানে চাহিয়া। কিছুক্ষণ পরে উভয়েই আলিঙ্গনবদ্ধ দৃষ্টিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নিজ নিজ চক্ষু ফিরাইল।

সৌদামিনী কহিলেন—"আচ্ছা, কাল যা হয় স্থির করে' ফেলব, ডাঃ বাগও কাল আসচেন্, ভালই হবে। তারপর তোমার যেখানে খুশী চলে যেও, তোমার মাকেও বাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

রাখাল উত্তেজনাবশে কহিল—"আমি জানি মা, আপনি সুবিচারই করবেন।"

সৌদামিনী পাশ ফিরিয়া অরুণার দিকে মুখ করিয়া ক্লান্তভাবে শুইলেন; রাখাল আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল; যতক্ষণ দেখা গেল, অরুণা রাখালের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছোট একটি চাপা নিঃশ্বাস ফেলিল।

সৌদামিনী কহিলেন—"অরুণ, আমার কপালটায় একটু হাত বুলিয়ে দে-তো মা।"

অরুণা হাত বুলাইতে লাগিল। অজ্ঞাতে যে তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অরুণা জানে না, কিন্তু সেটি সৌদামিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সকালে ডাঃ বাগের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি না আসায় রাখালেরও ক্ষীরগ্রাম ত্যাগের কিছু স্থির হইল না। শান্ত শিষ্ট স্বল্পভাষী রাখালের আজ সকাল হইতেই একটা পরিবর্তন দেখা গেল। সকল কাজেই যেন সে অতিমাত্রায় সজাগ, সব সময়েই উৎকর্ণ, মুখে চোখে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য।

রাখাল অকারণ খেদনের সঙ্গে খানিক কথা কহিল, নাথুর নিকটও বিদায় লইল, গৌরাঙ্গ ভদ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এ-বাড়ীর খোঁজখবর করিতে অনেক রকম করিয়া উপদেশ দিল। মাতার সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া পরামর্শ করিল—আপাতত বাড়ী গিয়া, তাঁহাকে তথায় রাখিয়া, বাড়ীঘর সামান্য মেরামতাদি করিয়া দিয়াই সে কলিকাতা যাইবে, বাড়ীতে বেশী দেরী করিতে পারিবে না।

মা বলিলেন—"তাই হবে।"

দাওয়ার অপর পার্শ্বে অরুণা নারিকেল কুড়িতেছিল। অরুণা তন্ময় হইয়া হাতের কাজ বন্ধ করিয়া মাতাপুত্রের পরামর্শ শুনিতেছিল। রাখাল কিয়ৎক্ষণ পরে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই অরুণা থতমত খাইয়া আরক্ত নতমুখে জোরে জোরে হাত চালাইতে লাগিল। লজ্জা ঢাকিতে গিয়া, তাড়াতাড়িতে অরুণা কুড়ুনীর নীচেকার বঁটিতে হাত কাটিয়া ফেলিল। রাখাল তাড়াতাড়ি গিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিয়া, নিজের কোঁচাটি নিকটস্থ জলের ঘটিতে ডুবাইয়া লইয়া, কাটা হাতে জলপটির মত জড়াইয়া ধরিল।

রাখালের মা কহিলেন—"নাও, হ'ল তো? পই পই করে মানা করলাম, পারবে না পারবে না—কিন্তু মেয়ের আমার সব কাজেই হাত বাড়ানো চাই—"

অরুণা হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া কহিল—"মাসীমা, আমি কী? অকর্মার ধাড়ী না?" বলিয়া অরুণা হাসিয়া আকুল। রাখালের মাও হাসিয়া ফেলিলেন।

রাখাল কহিল—"মা, একটি ন্যাকড়া দাও তো।"

মা কহিলেন—"তুই নিস্‌নে বাপ, ঐ বড় ঘরের দাওয়ার কুলুঙ্গীতে রয়েছে—ঐ ছাখ—"

রাখাল কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতভাবে কহিল—"আমি যাই কি করে?

বলিতেই অরুণা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিতে বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—হো হো শব্দে আবার উচ্চ হাস্যের তুবড়ী ফাটিয়া উঠিল। রাখাল অরুণার হাতখানা কোচা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া অচল—রাখালের মাও এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। রাখাল অপ্রস্তুত। রাখালের মা তাড়াতাড়ি ন্যাকড়া আনিয়া, অরুণার হাতে জলপটি বাঁধিয়া দিলেন—রাখাল আরক্ত মুখে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিয়া একেবারে বাহিরে বাঁধা বকুলতলে আসিয়া বসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। রাখালের কোঁচার ভিজে খুঁটটি তখনও অরুণার কররক্তে টকটক্ করিতেছিল।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া তাহার লজ্জার কারণ অনুসন্ধান করিল—কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইল না, কারণ সে রকম হাস্যকর কাজ তো সে কিছুই করে নাই? তবু লজ্জা যায় না। মাথার উপর একটী পাখী

কেবল ডাকিয়া উঠিল—বৌ কথা কও! রাখাল কাণ পাতিয়া শুনিল. পত্রান্তরালে কোথায় একটি কপোত-মিথুন ঘুঘুর-ঘু ঘুঘুর-ঘু করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে গুঞ্জন করিতেছিল—অদূরে পথের উপর নিমফলের শ্যামচ্ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া একটি কোকিল নিশুতি নিশীথ রাত্রের চৌকীদারের মত ডাকিতেছিল—কুউউউ—কুউউউ—

ঘটনাটি নিতান্ত অকস্মাৎ ও অত্যন্ত ছোট, কিন্তু রাখালের মনে এটি খুবই মিষ্ট লাগিল। তাহার চিরবিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে এমন একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল, যাহা হয়ত আজিকার রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে ভুলিতে হইবে। রাখালের মনটা বড় খারাপ হইয়া পড়িল। এই বাড়ী, এই সঙ্গ, সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে! অথচ এ ছাড়ার মূল তো সে নিজেই। মিথ্যা অহঙ্কার ও দম্ভের বশীভূত হইয়া সে নিজের পায়ে নিজে যে কুঠারাঘাত করিল, তাহা হয়ত আর ফিরিবে না। কারণ সৌদামিনীকে সে ভালই চিনিত—তাহার জিদে অবশেষে সৌদামিনীও মত দিয়াছেন—আর তাহা রদ হইবে না। রাখাল জানে, এখন যদি নিজেও আর যাইতে না চায়, তবুও তাহাকে যাইতে হইবে; আর এত কথার পর, সে আর যাইতে চায় না, জানাইবে কি করিয়া? সে আরও লজ্জা—আরও অপমান। তাহার চেয়ে এই যে হৃদয়ের ক্ষত এ বরং সহনীয়। রাখালের নিজের উপরই রাগ হইতে লাগিল। সে কী মূর্খ, কী নির্ব্বোধ! কিন্তু আর উপায় নাই!

রাখাল ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুশ্চিন্তার সব বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিল। আপন মনে সে পায়চারি আরম্ভ করিল। আত্মগ্লানিকে আমন্ত্রণ করিয়া জানাইল যে, তাহার মত নিঃস্বের একপ

দৌর্ব্বল্য অমার্জ্জনীয় ; যাহার নিজের খাইবার কোনো সংস্থান নাই, তাহার হৃদয়ে কি প্রেম সাজে ? অরুণা রাজকন্যা—আর সে পথের ভিখারী ! কী বাতুলতা ? অযোগ্যের কী স্পর্দ্ধা ?

মনকে প্রবোধ দিয়া সোজা করিতে রাখাল অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্রোতের মুখে বেতসলতার মত সোজা সে কোনো মতেই হইল না। মনকে যতই ফিরাইতে চায়, মন দুষ্ট ঘোড়ার মত ততই বিপথে ছোটে—সকালের সেই ছোট্ট প্রেমকাব্যখানির প্রতিটি শ্লোকের ভিতর। দূরাগত কোকিলের সতর্কবাণী তাহার অন্তরের রুদ্ধদ্বারে কেবলি করাঘাত করিতেছিল।

রাখালের জীবনে প্রেমদেবতার এই প্রথম আগমনী, কাজেই এত সঙ্কোচ, এত লজ্জা, এত ভয়—এবং এত পুলক, এত মোহ, এত সুখ। রাখাল কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তাহার আত্মমর্য্যাদার দম্ভ, দারিদ্র্যের কৌলীন্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে ক্ষণিকের মোহন স্পর্শে এমন ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে—ইহা সে জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল। করিয়া, বিস্মিত হইল।

রাখাল ইংরাজী বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বহু প্রেমকাহিনী পাঠ করিয়াছে, কিন্তু নিজের জীবনে কখনও তাহার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ ক'রে নাই। রাখালের মনে হইল—ওথেলো ডেসডেমোনার প্রেম সত্য—তাহার মধ্যে এতটুকু কল্পনা নাই : ব্রজেশ্বরের উপর রাগ হইল ; দুষ্মন্তের প্রতি ঘৃণা হইল !

হঠাৎ রাখালের মনে এক নূতন সন্দেহ জাগিল—অরুণা কি তাহাকে সত্যই ভালবাসে, না গরীব বলিয়া শুধু অনুকম্পা করে ?

রাখাল আবার অতীত সিন্ধু-মন্থনে প্রবৃত্ত হইল। কবে অরুণা তাহার

পানে অপলক নেত্রে চাহিয়াছিল, তাহাদের চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্রই, অরুণা লজ্জারক্তমুখে নয়ন নত করিয়াছে ; কবে অরুণা রাখালকে কি বলিয়াছে ; কবে কি বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, কিছু দিতে গিয়া হাত কাঁপিয়াছে, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়িয়াছে। কতবার রাখালের ক্ষীরগ্রাম পরিত্যাগের কথা শুনিয়া, তাহার প্রফুল্ল মুখখানি ম্লান ও ঢলঢল চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে—রাখাল সেই সব জীর্ণ পুঁথির টুক্‌রা জড়ো করিয়া নবাবিষ্কৃত এই প্রেমকাব্যের একটি শ্লোকের পাঠোদ্ধারে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায়, সকলে রাখালের খোঁজ করিতেছিল, অথচ রাখালকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না।

নাপ্‌ স্নান করিয়া আসিয়া তাহার কাপড় শুকাইতে দিতে গিয়া হঠাৎ রাখালকে আবিষ্কার করিয়া জানাইল, বাড়ীতে সকলে তাহাকে খুঁজিতেছে, বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

রাখালের হুঁশ্‌ হইল—রাখাল তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকিতেই তাহার মাতা অনুযোগ করিয়া উঠিলেন—"হ্যারে, কোন্ সকালে রেঁধে বেড়ে বসে' আছি, ভাত গুলো কড়' কড়' চা'ল হয়ে গেল—কখন নাইবি, কখন খাবি ?"

রাখাল অপ্রতিভ ভাবে কহিল—"একটু তেল দাও মা,—দিয়ে তুমি জায়গা করে ভাত বাড়ো, আমি এলাম বলে'।" রাখাল গায়ে মাথায় তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে ক্ষিপ্রপদে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

সৌদামিনী আস্তে আস্তে রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। অরুণা দক্ষিণমুখী দাওয়ায় বসিয়া পাণ সাজিতেছিল, মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আমি যাচ্ছি মা আমার হয়েছে ! তুমি একটু বসো।"

বহুদিন শয্যাশায়িনী থাকার দরুণ সৌদামিনীর চুলগুলি জটার আকার ধারণ করিয়াছে, অরুণা তাই মাতাকে ধরিয়াছে, সে চুলগুলি আঁচড়াইয়া ঠিক করিয়া দিবে। অরুণা একবাটি নারিকেলের তৈল ও গোটা একটি চিরুনী লইয়া মাতার চুলগুলি আঁচড়াইয়া ফাঁশছাড়া করিতে লাগিল— অপর দিকে রাখাল আসিয়া ভোজনে বসিল

মধ্যে অনেকটা ব্যবধান, সৌদামিনী ও রাখাল, মুখোমুখি বসিয়াছিল; সৌদামিনীর পশ্চাতে হাঁটুর উপর ভর দিয়া অরুণা মাতার চুল আঁচড়াইতেছিল।

সৌদামিনী কহিলেন—"অনেকদিন রাখালকে নিজের হাতে খেতে দিইনি—কি খাওয়া হল' না হল' খোঁজও নিতে পারি নি—!"

রাখাল সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল—"তাতে করে' কোনো দিনই আধপেটা খাইনি মা—"

সৌদামিনী ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"হ্যা এইবার কোলকাতা গিয়ে স্বোপার্জ্জিত অর্থে আরো ভালো করে' পেট ভরে' খেয়ো—আমরা যতই হই পর তো—"

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিতেই অরুণার একাগ্র চাহনির শরজালে আহত হইয়া, মুখ নামাইল! কী বলিতে গিয়াছিল, সেই জানে, বলিল না কিন্তু কিছুই!

রাখালের মাতা রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"তুই যেখানে যাবি, যা—সদু একেবারে সেরে না উঠলে তো আর আমি যেতে পারব না—"

রাখাল কহিল—"সে কি মা, তুমিও যাবে—কাল হ'তে সব ঠিক। আজ সকালেও তাই বল্লে—"

মাতা কহিলেন—"বলেছিলাম তো বাবা, কিন্তু তা হচ্ছে কৈ ?"

সৌদামিনী কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত কহিলেন—"তুমি যাচ্ছ' চাকরী করতে, কল্‌কাতায়—তা' মাকে বাড়ী পাঠাবার এত তাড়াতাড়ি কেন ? সেখানে কি মায়ের নাতি নাৎনীরা ঠাকুমার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেচে ?"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া রাখাল নীরবে আচমনে উঠিয়া গেল।

গৌরাঙ্গ ভদ্র আসিয়া, সৌদামিনীকে প্রণাম করিয়া কহিল—"ডাঃ সাহেব আজ সন্ধ্যাবেলা আসবেন মা। আমায় আপনাকে খবর দিতে বলে' দিলেন।"

রাখাল কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

অরুণা দ্রুতপদে একটা পানের ডিবায় কিছু মসলা আনিয়া নীরবে রাখালের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

রাখাল মশ্‌লা মুখে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, যাতিপুর থেকে আর কি খবর নিয়ে এলেন, গৌরবাবু—"

গৌরাঙ্গ কহিল—"প্রসন্ন মজুমদার পাঁচ বৎসর সশ্রম জেল হয়েচে, শুনেচেন ?"

রাখাল বিস্মিত হইয়া কহিল—"না, আমরা তো তা' শুনি নাই ? তবে শুনেছিলাম যে সে ধরা পড়েচে।"

গৌরাঙ্গ প্রসন্নর পলায়ন হইতে গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কহিল—"সেও সব দোষ স্বীকার করেছে ! আবার তদন্তে এও বেরিয়ে পড়েছে যে, বিপিনের দু'হাজার টাকা নিয়ে সে চম্পট দিয়েছিল—"

সৌদামিনী ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর বিপিনের খবর কী ?"

গৌরাঙ্গ কহিল—"শুনলাম, কালীঘাটে যে ধর্ম্মশালায় তারা থাক্‌তো, হেরম্ব খুড়োর সঙ্গে সেখানে তাদের দেখা—"

রাখালের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হেরম্ব কল্‌কাতায় ?—"

গৌরাঙ্গ কহিল—"হেরম্বর দৌহিত্রের মানৎ ছিল, ওরা মা কালীকে মানৎ দিয়ে গিয়ে যে সেইখানেই উঠেছিল। যেদিন হেরম্বরা পৌছেছিল, সেই দিন রাত্রেই ধর্ম্মশালার দারোয়ানের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে বিপিন, যে কোথায় পালিয়েচে, আজ পর্য্যন্ত আর তার কোনো খোঁজই কেউ পায় নাই। শুন্‌লাম্, বিপিনের মাথাও নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছে—সে এখন উন্মাদ পাগল।"

সৌদামিনীর চক্ষু দুইটি করুণায় ছল ছল করিয়া উঠিল; কহিলেন—"আহা।"

রাখাল কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত কহিল—"এদিকে দয়া করলেও পাপ হয়, মা—"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাঘের শুক্লা সন্ধ্যা। শীতজর্জ্জর পল্লীখানিকে আবেষ্টন করিয়া অযত্ন বিস্তৃত একখানি দুগ্ধধবল শালের মত স্থিরোজ্জ্বল জ্যোৎস্না। রজতালোকে উর্দ্ধে কাঁঠাল গাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

অদূরে ছোট গোল উঁচু একটা টেবিলের উপর একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চক্‌চকে হ্যারিকেন্ লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। রাখাল খোলা জানালার নীচে একখানা টেবিলের উপর বসিয়া, একদৃষ্টে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, শূন্য চেয়ারখানি অভিমানিনী দয়িতার মত উদগ্র বক্ষে পড়িয়াছিল।

ঠাণ্ডা বাতাসে রাখালের অযত্নবর্দ্ধিত রুক্ষ চুলগুলি মাঝে মাঝে মুখে আসিয়া পড়িতেছিল ; গায়ের আধময়লা ময়ূরকণ্ঠী রঙের আলোয়ানখানা দেহ হইয়া সরিয়া পড়িয়া ঝুলিতেছিল ; টুইলের শার্টটিরও গলায় ও বুকে বোতাম না থাকায় বুকে আসিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আঘাত করিতেছিল —রাখালের সে দিকে কোনো লক্ষ্যই ছিল না। এমনি গভীর চিন্তায় যখন রাখাল নিমগ্ন, তখন ধীরে ধীরে পা টিপিয়া অরুণা আসিয়া খোলা দুয়ারে দাঁড়াইল। রাখাল জানিতে না পারিয়া, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়াই রহিল।

অরুণা মিনিট ৫।৭ অপেক্ষা করিয়া দেখিল, রাখাল স্থাণুর মতই বসিয়া। অগত্যা অরুণা গলার একটু আওয়াজ দিয়া আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া একখানি টীপয়ে খাবারের থালা ও জলের গ্লাসটি রাখিয়া

টীপয়টি রাখালের কাছে আগাইয়া দিয়া বিনীত ভাবে কহিল—"খাবারটা খেয়ে নিন্—"

রাখাল চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইতে গিয়া টীপয়ে ধাক্কা লাগিয়া সবশুদ্ধ হুড়্মুড় করিয়া ফেলিয়া দিল কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করিয়া কাঁসার রেকাবী ও গ্লাসের শব্দ সারা বাড়ীখানিকে উচ্চকিত করিয়া তুলিল।

রাখাল অপরাধীর মত অপ্রতিভভাবে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইতেই, অরুণা তাড়াতাড়ি গ্লাস ও রেকাবী দুইটিকে ধরিয়া শব্দ থামাইয়া কহিল, —"যাক্‌গে, আপনি বসুন—আমি আবার খাবার নিয়ে আস্‌চি—আপনি ব্যস্ত হবেন না।" বলিয়া ঘরটি ক্ষিপ্রহস্তে পরিস্কার করিয়া লইয়া রাখাল কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অরুণা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বাসনের শব্দে সৌদামিনী ও রাখালের মা উভয়েই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী হলো! কী হলো?"

অরুণা রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে বাসনদুটি রাখিয়া, হাসিতে হাসিতে কহিল—"মাসীমা, আমি অকর্ম্মার ধাড়ী. না?"

রাখালের মা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"শোনো সদু, ক্ষেপী বেটির কথা শোনো।"

সৌদামিনী ময়দার নৈ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যিই তুই অকর্ম্মার ধাড়ি! কী করে'যে তুই কী করবি—আমি তাই ভাবি! কী করে' ফেল্‌লি?"

অরুণা সহাস্যে কহিল—"যেমন করে ফেলে—এই এমনি করে"—বলিয়া নিকটস্থ একটি বাটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে হাত হইতে ছাড়িয়া দিল। আবার সৌদামিনী ও রাখালের মা হাসিয়া উঠিলেন।

রাখালের মা পুনরায় খাবার সাজাইতে লাগিলেন, অরুণা রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। সৌদামিনী রাখালের মাকে, সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই দেখুন দিদি, এই মেয়ের হাতে সংসার ছেড়ে দিতে রাখাল আমায় পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন তাই এ যাত্রা আমি রক্ষা পেলাম।"

রাখাল তাহার ঘর হইতে সব শুনিয়া বিস্মিত হইল।—অরুণাতো ফেলে নাই—ফেলিয়াছে সে নিজের অনবধানতায়; অরুণা কৈ তাহা তো বলিল না? কেন সে আসল কথাটি গোপন করিয়া নিজের মাথায় এই লজ্জার বোঝাটা তুলিয়া লইল? রাখাল বুদ্ধির কাছ হইতে কোনো উত্তরই পাইল না, কিন্তু তাহার মন তাহাকে ইশারায় যাহা জানাইল রাখালের দেহে তাহা এক অপূর্ব্ব পুলক-শিহরণের সৃষ্টি করিল।

অরুণা খাবার রাখিয়া রাখালের সম্মুখেই দাড়াইয়া রহিল।

রাখাল খাইবে কি, তাহার সমস্ত অন্তর কথার ও প্রশ্নের জোয়ারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাখাল আর স্থির থাকিতে পারিতেছিল না অথচ কী বলিয়া সে কথা আরম্ভ করিবে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে রাখালই আড়ষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, অরুণা, খাবারটা ফেল্‌লাম আমি, অথচ তুমিতো মাকে তা' বল্‌লে না?" রাখালের নতমস্তক আরও নুইয়া পড়িল, লজ্জায় তাহার কাণ পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিল।

অরুণা মৃদু হাসিয়া কহিল—"তাতে আর হয়েচে কী?"

রাখাল তদ্রূপভাবেই কহিল—"হয় নি—হয় নি—তেমন কিছু—কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক তা নয় কিনা তাই—"

অরুণা প্রসন্ন স্মিতহাস্যে উত্তর দিল—"আমরা যা করি, সবই যে সব সময় ঠিক—তা ও তো নয়!"

রাখাল ক্রমশ সাহসী হইল। জল খাইয়া গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া, অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—"কিন্তু জেনে শুনে বেঠিক করাটার নামই হচ্ছে—হচ্ছে—ই'য়ে—"

"মিথ্যা—কেমন?" অরুণা কথাটা জোগাইয়া দিল।

রাখাল আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে কহিল—"মিথ্যা ঠিক না হলেও—সত্য নয়।"

অরুণা মধুর দুষ্ট হাসির সহিত কহিল—"তা'হলে আমায় মিথ্যাবাদী বলেই এখন হতে জেনে রাখবেন—" বলিয়া জোরে হাসিয়া উঠিতেই রাখাল অপ্রতিভভাবে বলিল—"না না অরুণা আমি তা' ভেবে বলি নি—আমি তা' বলিনি—"

অরুণা কিঞ্চিৎ উদাসীন ভাবে কহিল—"তা' আমি জানি একটু রঙ্গ কর্‌লাম—কাল আপনি চলে' যাবেন। আর তো এদিকে আস্‌বেন না তাই—"

রাখালের মনে অকস্মাৎ একটা জগদ্দল পাথর আসিয়া যেন আসন পাতিল—

অরুণা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা আপনি কি এদিকে আর মোটেই আস্‌বেন না? আমাদের জন্যে আপনার এতটুকু মা কেমন কর্‌বে না?"

রাখাল ইহার কী উত্তর দিবে? মন-কেমন যে কী জিনিষ, আজই সে তাহা আবিষ্কার করিয়াছে মাত্র। রাখাল নীরবে নতমুখে টেবিলের উপরিস্থ দুইখানি কাঠের জোরের মধ্যে অঙ্গুলের নখ চালনা করিতে লাগিল।

অরুণা কহিল—"জামাটায় বোতাম নাই আমায় ছেড়ে দিন্; বোতাম লাগিয়ে দিই। গায়ের কাপড়টা তুলে ভালো করে গায়ে দিন—ঠাণ্ডা লাগচে।"

রাখাল তাড়াতাড়ি আলোয়ান্ খানি ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া কহিল—"আজ রাত্রে থাক্, কাল সকালে বোতাম লাগিয়ে দিও।"

অরুণা কহিল—"কেন? এখুনি দিন্ না—"

রাখাল ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, অরুণা, আমি যদি না যাই—"

অরুণার মুখ গাল কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। কহিল—"এখুনি ডাক্তার সাহেব এসে পড়বেন—এখনো মাংসে হাত পর্য্যন্ত পড়ে নাই। আমি যাই—"

রাখালের মন অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে, কহিল—"আচ্ছা, আর একটু দাঁড়াও—"

অরুণা দাঁড়াইল। রাখাল কি বলিবে ভাবিতে লাগিল। বলিবার কথা তাহার বুকভরা অফুরন্ত, কিন্তু একটি কথাও যে মুখ দিয়া বাহির হয় না—এতো বড় বিপদ! হঠাৎ এ-ভাবে কোনো কথা নাই, দুইজনে নীরবে দাঁড়াইয়াই বা থাকে কি করিয়া?

অরুণা কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাঁড়াতে বললেন—কি বল্‌বেন্—বলুন?"

রাখাল আরও বিপন্ন হইল—তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণাগুলি ফুটিয়া উঠিল। অরুণা রাখালের বিকল বিহ্বল ভাব দেখিয়া প্রথমটা আমোদ অনুভব করিল, কিন্তু রাখালের মানসিক যন্ত্রণা যখন তাহার মুখে চোখে ও ভাবে প্রকট হইয়া পড়িল, তখন আর অরুণার তাহাকে লইয়া আমোদ করিবার প্রবৃত্তি রহিল না। তাহার আয়ত চোখের কোণে রঙ্গের যে তীক্ষ্ণ আলোর রেখা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেটি হঠাৎ সমবেদনার স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিল।

রাখাল আচম্‌কা জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার হাতের সেই সকাল বেলাকার কাটাটা কেমন আছে?" অরুণা হাসিয়া ফেলিল। রাখাল আরও লজ্জিত হইল।

অরুণা কহিল—"আপনি যাবার জন্যে কি সত্যই মনঃস্থির করেছেন?"

রাখালের অন্ধ মন চলিবার একগাছা লাঠি পাইল। কহিল—"আমার এখানে কি কোনো প্রয়োজন আছে?"

অরুণার চোখ দুটি হঠাৎ ছল ছল করিয়া উঠিল, মুখখানির উপর দিয়া একটা কিসের ছায়া যেন চলিয়া গেল। কহিল—"আছে কি নাই, তার কি কোনো খোঁজ আপনি করেচেন?"

রাখালের মাথাটা কেমন করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিল—"বোধ হয়, করিনি।"

অরুণা এক পা পিছাইয়া গিয়া একটু আলো-আঁধারীতে দাঁড়াইয়া চাপা কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদিকে চিরকালের মত ছেড়ে যাবার আগে, একবার খোঁজ করাটা কি আপনার উচিত ছিল না?"

রাখাল আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে কহিল—"কিন্তু—কিন্তু—সে স্পর্দ্ধা আমার নাই—"

অরুণা স্থির কণ্ঠে কহিল—"যদি অধিকার হয়—"

রাখালের সর্ব্বশরীরে একটা পুলকহিল্লোল বহিয়া গেল, যাহা দ্বারা তাহার সব ভার এক লহমায় লঘু হইয়া গিয়া—মনে হইল—সে যেন বাতাসে উড়িয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি টেবিল খানি ধরিয়া ফেলিয়া উচ্ছসিত আবেগে রাখাল ডাকিল—"অরুণা—অরুণা—"

অরুণা তাহার নিবদ্ধওষ্ঠদ্বয়ে তর্জ্জনী ঠেকাইয়া অধীর হইতে নিষেধ ইঙ্গিত জানাইল।

রাখাল অরুণার কাছে আগাইয়া আসিয়া আস্তে আস্তে কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"আমি যাব না অরুণ, আমি যাব না! আমায় যেতে দিও না—যেতে দিও না—"রাখালের সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

জোরে জোরে অরুণার নিশ্বাস বহিতেছিল, ছোট্ট করিয়া কহিল—

—"তুমি যেতে পারতে?"

রাখাল কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ ডাঃ বাগের কণ্ঠস্বরে ও হাসির শব্দে সকলে লণ্ঠনহস্তে দুয়ার পানে ছুটিল দেখিয়া, রাখাল এবং অরুণাও সেইদিকে বেগে ধাবমান হইল—রাখালের মুখের কথা মুখেই অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় ১০টা। নৈশাহারশেষে বাহিরে তাম্বুতে ডাঃ বাগ, শ্রীগোপাল পণ্ডিত, তাঁহার পুত্র সুবিমল ও রাখাল একদিকে, অন্যদিকে সৌদামিনী, শ্রীগোপালবাবুর পত্নী ও অরুণা উপবিষ্ট, কথাবার্ত্তা চলিতে-ছিল। ডাঃ বাগ সম্মুখে রক্ষিত ফ্ল্যানেলমোড়া টীপট হইতে মাঝে মাঝে এক এক পেয়ালা চা ঢালিতেছেন ও নিঃশেষ করিতেছেন।

শ্রীগোপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কত চা খাবেন, ডাঃ বাগ ?"

ডাক্তার সাহেব হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, —"চাটা আমাদের দেশে আফিমের চেয়েও একটা বড় মৌতাত তো হয়ে দাঁড়িয়েচেই, তা ছাড়া, মধ্যবিত্ত গেরস্ত ঘরে লৌকিকতার ও একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে পড়েচে—"

শ্রীগোপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম ?"

ডাঃ বাগ বলিতে লাগিলেন—"এই ধরুন, অত্যন্ত অল্প খরচে বেশ লোককে আপ্যায়িত করা যায়। আমি ভাবি, এই অনটনের সংসারে চা যদি না আসতো, তা' হ'লে আমরা কী করে ভদ্রতা রক্ষা ক'রতাম ?"

সকলে এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"সবাই তো আর আমার ভগিনী মিসেস্ মুহুরীর মত বড়লোক নয় যে লোক এলেই তাকে চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় দিয়ে আপ্যায়িত করবে।"

সৌদামিনী সলজ্জ বিনয়ে ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানাইলেন,—"দাদা আর বড় লোক পেলেন্ না খুঁজে—"

পণ্ডিতজায়া কহিলেন—"তা ডাক্তার সাহেব মিছে কথা তো বলেন নি, দিদি!"

ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"মিঃ পণ্ডিতও বড় কম নন্—"

শ্রীগোপালবাবু ঈষৎ হাসিতে হাসিতে জানাইলেন—"হঠাৎ ডাক্তারী ছেড়ে আপনি ইনকাম ট্যাক্সের দারোগা হয়ে উঠলেন কী করে, সেইটাই এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে অনুধাবন কর্‌তে হবে—"

ঘননাথ কহিলেন—"গবেষণার কোনো প্রয়োজন নাই—আমিই তা' বলে দিচ্ছি।"

সকলে উৎকর্ণ হইয়া একটু সড়িয়া নড়িয়া বসিল। ডাক্তার সাহেব বলিতে লাগিলেন—"আসল কথা, অনেক দিন নেমন্তন্ন খাই নি। নেমন্তন্ন মানে এরকম ঘরে খাওয়া নয়!—সে মস্ত এক ব্যাপার—মেলা লোক আসবে, পাতা পেড়ে বসে থাকতে হবে, মহা হৈ চৈ হবে, খাবারের কতকগুলো ভালো হবে, কতক খারাপ হবে, মহা কোলাহল হবে, জুতো হারাবে, গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগবে,—তবে হলো সেই নেমন্তন্ন। সেই রকমের একটা নেমন্তন্ন খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—"

সকলে আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"তাই এখানে আসবার আগে, একটুও গোলমাল হবে বলে, আপনাদিকেও ধরে' আনলাম। কিন্তু বোন্ আমার এমনি গিন্নী যে আমাদিকে সব আলমারীর পুতুলের মত বসিয়ে রেখে কোলে কোলে খাবার দিয়ে গেলেন! এ খাওয়া মঞ্জুরই নয়।"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"তা' হলে আপনি যা বল্‌চেন—তা' কর্‌তে গেলে পৌষলা কর্‌তে হয়—"

বাগ্‌ সাহেব কৃত্রিম রোষ দেখাইয়া কহিলেন—"সেকি! ঘর থাকতে মাঠে? কী মুস্কিল! আরে মশায়, আপনাদের ছেলে পিলে রয়েচে, বিয়ে থাওয়া দিন্‌ না।"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কেবল সুবিমল ও অরুণা লজ্জায় মাথা নামাইল। সৌদামিনী ও রাখাল সেটি লক্ষ্য করিল। রাখালের মুখখানা তত প্রসন্ন বলিয়া মনে হইল না, রাখাল হাসিলও না।

সৌদামিনী সুবিমলের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সুবিমলের বিবাহের কোনো ঠিক ঠাক্‌ হইয়াছে কিনা। পণ্ডিতজায়া জানাইলেন, কিছুই ঠিক হয় নাই।

বাগ্‌ সাহেব ডাকিলেন—"আরে, আমার সে মা-টি কোথা গেল? চা' কৈ? য়্যাঁ?"

অরুণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শূন্য পেয়ালায় আর এক কাপ চা দিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ডাক্তার সাহেব তাহাকে ধরিয়া পাশে বসাইয়া কহিলেন—"কী রকম রাক্ষুসী মা তুই রে—ছেলে কেঁদে খুন—"

অরুণা লজ্জায় রাঙা হইয়া ডাক্তার সাহেবের কোলে মুখ গুঁজিয়া আত্মরক্ষা করিতেই, ডাঃ বাগ তাহার পিঠ চাপড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে বলিলেন—"ঠিক কথা, মিসেস মুহুরী, আপনিই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্‌—উদ্যোগপর্ব্বটা আপনার বাড়ীতেই প্রথম হোক্‌—"

সৌদামিনী কহিলেন—"আমি প্রস্তুত—আপনি সভাপর্ব্বের ভার নিন—"

সকলে হাসিয়া উঠিল। ডাঃ বাগ্ শ্রীগোপালবাবুর পানে একবার চাহিলেন। শ্রীগোপালবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসুভাবে সৌদামিনীর মুখ পানে চাহিলেন।

স্থানটি কিয়ৎকালের জন্য নীরবতায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। বাগ্ সাহেব কহিলেন—"আসল কথা কি জানেন? আমি চাই, মেয়েদের ১৪।১৫ ও ছেলেদের ২৩।২৪ বৎসরে বিবাহ—উভয়েই যখন বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সংসারের কতকটা বোঝে। কতকটা বোঝে বলেই পৃথিবীটা তাদের কাছে মিষ্টি। সবটা বুঝলে ততটা মিষ্ট লাগবে না—যেমন আমাদের—আমরা পোড় খেয়ে খেয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছি—" বলিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজেই অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"কতকটা বোঝা কেন, ডাক্তার সাহেব?"

ডাক্তার। কতকটা মানে অল্প স্বল্প, সেইটাই মধুর। বেশী বুঝলে নিরেট হয়ে যাবে, তেতো লাগবে; আর কিছুই না বুঝলেও, সেটা হবে অন্ধকার। অর্থাৎ কবির ভাষায় যাকে বলে বয়ঃসন্ধি "কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলি গেল"—এই সময়টা। এইটিই জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর—মাধুর্য্য রস এই সময়েই পরিপূর্ণ থাকে।

সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ডাক্তার সাহেবের ভাবাবিষ্ট মুখের পানে কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার সাহেব বলিয়া চলিলেন—"কথাটা বোধ হয় ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে, নয়?—এই ধরুন, প্রত্যূষটি যেমন মধুর, মধ্যাহ্নটি কি তেমনি? প্রভাতের অরুণ যেমন সুন্দর, মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডও কি তেমনি?"

শ্রীগোপালবাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না।

ডাক্তার। তাই বলি, মনে যখন কল্পনা থাকে, বুকে যখন বল থাকে —তখনি বিবাহের অনুষ্ঠান শুভ হয়। সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে তাই যৌবন প্রারম্ভেই বিবাহের ব্যবস্থা।

শ্রীগোপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এতো আধুনিক! বাল্য-বিবাহই আমাদের সনাতন ব্যবস্থা—গৌরীদান—"

ডাক্তার সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন—"আজ্ঞে না, পণ্ডিত মশায়, বাল্যবিবাহই আধুনিক!"

সৌদামিনী বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী রকম?"

ডাক্তার সাহেব হাত দিয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—"হাঁ বোন্, বাল্য-বিবাহই আধুনিক। বৈদিক যুগে যে বাল্যবিবাহ ছিল না, তার এত প্রমাণ আছে যে, তা না বল্লেও চলে। যৌবনবিবাহই তখন রেওয়াজ ছিল। তারপর পৌরাণিক যুগে ২।৪টা বাল্য বিবাহের উপাখ্যান পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু দেশের চাল ছিল যৌবন বিবাহের, মেয়েদের স্বয়ম্বরা হওয়াই তার প্রমাণ। বৌদ্ধযুগেও বাল্যবিবাহ চলে নাই। বাল্যবিবাহ চলল, প্রকৃত পক্ষে যখন আর্য্যেরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারিয়ে অধীন হ'ল। স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য, তাঁরা শীঘ্র শীঘ্র মেয়ের বিবাহ দিতেন। দেশের আজও সেই অবস্থা, কাজেই বাল্যবিবাহই রয়ে গেছে। এখন তবে যে যৌবনবিবাহ হচ্ছে, এর মধ্যে অভাব অন-টনই বেশী। কারণ বরপণ। বাপ মার অর্থাভাব। আজ আমরা সেই অভাবের মধ্যেই সত্যের সন্ধান পেয়েছি। একটু বুঝতে ভাবতেও শিখেছি—কাজেই, অর্থস্বাচ্ছল্য থাকলেও আর আমরা বাল্যবিবাহ দিতে চট্ করে রাজী হই না।"

ডাক্তারবাবুর বক্তৃতা থামিলে, সকলেই নীরবে ঘাড় নাড়িয়া বক্তার সহিত ঐকমত্য জানাইল।

সৌদামিনী কহিলেন—"সেটা তো বুঝলাম—কিন্তু বরপণের বাধা অপসৃত না হ'লে, আর কিছুদিন পরে হয়ত গেরস্ত ঘরের মেয়েদের বিয়েই হবে না, দাদা! তার কী করছেন?"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"তার এক উপায় যা' আছে, তা' বরের বাপদের মনোমত হবে না। অর্থাৎ ছেলেদের হ'তে হবে বিদ্রোহী! তারা পণ করুক, তাদের বিয়েতে তাদের বাপকে তারা পণ নিতে দেবে না।"

ডাঃ বাগ্ কহিলেন—"ও সব অনেক হয়ে বয়ে গেছে, শ্রীগোপাল বাবু, তাতে কোনো ফল হয় নাই। ও মিছে! (একটা হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে) লোকের যা অবস্থা দিন দিন হচ্ছে, তাতে পণ আপনিই উঠে যাবে! কিছু ভাববেন না।"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"কিম্বা বেশীও হতে পারে! কারণ ছেলেরা লেখা পড়া শিখে যদি অন্নের সংস্থান করতে না পারে, তা' হলে শ্বশুরের ঘাড় ভেঙেই কিছু সুরাহা করবার ফিকিরে থাকবে—"

ডাক্তার সাহেব ও অন্য সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সৌদামিনী কহিলেন—"তা যা' হয় হবে, এখন আপনারা সবাই করে' কম্মে আমায় একটি ভালো পাত্র দেখে দিন—আমি স্ত্রীলোক, একা—আমার কন্যাদায়—"

ডাঃ বাগ্ বাধা দিয়া কহিলেন—"কন্যাদায়—ঐ কথাটি বলো না দিদি! ওটা আমি একদম শুনতে পারি না। পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায় এ কী? এ সব কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য আবার দায় কি?"

সৌদামিনী অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন—"বেশ, দায় না হয় নাই বল্‌লাম!"

ডাঃ বাগ চক্ষু মুদিয়া উপর দিকে মুখ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, কহিলেন—"আচ্ছা, আমার মা'র জন্যে আমি পাত্র একটি দেখচি!"

শ্রীগোপালবাবু কহিলেন—"আমাদের ইচ্ছা, মা লক্ষ্মীকে আমরাই নিয়ে যাই—তা' আমাদের সে ইচ্ছা মিসেস মুহুরা কি পূরণ করবেন্?"

সৌদামিনীর কপালে ঘাম দেখা দিল। পার্শ্বোপবিষ্টা পণ্ডিত-গৃহিনী —সৌদামিনীর নত মুখের পানে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া ডাকিল— "দিদি—"

ঘননাথ কিছুক্ষণ তদবস্থ থাকিয়া নীরব নিস্তব্ধ সভায় প্রথমে মাথা নাড়িয়া, পরে পণ্ডিত মহাশয়ের পানে ফিরিয়া, গম্ভীর ভাবে কহিলেন— "ক্ষমা করবেন, শ্রীগোপাল বাবু, আমি যতদূর জানি, মিসেস মুহুরী আপনার পুত্রকে জামাতা রূপে গ্রহণ করতে মোটেই স্বীকৃত নন্; আর এতে আমারও মত নেই—আমার মত অবিশ্যি যদি আপনারা জানতে চান্।"

শ্রীগোপালবাবু অপ্রতিভ ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঢোক গিলিতে গিলিতে কহিলেন—"অবশ্য, আপনার বা মিসেস মুহুরীর আপত্তির কারণ আমি জানি। কিন্তু ওটা আজকাল—"

সৌদামিনী কহিলেন—"ছিঃ পণ্ডিত, জেনে শুনে, এ কাজ করতে আপনি বলেন?"

শ্রীগোপালবাবু গলা ঝাড়িয়া কহিলেন—"অন্য কেউ হলে নিশ্চয়

বল্‌তাম না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার স্বার্থ আছে কিনা, তাই এটা খুব ছোট খাট ব্যাপারই আমার মনে হচ্ছে।—"

ডাক্তার বাবু শ্রীগোপালবাবুর করমর্দ্দন করিয়া বিশেষ উৎফুল্ল ভাবে কহিলেন—"চমৎকার বলেচেন, পণ্ডিত মশায়। আপনার সরলতার আমি আবার প্রশংসা করি—"

শ্রী। অবিশ্যি এর চেয়ে যদি ভাল কোনো পাত্র আপনি পান্ বা পেয়ে থাকেন, তাহ'লে আপনি সেখানেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। তবে নেমন্তন্নটা যেন করতে ভুল্‌বেন্ না—বলিয়া লজ্জা ঢাকিবার জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

সুবিমল স্থির স্থানুর মত চেয়ারের পিঠে মাথা রাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে তাম্বুর চাঁদোয়াখানির শোভা সন্দর্শন করিতেছিল। রাখালের মুখ আসন্ন বর্ষণোন্মুখ মেঘের কত কালো। অরুণা ডাক্তার সাহেবের পার্শ্বে জড়সড় হইয়া বসিয়া ব্রীড়াবনত মুখে কাঁপিতেছিল। সুবিমলের মাতা ভারী মুখ খানা ঝাঁকিয়া ফিরাইয়া লইয়া, সৌদামিনীর বিপরীত দিকে চাহিয়া বিরক্ত ভাবে নড়িয়া বসিলেন এবং আড়চোখে স্বামীর পানে চাহিয়া চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে লাগিলেন।

সকলেই নীরব। হঠাৎ বাগানের পথে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ভীত ভাবে ডাকিয়া উঠিল। উপরে তরুশাখায় নীড়মাঝে পাখীরা পাখা ঝাপ্‌টা দিয়া একবার বিকট শব্দ করিয়া তখনি আবার নীরব হইল। স্তব্ধ নিশুতি রাত্রির পরিমাণ-নির্ণয়ের জন্য ঝিঁ ঝিঁ পোকা গুলি একটানা কলরবে পল্লীখানির আলো-আঁধারী কোণে অব্যাহত গতিতে করাত চালাইয়া যাইতেছিল।

ডাঃ বাগ্ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর ভাবে ডাকিলেন—"রাখাল, আমার কাছে এস।"

রাখালের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, মাতালের মত অস্থির পদক্ষেপে ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়া দাঁড়াতেই, তিনি তাহাকে অন্য পাশে বসিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিসেস মুহুরীর ইচ্ছা ছিল তোমার হাতে তাঁর কন্যাকে দিতে—কিন্তু তুমি অমত কর্‌চ' বলেই আমাদিগকে অন্য পাত্রের সন্ধান কর্‌তে হচ্ছে। এখনও যদি তুমি প্রস্তুত থাক'—খোলসা করে' বল।"

রাখালের কাণে কথাটা স্বপ্নশ্রুত কাহিনীর মত শুনাইল, সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কী যে উত্তর দিবে, তাহার ভাষাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এ এতই হঠাৎ, এতই অসম্ভাবিত যে—রাখাল এ বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না।

শ্রীগোপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলুন্—রাখালবাবু, এতে অমত করবার আপনার কী আছে।"

রাখাল তবুও নীরব, তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাখাল, তোমার যদি বাস্তবিক কোনো আপত্তি থাকে, তা' হলে তুমি খুলে বল্‌তে পার'। তোমার মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ আমি হতে দেব' না।"

"মা, আমি আপনার অধম সন্তান—আমায় আপনি—"আর বলিতে পারিল না, চোখের জলে ও বুকের সঘন স্পন্দনে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। রাখাল সৌদামিনীর পায়ের কাছে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায় লইল।

*　　　*　　　*

বাহিরে ভীষণ গোলমাল। নাথু এক ব্যক্তিকে চটাপট কিলচাপড় মারিতেছে ও সে মিনতি জানাইতেছে! সকলে ব্যাপার কী দেখিবার জন্ম বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

ফালি-ফালি ছেঁড়া একখানা দুর্গন্ধ ময়লা ন্যাকড়া পরা, খালি গা খালি পা—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া প্রায়-পাকা সব চুল, লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা একটা লোক চুপি চুপি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সৌদামিনীর ঘরের দাওয়ার নীচে বসিয়াছিল, নাথু টানিয়া বাহির করিয়াছে। এ চোর!

রাখাল তাড়াতাড়ি লণ্ঠন আনিয়া মুখের উপর ধরিল। লোকটা ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। নাথু তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। চোরটা সৌদামিনী ও অরুণাকে দেখিয়া ইঁহাদের উভয়ের পায়ে ভক্তিভাবে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া—অট্টহাস্য করিয়া উঠিল!

ডাঃ বাগ কহিলেন—"আহা লোকটা পাগল হে, চোর নয়।"

আলোতে দেখা গেল চোরের মাথা ও কপাল হইতে বেগে রক্তধারা ছুটিতেছিল, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

বিদ্যুৎপৃষ্টের মত সকলে চমকাইয়া উঠিল। অরুণা ধপ্ করিয়া মাতার হাতটি চাপিয়া ধরিল।

রাখাল কহিল—"বিপিনবাবু—"

বিপিন কহিল—"চুপ্—বিপিন মরে গিয়েছে!—দোহাই—দোহাই আপনাদের—আমায় পুলিশে দেবেন না। পুলিশে দেবেন্ না—আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি—আমি মরে গিয়েছি—আমি মরে গিয়েছি! প্রসন্ন আমায় মেরে ফেলেছে—প্রসন্ন—প্রসন্ন।" বলিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে বিপিন গঙ্গার উদার বালুসৈকতের পথে অস্থির পদক্ষেপে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

সৌদামিনীর চক্ষু দু'টি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল!

মাথার উপর এক ঝাঁক নিশাচর পাখী অট্টহাস্য করিতে করিতে এ-পার হইতে ও-পারের পথে পাড়ি দিল।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য লেখা

শাপমুক্তি	(গল্পগ্রন্থ)	১।০
পঙ্কজিনী	(ঐ)	১।০
মারাবাঈ	(নাটক মনোমোহনে অভিনীত)	১৲
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি		২৲
রবীন্দ্রনাথের ছন্দ	(পরিবর্দ্ধিত ২য় সং যন্ত্রস্থ)	॥০
মন্দিরা	(কাব্যগ্রন্থ ২য় সং)	॥৵০
খঞ্জনী	(ঐ) (ঐ)	৷৵০
পত্রচিত্র	(ঐ)	৷০
পঞ্চপাত্র	(ঐ)	৷০
সপ্তস্বরা	(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)	১৲

চিত্র ও চিত্ত

গাথাকাব্য

কবির নবতম অবদান—

রবীন্দ্রনাথের "কথা" ও "কাহিনী"র পর এরূপ গ্রন্থ আর বাহির হয় নাই—মূল্য ১৲

কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ও ৪৫।১।এ বীডন্ ষ্ট্রীটস্থ **দীপালী** কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।